শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

গুলিস্তাঁর গল্প

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
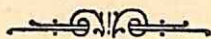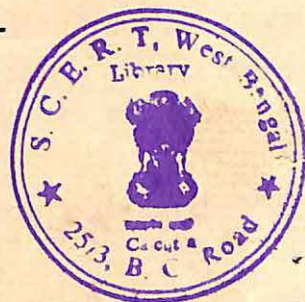
মূল্য ১৲ টাকা

নিবেদন

সমগ্র জগতে মহাকবি শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ গ্রন্থ অতীব সুপরিচিত। এই পুস্তকের নাম শুনেন নাই, শিক্ষিত লোকের ভিতর এরূপ লোক অতি বিরল। কিন্তু ইহা পড়িবার—পড়িয়া বুঝিবার সুযোগ আমাদের দেশে কয়জনের হইয়াছে? যে পারস্য ভাষা অল্প দিন পূর্ব্বেও এদেশে রাজভাষারূপে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, যে ভাষার সাহিত্যে অসংখ্য কোকিল-কবির সুকণ্ঠ-বিনিসৃত ললিত ঝঙ্কারে মর্ত্তে অমরার মাধুরী জাগাইয়া তুলিত, সময়ের নির্ম্মম গতিতে আ'জ বিশ্বের দরবারে তাহার স্থান নাই! এতদিন এদেশের মুসলমান সমাজে ইহার যাহা একটু আদর ছিল, ভাষা-সমস্যা-সমাধানের উৎকট চেষ্টার মহিমায় অধুনা তাহাও লয় হইতে চলিয়াছে। তাই আমরা দেখিতেছি, যুগ যুগ কাল যে পারস্য ভাষা ইস্‌লামী জাতীয়তার বাহন হইয়া আসিয়াছে, যে ভাষার মহাকবি হাফেজ, ফেরদৌসী, রুমী, জামী, নিজামী, সা'দী, কানী, খাকানী ইত্যাদির পুণ্য-স্মৃতি এখনো প্রতি মোস্‌লেমের হৃদয়ে জাতীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করে, আমরা বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ যেন প্রতিপদে সেই ভাষাকে উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া ইস্‌লামের স্তম্ভস্বরূপ সেই মহামনিষি-বৃন্দের পুণ্য-স্মৃতিকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ইহা জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ কি না, তাহা গভীর বিবেচনার বিষয়।

পারস্যের অন্যান্য কবিদের কথা ভুলিতে পারিলেও মহাকবি শেখ সা'দীকে জগতের মুসলমান ভুলিতে পারে না। তিনি জগতকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই ছয় সাত শত বৎসর পরেও সুদূর বঙ্গ-পল্লীর নিভৃত নিকেতনে বহু মুসলমান বালক তাঁহার পান্দ্‌নামা

হাতে লইয়া পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকে। তাঁহার গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ না পড়িলে কেহ মুন্শী-মৌলভী হইতে পারে না। * সা'দীর দু'একটী বয়াত না আওড়াইতে পারিলে মজ্লিস জমকিয়া উঠে না, বক্তৃতায় জোশ আসে না! কি গভীর তত্ত্বকথা, কি কঠোর রাজনীতিকতা, কি চুটকির চাটনী, কি প্রেমের গভীরতা, কি সরস রসিকতা, কি সরল নীতি-কথা যাহাই অনুসন্ধান কর, সা'দীর রচনার মধ্যে তাহাই প্রচুর রূপে প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী এত অধিক রচনা বোধ হয় বিশ্বের অন্য কোন কবিরই নাই! এত ব্যাপকভাবে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাদৃত হইবার সৌভাগ্যও বোধ হয় অন্য কোন কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই! রাজ-দরবার হইতে কৃষকের সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সা'দীর বয়াতের অবারিত গতি, সকলেই ইহা আবৃত্তি করিতে বিশেষ গৌরব অনুভব করেন। নিখিল বিশ্ব-মোস্লেমের হৃদয়াসনে শেখ সা'দীর অবিসম্বাদিত অধিকার! এমন কি, সুদূর ইউরোপে পর্য্যন্ত তাঁহার পুস্তক-গুলির অনুবাদ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

গুলিস্তাঁ এহেন মহাকবির একখানি প্রধান গ্রন্থ। ইহা এই দীর্ঘ ৬।৭ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোস্লেম-জগতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হইয়া আসিতেছে। গুলিস্তাঁ শব্দের অর্থ কুসুম-কানন। প্রধানতঃ বিবিধ অমূল্য নীতির সুরভি কুসুমরাজীতে এই মহাগ্রন্থ গুলিস্তাঁ সুশোভিত, সুরভিত। এক-একটী উপদেশ প্রদান উদ্দেশ্যে ইহার গল্পগুলি লিখিত। গল্পের মধ্যে সর্ব্বত্রই সুবিধামত স্থানে স্থানে সুললিত বয়াত দ্বারা পুস্তকখানির সৌন্দর্য্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বয়াত-

---

* মহাকবি শেখ সা'দীর প্রকৃত নাম শেখ মস্লেহ্ উদ্দীন। পারস্যের অন্তর্গত শিরাজ নগরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার গুলিস্তাঁ রচনা সমাধা করেন।

গুলি নানা বিচিত্র ছন্দে, নানা সলীল ভঙ্গীতে এক অভিনব মাধুর্য্যের অবতারণা করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ এতই মধুর যে, সহস্রবার পাঠেও হৃদয় তৃপ্ত হয় না, মন ভাবের আবেগে অবশ হইয়া পড়ে, স্ফূর্ত্তির মাদকতায় আত্মহারা হইয়া উঠে।

এহেন মহাকবির এহেন মহাগ্রন্থের অনুবাদ করিতে অগ্রসর হওয়া আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে একরূপ ধৃষ্টতা, একরূপ অসমসাহসিকতা, তাহা আমি বেশ অবগত আছি! কিন্তু আমি যতদূর জানি, এ পর্য্যন্ত অন্য কোন যোগ্য-হস্ত হইতে এই মহাগ্রন্থখানির অনুবাদের কোন চেষ্টাই হয় নাই। তাই আমার এই অতি সামান্য শক্তি লইয়া একান্ত সঙ্কোচের সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। সমগ্র গুলিস্তাঁ অনুবাদ করিতে হইলে তাহা ৬।৭ শত পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাণ্ড পুস্তক হইবে। নানা দিক বিবেচনা করিয়া আমি তাহা সঙ্গত মনে করি নাই। উপস্থিত পুস্তকে গল্প-হিসাবে আদৃত হইতে পারে, প্রধানতঃ এইরূপ ৭৫টি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। অবশিষ্ট হেকায়ত বা গল্পগুলি আমার সামান্য মতে নীতি-উপদেশ মাত্র, গল্প হিসাবে তৎসমুদয়ের অধিকাংশেরই তেমন কোন মূল্য নাই।

ইতঃপূর্ব্বে আমি আমার সা'দীর কালাম পুস্তকে গুলিস্তাঁর ১০৬টী বয়াত ও তৎসমুদয়ের কবিতানুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, সমাজে পুস্তকখানির বিশেষ আদর হইয়াছে! গুলিস্তাঁর গল্পেও উহা হইতে সামান্য কয়েকটী অনুবাদ গ্রহণ করা অযৌক্তিক মনে করি নাই। যে সমস্ত নীতি-উপদেশপূর্ণ সুন্দর বয়াত সা'দীর কালামে এবং উপস্থিত পুস্তকে স্থান পায় নাই, তৎসমুদয় সা'দীর কালাম দ্বিতীয় ভাগে শীঘ্রই প্রকাশের আশা আছে। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি একরূপ প্রস্তুত।

এইরূপে আমি আশা করিতেছি, সা'দীর কালাম ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, এবং গুলিস্তাঁর গল্প এই তিনখানি পুস্তকে সমগ্র গুলিস্তাঁর বিশেষ

প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক গল্প ও বয়াতগুলির প্রায় সমস্তই স্থান পাইবে। যে সমস্ত অংশ আমি বাদ দিয়াছি, আমার বিশ্বাস, তৎসমুদয়ের গুরুত্ব তেমন অধিক নহে। কৌতূহলী এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল পুস্তক পাঠে তৎসমুদয় জানিতে পারেন।

গুলিস্তাঁর এই অনুবাদ কার্য্যে আমি নিজের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা পদে-পদে অনুভব করিয়াছি এবং সে কথা একান্ত সঙ্কোচের সহিত স্বীকার করিতেছি। কি গদ্য, কি পদ্য, সা'দীর রচনা সর্ব্বত্রই যেন কি এক অপার্থিব সুষমায় পূর্ণ, লালিত্য ও অনুপ্রাসের অমিয়-লহরী যেন ইহার সর্ব্বত্র তরঙ্গায়িত হইতেছে। তাঁহার রচনাবলী বহু ক্ষেত্রেই যেন মুক্তামালার ন্যায় আপন সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। আমার সামান্য লেখনীর পক্ষে তাঁহার রচনা-সৌকর্য্যের অনুকরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র! আমি মূল সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, ইহাই আমার একমাত্র কৈফিয়ত। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রচলিত রীতি রক্ষা করিতে যাইয়া অনেক ক্ষেত্রে ঠিক অনুবাদ হয় নাই, অনেক স্থানে অনেক কথা পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। ফলতঃ কবির বক্তব্য বিষয়টীর মর্ম্ম অনেক স্থানে স্বাধীন ভাবে বিভিন্ন প্রণালীতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তকখানি যতদূর সম্ভব সরল ও বালক-বালিকাগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে।

ভ্রম-ত্রুটী প্রদর্শিত হইলে একান্ত আনন্দিত হইব। এই পুস্তকের সর্ব্বত্র পারস্য س অক্ষর বাঙ্গলা স দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। আশা করি, এই সামান্য পুস্তকখানি গুণগ্রাহী সুধীমণ্ডলীর স্নেহানুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইবে না।

বিনীত—গ্রন্থকার

গুলিস্তাঁর গল্প

গুলিস্তাঁর গল্প

১ম অধ্যায়

রাজ চরিত্র

(১)

একজন বাদশা কোন বন্দীকে হত্যার আদেশ দিলেন। বন্দীটি জীবনে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া তাহার নিজ ভাষায় বাদশাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। জীবনের আশা চলিয়া গেলে লোকে মনের সকল কথাই বলিয়া ফেলে।

বিপদের কালে পথ বন্ধ হ'লে পলা'বার
অগত্যা তখন লোকে ধরে অসি খরধার (১)

(১) অক্তে জরুরত চু নমানদ্ গোরেজ্
দস্ত্ বেগিরদ্ সরে শোমশের তেজ।

জীবনে নিরাশ হ'লে দেহে দুনো বল হয়,
বিড়ালও "হামলা" (১) করে কুকুরে না করি ভয়।

বাদশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি বলিতেছে? একজন উজির হতভাগ্যকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, হুজুর, এ বলিতেছে,—খোদা-প্রিয় ব্যক্তিগণ ক্রোধ দমন করেন, লোকের অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

এই কথা শুনিয়া ভূপতির মনে দয়া হইল। তিনি বন্দীর প্রাণ দণ্ডাদেশ রহিত করিলেন।

অন্য একজন উজির উক্ত উজিরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতেন। তিনি বলিলেন,—"সম্রাটের নিকটে আমাদের মিথ্যা বলা উচিত নহে; এই লোকটি বাদশাকে গালি দিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে অতি অনুপযুক্ত কথা বলিয়াছে।"

বাদশা এই কথা শুনিয়া বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং বলিলেন,—"উক্ত মিথ্যা আপনার সত্য অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর প্রীতিকর মনে হইয়াছে। কারণ উহার উদ্দেশ্য কল্যাণকর, কিন্তু আপনার সত্য কথনের উদ্দেশ্য হীনতামূলক। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—মিথ্যার উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তবে তাহা অশান্তিকর সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়।

ভূপতি শুনেন সদা যাঁহার বারতা
আক্ষেপ, যদি সে বলে অকল্যাণ-কথা।

(১) হামলা—আক্রমণ।

(২)

আরব দেশের একদল দস্যু এক পাহাড়ের উপর তাহাদের আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের ভয়ে দেশবাসী বিষম ভীত হইয়া পড়িল। বণিকগণ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইল। রাজ-সৈন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইল না। কারণ তাহাদের আশ্রয়-স্থান পাহাড়ের বহু উর্দ্ধে, কোন নিভৃত স্থানে। কেহই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, ইহারা আরো কিছুদিন এইরূপ প্রশ্রয় পাইলে শেষে ইহাদিগকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে।

চারাগাছ একজনে পারে উপাড়িতে,
বড় হ'লে সম্ভব তা' হয় না কখন।
নির্ঝরের মুখ পারে সহজে বাঁধিতে,
কিন্তু পরে হাতী তা'তে হইবে মগন (১)।

---

(১) দরখ্‌তে কে আকৃনুঁ গেরেফ্‌তাস্ত্‌ পায়্‌
ব নায়রুয়ে শখ্‌সে বর্‌ আয়দ্‌ যে জায়ে
ও গার্‌ হামচুনাঁ রোজ— গারে হেলী
বগর্‌ দুনশ্‌ আজ্‌ বেখ্‌ বর্‌ নাগ্‌ সলী
সরে চশ্‌মে শায়দ গেরেফ্‌তন্‌ ব মীল
চু পোর্‌ শোদ্‌ নশায়দ্‌ গোজাশ্‌তন্‌ বপীল।

স্থির হইল, একদল গুপ্তচর ইহাদের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবে; তাহারা ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবে। কিছুদিন চেষ্টার পর ইহাদের আড্ডা আবিষ্কৃত হইল। একদল অসম সাহসী সৈনিক গুপ্তভাবে একদিন রাত্রিতে ইহাদিগকে তাহাদের আড্ডায় সদ্য লুণ্ঠিত মাল পত্র সহ গেরেফ্‌তার করিল। প্রাতে তাহারা সম্রাট-সদনে নীত হইলে তিনি তাহাদের প্রাণ দণ্ডাদেশ প্রদান করিলেন।

দস্যুদলে একটি সুন্দর অল্পবয়স্ক বালক ছিল। সে সবেমাত্র যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। একজন উজির সিংহাসন চুম্বন করিয়া বিনীত ভাবে উক্ত যুবকটির প্রাণ রক্ষার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"এই বালকটি এখনও জীবনের রস আস্বাদ করে নাই, যৌবনের মাধুর্য্য উপভোগে এখনো সে বঞ্চিত। অধীনের আশা, হুজুর স্বকীয় অসাধারণ দয়া ও অনুগ্রহ প্রভাবে ইহার সুন্দর জীবন রক্ষা করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।"

মন্ত্রীর অনুরোধে সম্রাট বিরক্ত হইলেন। তাঁহার রাজোচিত উচ্চ বুদ্ধিতে এই কার্য্য সঙ্গত বিবেচিত হইল না। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মন্দ স্বভাব সৎসঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয় না। গোলাকার ফল যেরূপ গুম্বজের শীর্ষস্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ সুশিক্ষা অসৎবংশসম্ভূত ব্যক্তির মনে স্থায়ী হয় না। এই শ্রেণীর দস্যুদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করাই কর্ত্তব্য। আগুন নিবাইয়া তাহার শেষ রাখা,

সাপ মারিয়া তাহার ছানাকে প্রতিপালন করা জ্ঞানী লোকের কার্য্য নহে।

জীবনের বারি যদি করে মেঘ বরিষণ
ফলহীন বেদ-শাখে (১) তবু ফল ধরে না;
নীচজন সহ বাস করিও না কদাচন
নিমগাছে মিঠা ফল কেহ খোঁজ করে না।

উজির ইচ্ছায়ই হউক অথবা অনিচ্ছায়ই হউক বাদশাহের কথা সমর্থন করিলেন; তাঁহার সুবিবেচনার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন, যে, সে আজিও বালক মাত্র; এখনও সৎসঙ্গে তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তনের সময় আছে; হয়ত সুশিক্ষা পাইলে কালে সে চরিত্রবান ও জ্ঞানী হইবে। হাদিস্ শরিফে (২) আছে, প্রত্যেক শিশু মুসলমান অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, অতঃপর তাহার মাতাপিতা বা আত্মীয়গণ তাহাকে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকে।

---

(১) বেদ—এক প্রকার অতি সুন্দর বৃক্ষ, নবাব বাদশাহ্‌গণ ইহা অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেন।

(২) হজরত মোহম্মদ (দ) যাহা যাহা বলিয়াছেন, করিয়াছেন অথবা যাহা যাহা দেখিয়াও নীরব থাকিয়াছেন প্রধানতঃ সেই সমস্ত বিবরণ যে শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহাকে 'হাদিস' বলে।

মিশিল কুলোক সহ নূহ নবীজীর ছেলে
বংশের গৌরব তাই হ'ল তার সব লয় ;
আস্‌হাবে কাহাফ্ সহ মিশিয়া কুকুর সেই
হইল মানব সম অনন্ত গৌরব ময়। (১)

সভাসদ্‌দের মধ্যেও কেহ কেহ উজিরের সুপারিশের সহিত যোগদান করায় বাদশা অবশেষে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন ; এবং বলিলেন, যদিও কাজটা যুক্তিসঙ্গত হইল না, তথাপি উহাকে ক্ষমা করিলাম।

জান না কি "জাল" কহিলা কি বাণী
রোস্তম মহা— পাহ্‌লোয়ানে ?
অরিরে কভু না ভাবিবে দুর্ব্বল,
তার কি শকতি সেই জানে।

নির্ঝর যখন হয় গো বাহির
দেখিতে সামান্য যদিও
ক্রমে হয় তাহা এমনি ভীষণ
দেখিলে আতঙ্ক জাগে প্রাণে।

---

(১) পেসরে নূহ্ বা বদাঁ নেশাস্ত্
খান্দানে নবুওতশ্ গোম শোদ্
সগে আস্‌হাবে কাহাফ্ রোজে চন্দ
পায়ে নেকাঁ গেরেফ্‌ত্ ও মর্দম্ শোদ্

যাহা হউক, বালকটিকে সুখ-সম্পদের সহিত প্রতিপালন করা হইতে লাগিল। তাহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইল। তাহার জ্ঞান বুদ্ধিতে ও স্বভাব চরিত্রে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। একদিন উজির কথা প্রসঙ্গে বাদশার নিকট বালকটির প্রশংসা করায় তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন,—

শার্দ্দুল-শাবক! শার্দ্দুল হ'বে শেষে সে,
যদিও পালিত হয় মানবের বেশে সে। (১)

কিছুদিন পরে ঘটনাক্রমে একদল দুষ্টপ্রকৃতি লোকের সহিত সে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে আরম্ভ করিল। তারপর একদিন সুযোগ মত সমস্ত কৃতজ্ঞতার বন্ধন স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত উজির ও তাঁহার দুই পুত্রকে হত্যা করতঃ বহু ধন সম্পদ সহ দস্যুদলে যোগদান করিল।

বাদশা এই সংবাদে খেদে ও আক্ষেপে স্বীয় অঙ্গুলি দংশন করিতে লাগিলেন।

ভাল লৌহ বিনা কভু ভাল অসি হয় না;
সুশিক্ষা বিফল সদা মানুষ যে নয় তার।
আকাশের বারিধারা যদিও কল্যাণময়,
মরুভূর তা'তে কিছু নাহি হয় উপকার।

---

(১) আকেবত্ গোর্গ জাদা গো:র্গ্ শওয়াদ
গর্চে বা আদমী বোজর্গ্ শওয়াদ্।

হয় না কুসুমোদ্যান অনুর্ব্বর ভূমিতে
অহেতু যতন তুমি করিও না তথা গো।
ইতরের উপকার এমনি অহিতকর
মহত জনের প্রতি অপকার যথা গো। (১)

---

(৩)

আজমের একজন রাজা প্রজাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন; জোর করিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন। ক্রমে ক্রমে অত্যাচারের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, প্রজাগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। প্রজা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের আয়ও কমিয়া গেল; কোষাগার শূন্য হইয়া আসিল। চারিদিকে নানা দুর্দ্দশা আত্মপ্রকাশ করিল। এই সুযোগে শত্রুগণের লোলুপ দৃষ্টি উক্ত রাজ্যের উপর নিপতিত হইল। তাহারা শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

---

(১) জমীনে শুর্ সম্বল্ বর্ নয়ারদ্
দরো তোখ্মে আমল্ জায়ে মগর্দ্দা।
নেকোয়ী বা বদাঁ কর্দ্দন্ চুনানাস্ত
কে বদ্ কর্দ্দন্ বজায়ে নেক্ মর্দাঁ।

বিপদে যে জন চাহে অপরের উপকার
সম্পদে তাদের ভাল যেন সদা করে সে !
ভাগিবে সেবক দূরে হ'লে রূঢ় ব্যবহার ;
সুধী যে সেবক করে সদাচারে পরে সে। (১)

একদিন উক্ত রাজার সভায় বিখ্যাত শাহ্‌নামা গ্রন্থ পাঠ হইতেছিল। উজির কথা প্রসঙ্গে বাদশাকে বলিলেন, ফরিদুনের লোক লস্কর, বিভব সম্পদ তেমন কিছুই ছিল না, তথাপি তিনি কিরূপে রাজ্য লাভ করিলেন, হুজুর কি তাহা বলিতে পারেন ? বাদশা বলিলেন,—বহু লোক তাঁহার অনুগত ছিল, তাহাদের সাহায্যেই তিনি রাজ্য লাভ করেন। উজির বাদশাকে বিনীতভাবে বলিলেন, সাধারণের সহায়তাই যখন রাজ্য লাভের প্রধান কারণ, তখন হুজুর প্রজাবৃন্দের প্রতি অত্যাচার করেন কেন ? হুজুরের কি রাজ্য রক্ষার দিকে তেমন মনোযোগ নাই ?

জনগণে প্রাণপণে সেবা কর ভাল তাই,
জনমতে মজবুত বাদশার বাদশাই। (২)

---

(১) হর্‌কে ফরিয়াদরসী রোজে মসীবত খাহদ্
গো দর আয়া'ম সালামত্ বজওয়াঁমর্দী কোশ্
বন্দায়ে হাল্‌কা আগর বগোশ্ না নওয়াজী বেরওয়াদ্
লোৎফ্ কুন্ লোৎফ্ কে বেগানা শওয়াদ্ হাল্‌কা বগোশ্ ॥

(২) হমাঁ বেহ্ কে লশকর্‌রা জাঁ পরওয়ারী
কে সুলতান বলশ্‌কর্ কুনদ সরওয়ারী।

বাদশা বলিলেন,—"কি করিলে প্রজা ও সৈন্যগণ অনুগত হয়?" উজির বলিলেন,—"বাদশার পক্ষে দান ও অনুগ্রহ আবশ্যক, তাহা হইলে সাধারণে তাঁহার অনুগত হইবে, তাঁহার মহান আশ্রয়ে সকলে শান্তিতে বাসের আশা করিতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুজুরের মধ্যে এই দুইটিরই একান্ত অভাব।

জালেম কখনো রাজত্ব করিতে পারে না;
রাখালের কাজ বাঘের কভু না সাজে হে।
যে রাজা জুলুম করে প্রজাদের উপরে,
রাজত্ব তাহার যা'বে দু'দিনের মাঝে হে। (১)

উজিরের উপদেশ বাদশার পছন্দ হইল না। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাদশার একজন পিতৃব্য তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অত্যাচারিত প্রজা-সাধারণ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করায় তাঁহার শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। অচিরে অত্যাচারী বাদশার রাজত্বের অবসান হইল।

---

(১) না কুনাদ্ জওর পেশ সুলতানী
কে নয়ায়াদ্ জে গোর্গ চওপানী
পাদ্‌শাহে কে তর্‌হ্ জোলুম আফগানদ,
পায়ে দেওয়ারে মোল্‌কে খেশ্ বে কানাদ্।

অত্যাচার যদি করেন ভূপতি
অধীন জনের উপরে
বিপদের দিনে বন্ধুগণও তার
ভীষণ দুশ্‌মন হবে গো।

রহিলে মিলন প্রজাগণ সনে
শত্রু হ'তে নাহি রবে ভয় ;
ন্যায়পথগামী বাদশা যে জন
সেনা তাঁর প্রজা সবে গো ! (১)

---

(৪)

বাদশা হরমুজ তাঁহার পিতার সময়ের জনৈক উজিরকে বন্দী করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হুজুর, উজীরের কি অপরাধ ছিল ? বাদশা বলিলেন,—তাঁহার কোন অপরাধ ছিল বলিয়া আমি জানি না ; তবে আমি নিশ্চিত ভাবে জানিতাম যে, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, সর্ব্বদা আমাদ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। আমার আশঙ্কা হইত,

---

(১) বাদশাহে কো রওয়া দারদ সেতম বর জের দস্ত্
দোস্ত্‌দার্‌শ রোজে সখ্‌তী দুশ্‌মনে জোর আওরস্ত্
বারায়েত সে শেহ্ কোন ও জে জঙ্গে খশ ম ইমন্ নশিন,
জাঁকে শাহান শাহে আদল্‌রা রায়েত্ লশ্‌কর্ আস্ত.

তিনি আত্মরক্ষার জন্যই আমার ধ্বংস কামনা করিতেছেন। জ্ঞানিগণের উপদেশ অনুসারে এরূপ লোককে ভয় করিয়া চলা উচিত। তাঁহারা বলিয়াছেন,—

যেজন তোমারে ডরে ডর ডর তাহারে
শতগুণ শ্রেষ্ঠ তুমি হইলেও হে জ্ঞানি,
বিষধর এই ভয়ে কামড়ে গো রাখালে
কখন তাহার শির বিচূরিবে কি জানি!
বিড়াল মরিয়া হ'লে নখরের আঘাতে
উপাড়ে বাঘের আঁখি কোন বাধা না মানি'। (১)

---

(৫)

একজন রাজা সমস্ত রাত্রি আমোদপ্রমোদে মত্ত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন। প্রভাতে অতি খোশমেজাজে তিনি গাহিতেছিলেন,—

সমগ্র জীবনে এ চেয়ে মোদের
সুখের সময় আর নাই,
দুখ বা সুখের কিংবা মানবের
নাই মনে কোন ভাবনাই।

---

(১) মূল পারসী কবিতাটি সাদীর কালাম ১ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

একজন ফকির বাহিরে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছিল, সে বাদশার কথা শুনিয়া বলিল,—

বিভব অতুল তোমার ভূপতি ;
নাহি মনে কোন চিন্তা ;
আমার মতন গরীব জনের
কি উপায় ব'লে দিন তা'। (১)

ভিখারীর কথায় বাদশা সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে বহু মুদ্রা ও সুন্দর পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ফকির উহা নষ্ট করিয়া ফেলিল।

চালুনির মাঝে রহে না সলিল,
প্রেমিকের মনে শান্তি ;
আজাদ জনের * হাতে থাকে টাকা
মনে করা এক ভ্রান্তি। (২)

বাদশা উক্ত ফকিরের কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে আবার বাদশার নিকট উপস্থিত হইলে কেহ কেহ বাদশাকে তাহার দুরবস্থার কথা জানাইল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত

---

(১) আয় আঁ কে বা একবালে তু দর আলম নিস্ত
গিরম কে গমত্ নিস্ত ; গমে মা হম্ নিস্ত্?

* আজাদ—মুক্ত পুরুষ, যাঁহার সংসারে কোন বন্ধন নাই।

(২) করার দর কফে আজাদগান নাগিরদ মাল
না সবর দর দিলে আশেক না আব দর গরবাল

হইয়া বলিলেন,—এই অপব্যয়ী ভিক্ষুককে দূর করিয়া দাও। বয়তুল মাল তহবিলের টাকা গরীব দুঃখীদের অসন বসনের জন্য, অপব্যয়ী "শয়তানের ভ্রাতাদের" বিলাস ব্যসনের জন্য নহে। (১)

"যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতী
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশীথে প্রদীপ-ভাতি।" (২)

একজন উজির বলিলেন,—হুজুর, অধীনের মতে এরূপ লোকের জন্য মাসিক বা দৈনিক সামান্য অর্থ বৃত্তি স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই সঙ্গত; যাহাতে তাহার কোনরূপে জীবন রক্ষা হয়, অথচ সে অপব্যয় করিবার সুযোগও না পায়। তাহার প্রতি হুজুর যে কঠোর আদেশ দিয়াছেন, তাহা আপনার ন্যায় সহৃদয় সম্রাটের উপযুক্ত নহে; প্রচুর অনুগ্রহে যাহার আশা বাড়াইয়া দিয়াছেন, নিরাশায় আহত করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে।

---

(১) অপব্যয়কারী শয়তানের ভ্রাতা (কোরান শরীফ)।

(২) এই অনুবাদটি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিরচিত প্রসিদ্ধ "সদ্ভাব শতক" গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

মূল পারসী কবিতাটি এই—

আবলাহে কো রোজে রওশন শমায়ে কাফুরী নেহাদ
জোদ্ বিনী কশ্ বশ্ব রওগান নমানদ দর চেরাগ

খুলিয়াছ যার তরে তব অনুগ্রহ-দ্বার
একেবারে বন্ধ তাহা কভু না করিও আর।

অপেয় লবণময় জলাশয় কেনারে
পিপাসিত পান্থগণে কে দেখেছে আসিতে ?
সুমিষ্ট সলিল ভরা নিঝরের দু'ধারে
সবে আসে বড় আশে তিয়াজ্বালা নাশিতে (১)

---

(৬)

আমার একজন বন্ধু অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি অনেক সময় আমার নিকট তাঁহার দুরবস্থার কথা বলিতেন। তাঁহার সামান্য আয়, কিন্তু সংসারে ব্যয় অনেক। কিছুতেই আর কুলাইয়া উঠিত না। কখনো কখনো তিনি বিদেশে চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। সেখানে কোন বন্ধুবান্ধব তাঁহার দুঃখ দুর্গতির সন্ধান পাইবে না। বিদেশে

কত লোক অনাহারে রহে কেহ না জানে,
মরিলেও বারি কারো নাহি ঝরে নয়ানে। (২)

---

(১) কস্ না বিনদ কে তেশ্নাগানে হেজাজ্
বর্ লবে আবে শুর্ গের্দ্ আয়ন্দ্,
হর্কুজা চশ্মায়ে বুয়াদ্ শিরিন্,
মর্দম্ ও মোর্গ্ ও মুর্ গের্দ্ আয়ন্দ্।

(২) বস্ গোরস্না খোফ্ত্ ও কস্ নদানদ কে কিস্ত্
বস্ জাঁ বলব্ আমাদ কে বরো কস্ না গিরিস্ত্

কিন্তু তিনি শত্রুগণের অপবাদে ভীত হইতেন। তাহারা উপহাস করিয়া বলিতে পারে, কাপুরুষ পরিবারবর্গকে দুঃখ-দৈন্য ও অভাবের মধ্যে রাখিয়া নিজের সুখের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে।

দেখ দেখ ঐ কাপুরুষ জনে দেখহ
সৌভাগ্যের মুখ দেখিবে না কদা- চন সে
পুত্র-পরিবারে ফেলি' দুর্গতির মাঝারে
আপন আরাম শুধু করে অন্বে- ষণ সে।

একদিন উক্ত বন্ধুটি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আপনি জানেন, গণিত শাস্ত্রে আমার কিছু জ্ঞান আছে। যদি আপনার অনুগ্রহে ও সোপারিশে হিসাব বিভাগে আমার একটি স্থায়ী চাকুরীর যোগাড় হয় তবে অবশিষ্ট জীবন অভাব-শূন্য হইয়া একটু শান্তিতে কাটাইতে এবং আপনার কৃতজ্ঞতা বন্ধনে চিরজীবন আবদ্ধ থাকিতে পারি।

তাঁহাকে বলিলাম,—ভ্রাতঃ, সরকারী চাকুরীর দু'টি দিক আছে, আশা ও ভয়; অর্থাৎ আশা জীবিকা ও মানের এবং ভয় হীনতা ও প্রাণের। জ্ঞানিগণের মতে এরূপ আশায় এরূপ ভয় বরণ করিয়া লওয়া উচিত নহে।

বন্ধু বলিলেন, আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতে পারিতেছি না। যে অন্যায় করে সেই ভয়ে কম্পিত হয়।

খোদার সন্তোষ সাধন সতত সত্যে,
সত্য-বাদীরে কে পারে বিনাশ করতে। (১)

অপরাধী ব্যক্তি পুলিস দেখিলে ভীত হয়। নির্দ্দোষ ব্যক্তির ভয়ের কোনই কারণ নাই। রজক মলিন বস্ত্রই অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া পাটে আছড়াইয়া থাকে!

আমি তাঁহাকে বলিলাম,—শৃগালের একটি গল্প আছে। গল্পটি তোমার অনুধাবন করা উচিত। একদিন এক শৃগাল উঠিয়া পড়িয়া দৌড়িতেছিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কিহে, ব্যাপার কি? এত দৌড়িতেছ কেন? শৃগাল উত্তর করিল, শুনিলাম ব্যাঘ্র সমূহকে ব্যাগার ধরা হইতেছে। লোকেরা হাসিয়া বলিল, বাপুহে, তাহাতে তোমার কি? বাঘের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? তোমার চৌদ্দ পুরুষের কেহই ত বাঘ ছিল না। শৃগাল বলিল, নির্ব্বোধ! ইহা বুঝিলে না? আমরা একই বনে বাস করি; হয়ত তাহারা মনে করিবে বা শত্রুতা-বশে বলিবে, এ ব্যাঘ্র-শাবক। কাজ কি! পূর্ব্ব হইতেই সরিয়া পড়া ভাল। আমি বিপদে পড়িলে কে আমাকে রক্ষা করিবে? বিপদের প্রতীকারের চেষ্টা করিতে করিতে হয়ত আমার জীবন

---

(১) রাস্তি মৌজুবে রেজায়ে খোদাস্ত্
কস্ না দিদা গম্ শোদা দর রাহে রাস্ত্।

শেষ হইয়া যাইবে। ইরাক হইতে ঔষধ আসিবার পূর্ব্বেই সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবনান্ত হইয়া যাইবে। (১)

আপনার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেক ও পরহেজ্-গারীতে আপনার তুলনা নাই। কিন্তু যদি আপনার শত্রুগণ ষড়যন্ত্র করিয়া আপনার বিরুদ্ধে কোন ভীষণ অভিযোগ সম্রাটের নিকট উপস্থিত করে, তখন আপনাকে কে রক্ষা করিবে? যে অন্যায় কাজ আপনি করেন নাই, তাহাই হয়ত করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এইরূপ ঘটিবার বিশেষ আশঙ্কাও আছে। অতএব আপনার ন্যায় ধর্ম্মভীরু লোকের সন্তোষ অবলম্বন করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য।

বন্ধু এই কথায় বিরক্ত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ দুঃখিত-স্বরে বলিলেন, আপনার এ কিরূপ বিবেচনা, বুঝিতেছি না। জ্ঞানিগণ যথার্থই বলিয়াছেন, কারাগারেই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়, নিজের ভোজনাগারে শত্রুগণকেও বন্ধু বলিয়া ভ্রম হয়। বিপদে না পড়িলে শত্রু ও মিত্রের বাছাই হয় না।

সম্পদে যে জন সখা বলি দেয় পরিচয়
সে জন তোমার সখা নয় নয় কভু নয়।
বন্ধু সেই জন, বিপদ কালে যে ধরে হাত,
ছায়ার মতন তখনো যে পাশে পাশে রয়। (২)

---

(১) ইরাকের তরইয়াক নামক পাথর সর্প দংশনের অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রবাদ আছে।

(২) সাদীর কালাম ১ম ভাগ হইতে গৃহীত। উক্ত পুস্তকে মূল পার্সী কবিতাটী দ্রষ্টব্য।

দেখিলাম, বন্ধুবর ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন এবং আমার উপদেশ উদ্দেশ্য মূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। অগত্যা আমি তাঁহাকে লইয়া হিসাব বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার নিকট ইহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সংস্বভাবের বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া সোপারিশ করায় তিনি উহাকে সামান্য একটী স্থায়ী চাকুরীতে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে কার্য্যদক্ষতা ও সৎস্বভাবের গুণে বন্ধু উচ্চতর রাজকার্য্যে উন্নীত হইলেন। দিন দিন তাঁহার সৌভাগ্য-নক্ষত্র উচ্চ গগনে উঠিতে লাগিল। কিছুদিন বিশেষ গৌরব ও প্রশংসার সহিত কার্য্য করার পর তিনি সম্রাটের শুভদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। বিশ্বস্ত মন্ত্রীর গৌরবময় পদ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

এই সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, ভাবিলাম—

ভেব'না যদ্যপি আশা সফল না হয়,
আহত হৃদয়ে দিন করো'না যাপন।
সুখ দুখ পাশাপাশি এ ভবে নিশ্চয়
এক ভাবে চিরদিন রহে না কখন। (১)

(১) দর কারে বস্তা ময়ান্দেশ্ ও দিল্ শেকেস্তা মদার্
কে আবে চশ্মায়ে হায়ওয়ান দরুনে তারিকিস্ত্

মূল কেতাবে এই স্থানে কোরান শরীফ হইতে ঠিক এই মর্ম্মের একটি আয়ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিষন্ন বদনে থেক'না বসিয়া ধৈর্য্য ধরহ ধরহ ;
সবরের ফল বড়ই মধুর, কিছুদিন দেরী করহ। (১)

এই সময় আমি বন্ধুগণের সহিত বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। মক্কা শরীফ ঘুরিয়া দেশে ফিরিতেছি, সামান্য পথ বাকী আছে। দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার দীনবেশ দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধু, ব্যাপার কি ? তিনি বলিলেন,—আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। কতকগুলি লোক নানা কারণে আমার শত্রু হইয়া পড়ে ; তাহারা একটি ভীষণ অভিযোগের সহিত আমাকে জড়াইয়া ফেলে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যাপারের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। বাদশা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার জন্য কোনই চেষ্টা করিলেন না। পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সত্যকথা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন, এতদিনের বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইলেন।

দেখনিকি যারা সম্পদশালী জগতে
করযোড়ে সবে তাঁহাদের গুণ গাহে গো ;
কিন্তু অসময়ে পদাঘাত করে সকলে
করুণ নয়নে কেহ না ক্ষণেক চাহে গো।

যাহা হউক, এই ঘটনায় আমি গেরেফ্‌তার হইলাম,

(১) মনিশিন তোরশ্‌ আজ্‌ গর্দ্দিশে আয়াম কে সব্‌র্‌
তল্‌খস্ত ওয়া লেকেন বরে শিরিন্‌ দারদ্‌।

আমার উপর নানারূপ অত্যাচার চলিতে লাগিল। এই সপ্তাহে হাজীগণের নিরাপদ প্রত্যাগমনের সুসংবাদের জন্য আমি মুক্তি পাইয়াছি।

তাঁহাকে বলিলাম, পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে আমি ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। সরকারী চাকুরী সমুদ্র-ভ্রমণের মত বিপদ সঙ্কুল, অথচ লাভজনক; ইহাতে যথেষ্ট ধনসম্পদ পাইতে পার, আবার তুফানে জীবন হারাইতেও পার।

ব্যথিতের অন্তরে অধিক বেদনা দিতে, কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা দিতে আর ইচ্ছা হইল না। ভাবিলাম,—

জান না কি তুমি দেখিবেক বেড়ী চরণে
যদি কাণে তব নাহি ঢুকে সৎ উপদেশ,
বিছার কামড় যদি নাহি পার সহিতে
বিবরে তাহার ক'রোনা আঙ্গুল সমাবেশ। (১)

(১) না দানেস্তি কে বিনি বন্দ বর্ পায়ে
চু দর গোশ্‌ত নয়ায়দ্ পন্দে মর্দ্দম্
দিগর্ রাহ্ গর্ নাদারী তাকতে নেশ্
মকন্ আঙ্গশ্‌ত্ দর্ সুরাখে কদ্‌দুম্।

(৭)

আমার কয়েকজন ধর্ম্ম-বন্ধু খোদার পথের পথিক ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে প্রকৃত সাধক দরবেশ বলিয়া মনে হইত। একজন উচ্চপদস্থ ধনী ব্যক্তি ইহাদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, এইজন্য ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এক সময়ে ইহাদের একজন ঘটনাক্রমে একটী অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলেন। কাজটি ফকির দরবেশগণের একেবারেই উপযুক্ত নহে। পূর্ব্বোক্ত ধনী ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে দরবেশদের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িল। লোক-চক্ষে ইহাদের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গেল।

আমি ইহাদের দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া যাহাতে পূর্ব্ববৃত্তি যথা নিয়মে প্রদত্ত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে সংকল্প করিয়া একদিন পূর্ব্বোক্ত পদস্থ ধনী ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু দ্বারবান আমাকে ঢুকিতে দিল না। বরং আমার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। মহৎ লোকেরা বলিয়াছেন,—

ভূপতি, উজির কিংবা বড়লোক যাহারা
অহেতু তাদের ধারে যাওয়া কভু ভাল নয়,
বিদেশী গরীব লোক কেহ যারে চেনে না
দ্বারী আর কুকুরেরে সমভাবে করে ভয়।

দ্বারী যে ধরিবে ঘাড় হাঁকাইয়া দিবে সে
 কামড়িবে কুকুরেও ছিঁড়িবে বসন চয়। (১)

ঘটনাক্রমে উক্ত আমীরের পারিষদদের কেহ কেহ আমার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া আমাকে সসম্মানে আহ্বান করিলেন। উচ্চতম স্থানে তাঁহারা আমাকে বসাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু আমি বিনীত ভাবে নিম্নের আসনই গ্রহণ করিলাম, বলিলাম,—

ক্ষমা কর, আমি হীন বান্দা একজন,
সেবক দলের মাঝে আমার আসন।

এই কথায় আমীর বলিলেন,—আহা! আহা! এ কি কথা!

নয়নের মণি তুমি তব স্থান নয়নে
তোমায় অদেয় কিছু নাহি মোর ভুবনে।

যাহা হউক, আসন গ্রহনান্তর নানা কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ক্রমে প্রাগুক্ত দরবেশদের কথা উঠিয়া পড়িল। বলিলাম,—

চিরদিন অন্নদাতা, কোন্ দোষে বল ত
 সেবকে এমন তর হীনভাবে রাখিলে?

---

(১) দরে মীর ও উজির ও সুলতানরা
 বে অসিলত মগর্দ্দ পায়রামন
সগ ও দরবান চু ইয়াফ্তন্দ গরীব
 ইঁ গরিবানশ গিরদ ও আঁ দামন।

খোদা ত মহান অতি ক্ষমাশীল সতত
জীবিকা সবারে দেন শত দোষও থাকিলে।

আমীর এই উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করিলেন। দরবেশগণের পূর্ব্ববৃত্তি পুনর্ব্বার যথানিয়মে প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এমন কি যে সময়ের বৃত্তি বন্ধ ছিল তাহাও দিবার হুকুম দিলেন।

আমি তাঁহার এই বদান্যতায় অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। এবং বলিলাম,—

কামনা পূরণ হয়, গেলে কাবা শরিফে
দূর দেশ হতে সবে তাই তথা ছুটে যায়।
মানবের অত্যাচার সহেন মহান জন
ফলহীন তরুতে কে পাথর মারিতে ধায়। (১)

---

(৮)

সুবিচারক বাদশা নওশেরওয়াঁ একদিন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়া ক্ষেত্রে রন্ধনের জন্য লবণের অভাব হইল। এক ব্যক্তি পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে লবণ চাহিয়া আনিবার

---

(১) চু কাবা কেব্‌লায়ে হাজত্‌ শোদ্‌ আজ্‌দিয়ারে বাইদ্‌
রওয়ান্দ্‌ খল্‌ক্‌ বদিদারশ্‌ আজ্‌ বসে ফর্‌সঙ্গ্‌
তুরা তহম্মল্‌ এম্‌সালে মা বেবায়দ্‌ কর্দ্দ
কে হিচ্‌ কস্‌ নাজানদ্‌ বর্‌ দরখ্‌তে বেবর্‌ সঙ্গ্‌

জন্য যাইতেছিল; বাদশা নওশেরওয়াঁ বলিলেন, লবণ কিনিয়া আনিবে, কদাচ বিনামূল্যে আনিবে না। একজন সঙ্গী বলিলেন, সামান্য লবণের আবশ্যক, এতটুকু চাহিয়া আনিলে ক্ষতি কি? এরূপ সামান্য দ্রব্যের মূল্য কেহই লয় না। তিনি উত্তর করিলেন, জুলুমের ভিত্তি প্রথমে সামান্যই থাকে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে এত অধিক হয় যে দেখিলে দুঃখিত ও বিস্মিত হইতে হয়।

ভূপতি প্রজার, বাগ হ'তে যদি
করেন গ্রহণ ফল্‌টি
অনুচরগণ শিকড় সমেত
তুলিয়া আনিবে গাছ তার,
বেশী কিছু নয়, দু'টি ডিম যদি
করেন গ্রহণ বাদশা
হাজার হাজার মুর্‌গী কাড়িয়া
খা'বে সেনাপতি আফ্‌সার। (১) (২)

---

(১) আফসার—উচ্চ কর্ম্মচারী—Officer.

(২) আগার যে বাগে রায়েত্ মালেক্ খোরদ্ সেবে
বর্ আওয়ারান্দ্ গোলামানে উ দরখ্‌ত্ আজ্ বেখ্
বা পঞ্জ্ বয়জা কে স্থুল্‌তান্ সেতেম্ রওয়া দারদ্
জনদ্ লশ্ করিয়ানশ্ হাজার মোর্গ বসিখ্।

(৯)

একজন বাদশার পীড়া হইয়াছিল; এমনকি তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। গ্রীসের হাকিমগণ বলিলেন; এ ব্যাধির কোনই ঔষধ নাই। তবে এই এই গুণ বিশিষ্ট একজন অল্পবয়স্ক যুবক যদি নিজ জীবন দান করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে তাহার পিত্ত দ্বারা প্রস্তুত ঔষধে বাদশার জীবন রক্ষা হইতে পারে। চারিদিকে অন্বেষণের ধুম পড়িয়া গেল। হাকিমগণ যে যে গুণের কথা বলিয়াছিলেন, সেই সেই গুণ বিশিষ্ট এক গ্রাম্য বালককে পাওয়া গেল। তাহার পিতামাতা বহু অর্থের বিনিময়ে তাহাকে সম্রাটের হস্তে আনন্দের সহিত সমর্পণ করিল। কাজী ফতোয়া দিলেন, বাদশার জীবন রক্ষার জন্য একজন সাধারণ লোকের জীবন নষ্ট করা যাইতে পারে।

জল্লাদ বালকটিকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে কিন্তু তখন আকাশের দিকে চাহিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। বাদশা বলিলেন, এ অবস্থায় হাসির কি আছে? বালক উত্তর করিল, সন্তানের আব্‌দার মাতাপিতার নিকটেই চলিয়া থাকে। কাজীর নিকটে লোকে বিচার চাহে, আর বাদশার নিকটে লোকে বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আমার মাতাপিতা সামান্য অর্থ বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন; কাজী আমার প্রাণ হননের জন্য ফতোয়া দিয়াছেন; আপনি বাদশা আপনি আমার প্রাণ বধের মধ্যেই নিজের কল্যাণ দেখিতেছেন।

আমার আর কোন আশ্রয় স্থান নাই। মহাপরাক্রম খোদার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

ইহাই বিধান যদি হে খোদা তোমার
তোমারই কাছে চাই তোমার বিচার। (১)

এই কথায় বাদশার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নয়নে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন; এরূপ নির্দ্দোষ বালকের জীবন হনন অপেক্ষা আমার মরণ সহস্রবার বাঞ্ছনীয়। তিনি আদর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন; তাহার মস্তকে ও চক্ষে স্নেহের সহিত অজস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তাহাকে বহু ধনরত্ন পুরস্কার-স্বরূপ দান করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন।

শুনিয়াছি ঐ সপ্তাহেই বাদশা আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

কি সুন্দর এক কহিলা বয়াত
সেই যে
হাতী অধিপতি নীল নদী তীরে
একদিন।

---

(১) পেশে কে বর্ আওয়ারম জে দস্তত্ ফরিয়াদ্
হাম্ পেশেতু আজ দস্তে তু গার্ খাহম্ দাদ্!

বালকটির হাস্য করিবার কারণ এস্থলে পরিস্ফুট হয় নাই। লোকে অত্যন্ত আনন্দের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ বিপদ যখন একেবারে ঘনিভূত ও আসন্ন তখনও একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় হাস্য করা সম্ভবপর।

হাতীর চরণ নিম্নে তোমার
যে দশা
তব পদতলে সেইরূপ পিপী-
লিকা ক্ষীণ। (১)

---

(১০)

কোন বাদশার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। সাক্ষাতে তিনি সকলকেই সম্মান করিতেন, এবং অসাক্ষাতে প্রশংসা করিতেন। হঠাৎ তাঁহার কোন কার্য্যে বাদশা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অর্থদণ্ডসহ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজকীয় প্রহরীগণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ এবং নানা সূত্রে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাবদ্ধ ছিল। এই জন্য যতদূর সম্ভব, তাঁহার সহিত কোমল ব্যবহার করিত। কখনই কোন কারণে তাহারা তাঁহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করে নাই।

---

(১) হাম্-চুনাঁ দর ফেক্র্ আঁ বয়তম্ কে গোফ্‌ত্
পিল্বানে বর্ লবে দরিয়ায়ে নীল ;
জেরে পায়ত গর বেদানী হালে মূর
হামচু হালে তোস্ত্ জেরে পায়ে পীল।

চাও যদি ভাই অরাতির সাথে সন্ধি,
সে যদি তোমার অপবাদ করে
তুমি সদা গুণ গাও তার।
মুখ হইতেই বাহিরায় কটু বারতা
যদি, মিঠাকর মুখ মুখ হ'তে যাহা
বাহিরিবে মিঠা তাও তার। (১)

এইভাবে কিছুদিন চলিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী একজন রাজা এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারীকে হস্তগত করিবার সংকল্প করিলেন। তদনুসারে তাঁহার নিকট গোপনে লিখিলেন,—"আপনার প্রভু আপনার ন্যায় মহাজন ব্যক্তির কদর বুঝিতে পারেন নাই; সেইজন্য লাঞ্ছনার সহিত আপনাকে কারাগারে রাখিয়াছেন। যদি আপনার আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে আপনাকে আমরা উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি; সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার মনোরঞ্জন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এই রাজ্যের জনসাধারণ

---

(১) সোলেহ্ বা দুশ্‌মন্ আগার খাহী হরগা কে তোরা
দর কফা আয়েব কুনাদ দর নজরশ তহ্‌সীন কোন্
সোখন আগার বদহন মি গোজারাদ্ মুজী রা
সখন্‌শ্ তলখ্ না খাহী দাহানশ্ শিরীন্ কোন্।

আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষায় আছে। আপনার অভিপ্রায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন।

কর্ম্মচারীটি এই পত্রখানি পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে উক্ত পত্রের অপর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে এইরূপ উত্তর লিখিয়া দিলেন যে, উহা কোনরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে কোন গোলযোগ না ঘটে।

এক ব্যক্তি এই সমস্ত ব্যাপারের কিছু কিছু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল; সে বাদশাকে বলিল, অমুক ব্যক্তিকে আপনি কারাগারে রাখিয়াছেন; কিন্তু তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজার সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সংবাদে বাদশা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। গোপন সন্ধানে পূর্ব্বোক্ত পত্র-বাহককে গেরেফ্‌তার করা হইল। তাহার নিকট হইতে পত্রখানি খুঁজিয়া বাহির করিলে দেখা গেল তাহাতে লেখা আছে,—

"অধীন সম্বন্ধে আপনাদের ন্যায় মহত ব্যক্তিগণের ধারণা সত্য হইতে অনেক উপরে। আপনারা আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে কাজ করা অধীনের পক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ সে এই রাজবংশের অনুগ্রহেই চিরদিন প্রতিপালিত। মনিবের মনোভাবের সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য চিরদিনের প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা কখনই করা যাইতে পারে না।"

চিরদিন যিনি নানা উপকার
করিলেন তব যতনে
তিনি যদি কভু করেন জুলুম
রেখ' না তা কভু স্মরণে। (১)

সম্রাট তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাকে তন্মুহূর্ত্তে মুক্তিদান করিয়া যথেষ্ট ধন-সম্পদ ও খেলাত উপহার দান করিলেন এবং বিনীত ভাবে ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, আপনার ন্যায় নিরপরাধ ব্যক্তিকে অহেতু কষ্ট দিয়া অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি। কর্ম্মচারীটি বলিলেন, হুজুর, বান্দা এই ব্যাপারে হুজুরের কোনই অপরাধ বুঝিতে পারিতেছে না। খোদার বিধান এইরূপ ছিল যে, আমাকে কিছু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। আপনি আমার প্রিয়তম প্রভু, সুতরাং আপনার হাত হইতে এই লাঞ্ছনা সহ্য করা আমার পক্ষে প্রীতিকরই হইয়াছে। নানাপ্রকারেই আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। বোজর্গ লোকেরা বলিয়াছেন,—

মানব হইতে মনে যদি পাও বেদনা
বিরক্ত তাহাতে হ'ও না তাহার উপরে,

---

(১) আঁরা কে বজায়ে তোস্ত্ হয়্দম্ করমে,
ওজ্রশ বেনেহ্ আর কুনাদ ব ওম্রে সেতমে।

সবার মালিক রয়েছেন যিনি
তারে কেন মনে ভাবনা
সবার হৃদয় আছে তাঁর হাত ভিতরে।
লাগে যদি তীর তীরের উপরে
রেগ না হে ভাই রেগ' না
চেয়ে দেখ ঐ তীরন্দাজ কে সে
দাঁড়াইয়া দূরে কি করে!

---

(১১)

এক ব্যক্তি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। সে দরিদ্র ব্যক্তি-গণের নিকট হইতে জোর করিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত, এবং তৎসমুদয় ধনীদিগের নিকট অধিক মুল্যে বিক্রয় করিত। একজন হৃদয়বান ব্যক্তি একদিন তাহাকে বলিলেন,—

সাপ নাকি তুমি? যাহাকেই দেখ
কামড়িয়া তার বধ প্রাণ!
পেঁচক কি তুমি? যেখানেই বস
করহ উজাড় সেই স্থান! (১)

---

(১) মারী তু কে হরকেরা বেবিনী বেজনী?
ইয়া বুম কে হর কুজা নশিনী বেকনী?

আমাদের সাথে চলিছে জুলুম
কিন্তু ইহা ঠিক জানিও,
অন্তরযামী খোদার সহিত
এ জুলুম নাহি চলে হে!
জগতবাসীর পরে অত্যাচার
ক'রোনা হে ভাই ক'রোনা ;
অত্যাচারিতের মরম-উচ্ছ্বাসে
খোদার আরশ টলে হে। (১)

লোকটি তাঁহার কথায় বিরক্ত হইল। এই অমূল্য উপদেশের প্রতি সে কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করিল না।

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। একদিন রাত্রে রন্ধনশালা হইতে অজানিতভাবে তাহার কাষ্ঠের গোলায় অগ্নি নিপতিত হইয়া তাহার সমস্ত দ্রব্য পুড়িয়া গেল। বেচারাকে নরম বিছানা ত্যাগ করিয়া গরম ছাই-গাদার উপর আসন গ্রহণ করিতে হইল। ইতোমধ্যে পূর্ব্বোক্ত উপদেশক সহৃদয় ব্যক্তিটি ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন, জালেম তাহার বন্ধুবান্ধবকে বলিতেছে, আমার গৃহে কিরূপে অগ্নিসংযোগ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি

---

(১) জোরত আর পেশ মিরওয়াদ বা মা
বা খোদাওন্দে গায়েব দাঁ না রওয়াদ্।
জোর মন্দী মকুন বর আহ্লে জমীন্
তা দোয়ায়ে বর আসমান না রওয়াদ্।

অগ্রসর হইয়া উত্তর দিলেন, বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি দরিদ্রদের অন্তরে যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছ, সেই আগুনের শিখা হইতেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে!

আহত মনের বেদনা হইতে
ডর ডর ডর ডরহে
ভবিষ্য তোমার হইবে নষ্ট
এই বেদনার কারণে।
তিলেক বেদনা দিওনা কাহারো;
হবে ধ্বংস চরা- চরহে।
আহত জনের মরম-বিদারী
একটি সে আহা বচনে।

---

(১২)

একব্যক্তি কুশ্‌তিতে অসাধারণ ওস্তাদ ছিলেন। সে সময় এই বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ অন্য কেহই ছিল না, অন্যান্য ওস্তাদগণও তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া মান্য করিতেন! তিনি অসাধারণ কৌশলপূর্ণ ৩৬০ প্রকার কুশ্‌তীর পেঁচ জানিতেন, শিষ্যদিগকে এক এক দিন এক এক প্রকারের পেঁচ শিখাইতেন। একটি শিষ্য তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত তাহাকে প্রায় কুশ্‌তীর সমস্ত পেঁচই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

একটি মাত্র পেঁচ তিনি তাহাকে শিখান নাই, কুশ্‌তী বিদ্যায় তাঁহার অন্য কোন শিষ্যই এই শিষ্যের সমকক্ষ ছিল না।

অসাধারণ কুশ্‌তীবিদ্যাবিদ বলিয়া যুবকটীর মনে মনে বিশেষ অহঙ্কার ছিল। একদিন সে বাদশার সম্মুখে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিল, ওস্তাদজীকে ওস্তাদ বলিয়া মান্য করি, শিক্ষাদাতা হিসাবে সম্মান করি। নতুবা কুশ্‌তীর কৌশলে, বা শারীরিক শক্তিতে আমি তাঁহা অপেক্ষা কোন প্রকারেই কম নহি!

কথাটি বাদশার নিকট ভাল শুনাইল না। তিনি যুবকটির এই উদ্ধত উক্তির জন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি কুশ্‌তীর বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন! সুবিস্তৃত একটি স্থান সুসজ্জিত করা হইল! বাদশা স্বয়ং, উজির, নাজির, পাত্রমিত্র, দেশ বিদেশের যাবতীয় নামজাদা পাহ্‌লোয়ান এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মল্লভূমিতে সমবেত হইলেন। মত্ত হস্তীর ন্যায় অসাধারণ শক্তিশালী কুশ্‌তীগীর যুবক-শিষ্যটি যেন পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া আখ্‌ড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল! তাহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন, সে এক আঘাতে বিশাল পর্ব্বতও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। ওস্তাদ জানিতেন, তাঁহার এই যুবক শিষ্যটি শারীরিক শক্তিতে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তিনি তাহাকে কুশ্‌তীর যে কৌশলটি শিক্ষা দেন নাই, সেইটিই তাঁহার একমাত্র ভরসা ছিল।

অবিলম্বে গুরু শিষ্যের মধ্যে কুশ্‌তী আরম্ভ হইয়া গেল।

আখ্ড়ার সমস্ত লোক অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে এই অদ্ভূত কুশ্তী দেখিতে লাগিল। গুরু শিষ্যের অজানিত কৌশলটি অবলম্বন করিয়া কুশ্তী চালাইতে লাগিলেন। শিষ্য তাহার প্রতিরোধের উপায় জানিত না; সুতরাং নিরুপায় হইয়া পড়িল। ওস্তাদ তাহাকে দুই হস্তে মস্তকের উপর উত্তোলন করিলেন এবং মাটিতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিলেন। চারিদিকে বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস তুমুল ভাবে উত্থিত হইল, জয় নিনাদে যেন আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল।

বাদ্শা অত্যন্ত প্রীত হইয়া ওস্তাদকে যথেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মানজনক খেলায়াত উপহার প্রদান করিলেন। শিষ্য পাহ্লোয়ানটিকে তাহার ঔদ্ধত্যের জন্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুমি নির্ব্বোধ ও বেয়াদব; তাই নিজ প্রতিপালক ওস্তাদের সহিত সমকক্ষতার দাবী করিতে লজ্জাবোধ কর নাই; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ত তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিলে না। যুবক শিষ্যটি বিনীত ভাবে বলিল,—হে নিখিল জগতের মালিক শাহানশা, আমার ওস্তাদ শক্তিতে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন নাই; কিন্তু কি করিব, কুশ্তীর সমস্ত কৌশল আমাকে শিখান হয় নাই, সমস্ত জীবন শিক্ষালাভ করিলেও তিনি আমাকে কোন কোন শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আজ সেই জন্যই আমি পরাজিত হইয়াছি।

ওস্তাদজী এই কথার উত্তরে বলিলেন,—আমি এই দিনেরই

প্রতীক্ষায় ছিলাম। কারণ অভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন, কোন বন্ধুকে এত শক্তিশালী করিও না যাহাতে সে ইচ্ছা করিলেই তোমার সহিত শত্রুতা করিয়া জয়ী হইতে পারে। এক ব্যক্তি নিজের প্রতিপালকের হস্তে বিশেষরূপে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি শুন নাই?

তিনি বলিয়াছিলেন,—

কৃতজ্ঞতা ব'লে কিছু হয়ত জগতে নাই,
যদি থাকে এখন তা কেহই না করে আর।
যে কেহ শিখেছে তীর চালনা আমার ঠাঁই
আমারেই একদিন ক'রেছে সে লক্ষ্য তার। (১)

---

(১৩)

একজন দরবেশ কোন প্রান্তরের মধ্যে একাকী বাস করিতেন। একদিন একজন বাদশা তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ফকিরের অন্তর সর্ব্বদা সন্তোষে পূর্ণ, তিনি কাহারো নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন, সুতরাং বাদশার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বাদশার প্রভুত্ব গৌরব

---

(১) ইয়া ওফা খোদ না বুয়াদ দর আলম,
ইয়া মগর কস্ দরি জমানা না কর্দ;
কস্ নয়ামুখ্ত্ এলমে তীর আজ্ মন
কে আকেবত মরা নেশানা না কর্দ।

ইহাতে আহত হইল। তিনি বলিলেন, আজকালকার এই সকল খেরকাধারী ফকিরের দল পশু সদৃশ! ভদ্রতা বা মনুষ্যত্ব ইহাদের মধ্যে কিছুমাত্র নাই।

উজির ফকিরের নিকট গিয়া বলিলেন, হে সাধু পুরুষ, আপনার নিকট দিয়া দেশাধিপতি সুল্‌তান গমন করিলেন, আর আপনি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপই করিলেন না! ইহা কেমন হইল? সম্রাটের প্রতি কি আপনার কোন কর্ত্তব্য নাই! ফকির উত্তর করিলেন,—বাদশাকে বলুন, যে ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থী, তিনি তাঁহার নিকট হইতেই সম্মান প্রাপ্তির আশা করিতে পারেন। তাঁহাকে আরও বলিলেন, বাদশা প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, প্রজা-সাধারণ বাদশার মনোরঞ্জনের জন্য নহে।

ভিখারী যদিও রয়েছে রাজার অধীনে
রাজা ভিখারীর সেবক ব্যতীত কিছু নয়।
রাখালের তরে মেষ পাল কভু নহে গো—
কি হেতু রাখাল? পালিবারে শুধু মেষ চয়।

কোনজনে ভাগ্যবান দেখিতেছ জগতে,
নিরাশায় আহত বা কাহারো হৃদয় প্রাণ;
দেখিবে দু'দিন পরে এমন রবেনা আর,
গরব গৌরব সব হইবেক তিরোধান।

সমন আসিবে যবে নিরমম বেশে গো—
রাজগী বা ফকিরীর হয়ে যাবে অবসান
কবরের মাটি যদি ফেলে কেহ তুলিয়া
আমীর বা ফকিরের দেখিবে না ব্যবধান। (১)

ফকিরের কথায় বাদশা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বাক্যের সারবত্বা তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। অতঃপর বলিলেন,—আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করুন। ফকির উত্তরে বলিলেন,—প্রার্থনা, আর কখনও আমার নিকট আসিবেন না। বাদশা আবার বলিলেন, আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। ফকির বলিলেন ;—

যতক্ষণ রাজ্য ধন আছে তব অধিকারে
তোষহ জগত জনে এর সৎ ব্যবহারে
বিভব ক্ষমতা কভু এক হাতে থাকে না
ক্ষণস্থায়ী জে'ন সব দু'দিনের এ সংসারে। (২)

---

(১) একে এমরোজ কামরান বিনী
দিগরে রা দিল্ আজ্ মোজাহেদা রেশ্,
রোজ কয় চান্দ বাশ্ তা বেখোরদ্
থাক মগ্জে সরে খেয়াল আন্দেশ!
ফরকে শাহী ও বন্দেগী বর খাস্ত
চু কজায়ে নবেশ্তা আমাদ পেশ,
গার কসে থাকে মোর্দা বাজ কুনান্দ
না শনাসদ তওয়াঙ্গর আজ দরবেশ

(২) দর ইয়ষাব কনু কে নিয়ামত হস্ত বদস্ত্
কিঁ দৌলত ও মুল্ক্ মিরওয়াদ দস্ত বদস্ত্!

(১৪)

একটি গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হওয়ায় বাদশা নওশেরওয়াঁর মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা সভায় সমবেত হইয়া পরামর্শ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক এক জন এক এক রূপ অভিমত ব্যক্ত করিতেছিলেন, কাজেই কোন বিষয়ের কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইল না। অন্য মন্ত্রিগণের ন্যায় বাদশাও তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিলেন। বোজর্চমেহের নামক বাদশার বিখ্যাত মন্ত্রী বাদশার মতই সমর্থন করিলেন।

সভা অন্তে অন্যান্য মন্ত্রিগণ বোজর্চমেহেরকে বলিলেন,—আপনি অন্যান্য জ্ঞানী সচীবগণের মতের প্রতিকুলে বাদশাকে সমর্থন করিলেন কেন? তাঁহার মত এমন কি মূল্যবান ছিল?

বোজর্চমেহের উত্তর করিলেন,—সমস্যাটি অতি গুরুতর, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আপনারা যিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তদনুসারে কাজ করিলে ফল ভাল কি মন্দ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আমিও নিঃসন্দেহ-রূপে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ-ক্ষেত্রে বাদশাহের মতের সমর্থনই সঙ্গত ও নিরাপদ মনে করিলাম। কারণ তাহা হইলে পরিণাম ভাল না হইলেও ইহা বাদশাহের নিজেরই মত বলিয়া কোন বিপদের বা অপ্রীতি-ভাজন হইবার ভয় থাকিবে না। একটি বয়াত আছে,—

রাজার মতের বিপরীত কথা বলাটা
তরবারি তলে রাখা যেন নিজ গলাটা!
রাজা ক'ন যদি দিন নহে ইহা, রজনী,
ঐ তারা চাঁদ, বলা চাই ভাই, তখনি। (১)

---

(১৩)

একজন ভ্রমণকারী নানা দেশ ভ্রমণান্তর হাজীদের কাফেলার সহিত এক দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার চুলের ভঙ্গিমা দেখিলেই বুঝা যায় লোকটি ধড়িবাজ। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সে রাজার প্রশংসামূলক একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিল এবং ইহাও প্রচার করিল যে, সে সম্প্রতি হজ করিয়া আসিতেছে ও কবিতাটি তাহার স্বরচিত। রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু উপহার প্রদান করিলেন।

---

(১) খেলাফে রায়ে সুল্‌তান্ রায়ে জুস্‌তন্
বখুনে খেশ বাশদ দস্ত্ শোস্‌তন
আগার শাহ্ রোজরা গোয়াদ শবস্ত্ ইঁ
বে বায়দ গোফ্‌তন্ ইনক মাহ ও পরভিঁ।

এই মোসাহেবী নীতিটা কথনই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও তেজস্বীব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে পারেন না। জগতে এক শ্রেণীর লোক এই নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। উপরোক্ত গল্পে বোজর্চমেহেরের এই নীতি গ্রহণ অন্যায় হয় নাই, তাঁহার কারণ তাঁহার উক্তিতেই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

বাদশার একজন মোসাহেব এই সময় দীর্ঘকাল সমুদ্র ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলেন। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়াই বলিলেন, আমি উহাকে এই বৎসর বস্‌রাতে হজের সময় ইদজ্জোহার নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে তাহার এই বৎসর হজ করিবার কথা মিথ্যা। আর একজন সভাসদ বলিলেন, আমি উহাকে ভালরূপে চিনি। তাহার পিতা খৃষ্টান। মলাতিয়া নামক দেশে তাহার নিবাস। কোনরূপ ভদ্র বংশে তাহার জন্ম হয় নাই। সে যে কবিতাটি তাহার নিজের লেখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছে তাহাও তাহার লেখা নহে। দেওয়ানে আনোয়ারী নামক প্রসিদ্ধ কেতাবে ঐ কবিতাটি আছে। বাদশাহ্ এই সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া হুকুম দিলেন, ইহাকে প্রহার কর এবং উপহার-রূপে প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া উহাকে এ দেশ হইতে দূর করিয়া দাও। কি আশ্চর্য্য ! সে একসঙ্গে এতগুলি মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে !

অতঃপর সেই প্রতারক ব্যক্তিটি বলিল,—"হে দুনিয়ার মালিক বাদশা নামদার, আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি সত্য, কিন্তু অধীনের আর একটি কথা আছে, তাহা খেদমতে আরজ করিতে চাই। যদি তাহাও সত্য না হয়, তাহা হইলে যতরূপ শাস্তি ইচ্ছা হয় আমাকে দিবেন। বাদশা কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে বলিলেন, সেই কথাটী কি ? লোকটি উত্তর করিল—

গরিব গোয়ালা যদি দেয় ঘোল তোমারে
তাহা তুমি ভালবাস, আদর করিয়া খাও।
মিশান দু'ভাগ জল থাকে তার মাঝারে,
এক ভাগ দুধ, ঠিক থাকে কিনা থাকে তাও!
অভিজ্ঞ চতুর যারা দুনিয়ার বাজারে,
সত্য কহে কম তারা, দেখিবে যেখানে যাও।

এই কবিতাটি শুনিয়া বাদশা হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার রাগ পানি হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ঐ বদ্‌বখ্‌ত বোধ হয় তাহার জন্মাবধি এরূপ সত্য কথা আর একটিও বলে নাই। তাহাকে যে সব উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া লইবার হুকুম প্রত্যাহার করিলেন এবং তাহাকে খুশী করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

---

(১) গরিবে গরত্‌ মাস্ত্‌ পেশ্‌ আওয়ারাদ্
দো পয়মানা আবস্ত ও এক চামচা দোগ্‌
আগার্ রাস্ত্‌ মি খাহী আজ মন্‌ শনো,
জাহাঁ দিদা বিসিয়ার্ গোয়াদ্ দোরোগ্‌।

ঘোল গ্রীষ্মের সময় বড় লোকদের অতি উপাদেয় পানীয়। ইহা শরবতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(১৬)

বাদশা হারুণর রশিদের এক পুত্র একদিন ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিযোগ করিলেন,—অমুক সিপাহি-পুত্র আমাকে মাতৃপ্রসঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে। বাদশা সভাসদগণকে বলিলেন,—এরূপ ব্যক্তির শাস্তি কি হওয়া উচিত। একজন বলিলেন হুজুর, তাহার প্রাণ দণ্ডের বিধান করুন। অপর একজন বলিলেন, যে জিহ্বা দ্বারা সে এরূপ কথা উচ্চারণ করিয়াছে ? সেই জিহ্বা কাটিয়া ফেলিলেই উচিত শাস্তি হইতে পারে। কেহ কেহ জরিমানা বা দেশান্তরিত করা সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। হারুণর রশিদ বলিলেন, "হে পুত্র, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা কর তাহা হইলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। কিন্তু যদি তাহাতে সক্ষম না হও তাহা হইলে তুমিও তাহাকে তাহারই মত গালি দিতে পার। কিন্তু সাবধান, যেন সীমা অতিক্রম না কর। যদি তুমি তাহাকে অধিকতররূপে গালি দাও তাহা হইলে তোমারই অপরাধ প্রমাণিত হইবে সেরূপ-ক্ষেত্রে তোমার শত্রু ফরিয়াদী এবং তুমি আসামী হইয়া দাঁড়াইবে।

মত্ত করী সহ লড়াই করে যে সাহসে
জ্ঞানীগণ তারে কভু মহাবীর বলেনা
সেই মহাবীর ক্রোধ যে পারে দমিতে
তাহার সহিত তুলনা কাহারো চলে না (১)
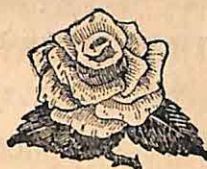
(১) মূল পার্শী কবিতাটি সাদীর কালাম প্রথম ভাগে দ্রষ্টব্য—এই কবিতাটিও উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দরবেশ-চরিত *

(১৭)

কোন মহৎ ব্যক্তি একজন দরবেশকে বলিলেন, অমুক ফকিরের সম্বন্ধে আপনার মত কি? লোকে কিন্তু তাহার অত্যন্ত নিন্দা করে, নানা ভাবে তাহাকে উপহাস করে। তিনি উত্তর করিলেন, বাহিরে তাহার কোন আয়েব (২) দেখিনা, ভিতরের অবস্থার বিষয়ে কোন গায়েব (৩) জানি না। আভ্যন্তরীণ অবস্থা একমাত্র খোদাতালাই জানেন।

সাধুর পোষাক পরা দেখিবে যাহার
উচিত তোমার তারে ভাবা সাধুজন

---

* শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে দরবেশ অর্থে ভিক্ষুক এবং দোরবেশ অর্থে সাধু হওয়া উচিত। কিন্তু এই পুস্তকে সাধারণ-ব্যবহৃত অর্থের অনুসরণ করিয়া দরবেশ শব্দই সাধু এবং ভিক্ষুক এই উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইবে। দরবেশ বলিতে সংসারে নির্লিপ্ত উদাসীন সাধু ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে।

(২) আয়েব—দোষ। (৩) গায়েব—গুপ্ততথ্য।

ভিতরে কি আছে কে তা পারে জানিবারে
খোদাই অন্তরযামী নহে নরগণ। (১)

---

(১৮)

কতকগুলি লোক একসঙ্গে দেশ ভ্রমণে নিরত ছিলেন। তাহারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রত্যেকে অপরের সুখ দুঃখের সঙ্গী। আমি তাঁহাদের সহবাসের আগ্রহ জানাইলাম। কিন্তু তাঁহারা সম্মত হইলেন না। আমি বলিলাম,—"দরিদ্র ব্যক্তিকে নিরাশ করিয়া সঙ্গজনিত উপকার হইতে বঞ্চিত করা মহৎ-ব্যক্তিগণের অনুগ্রহ ও মহত্বের উপযুক্ত কার্য্য নহে। আমার এরূপ শক্তি সামর্থ্য আছে যে, আপনাদের বোঝা স্বরূপ হইব না; বরং বন্ধুরূপে আপনাদের সেবা করিতে পারিব।"

আমার কথার উত্তরে তাঁহাদের একজন বলিলেন,—"আমাদের কথা শুনিয়া আপনি মনক্ষুণ্ণ হইবেন না। কারণ ইতোমধ্যে একজন দস্যু সাধুজনের ছদ্মবেশে আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের সহিত মিশিয়াছিল। আমরাও তাহাকে আদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম।

---

(১) হরকেরা জামায়ে পারসা বিনী,
পারসা দাঁ ও নেক মর্দ্দ আঙ্গার,
ওর্ নাদানী কে দর নেহানশ্ চিস্ত্
মোহাত্তাসাব্রা দরুণে খানা চে কা'র !

পোষাক দেখিয়া কে কেমন লোক
কখনই চেনা যায় না
লেখকই জানে চিঠিতে কি লেখা
অপরে সে খোঁজ পায় না। (১)

তাহার দরবেশ জনোচিত পোষাক দেখিয়া আমরা তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সাধুদের বাহিরের ফকিরের বেশ
সাধারণ লোক মাঝে শোভা পায় বেশ।
কর সদা ভাল কাজ, পর খুশী যাহা,
শাহী বেশে ধরি' চল ফকিরের রাহা।
কামনা ত্যাগের মাঝে সাধুতা বিরাজে,
কভু ভাই দোষ নাই রাজকীয় সাজে।
বীরবেশ মাঝে চাই মহাবীর দেহ,
সাঁজোয়ার (১) মাঝে ক্লীব দেখেছে কি কেহ ? (২)

---

(১) চেদানন্দ্ মর্দম্ কে দর জামা কিস্ত্
নভেসান্দা দানদ্ কে দর নামা চিস্ত্
এস্থলে চিঠি অর্থে লেপাফা-বদ্ধ চিঠি।

(১) সাঁজোয়া—বর্ম

(২) সুরতে হালে আরেফাঁ দেল্কস্ত্
ইঁ কদর বস্ চু রুয়ে দর খল্কস্ত্
দর আমল কোশ্ হরচে খাহী পোশ,
তাজ বর্ সর নেহ্ ও আলম বর্ দোশ!

আমরা এক সঙ্গে সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে একটি দুর্গের নিকটে আসিয়া রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য অবস্থিতি করিলাম। গভীর রাত্রে হতভাগ্য দস্যু একজনের একটি লোটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। আমরা মনে করিলাম, সে পায়খানায় যাইতেছে; কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিল না!

দেখ না খেরকাধারী সাধুতে কি করে কাজ!
কা'বার গেলাফে (১) যেন ক'রেছে গাধার সাজ! (২)

এই রূপে দস্যুগণ আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া কোন প্রাসাদে কৌশলে প্রবেশ করে এবং ধনরত্ন পূর্ণ একটি ছোট বাক্‌শ চুরি করিয়া বহু দূরে সরিয়া পড়ে। আমরা এ সমস্ত কিছুই জানিতাম না। নিরুদ্বেগে শুইয়া আছি; রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া আমাদিগকে দুর্গের মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল। আমরাই বাক্‌শ চুরি করিয়াছি, এইরূপ সন্দেহ করিয়া তাহারা আমাদিগকে

তর্‌কে দুনিয়া ও শহ্‌ওয়াত ও হাওস্‌
পারসায়ী, না তর্‌কে জামা ও বস্‌
দর কুজ্জাগন্দ মর্দ্দ বায়দ বুদ্‌
বর্‌ মখন্নস্‌ সলাহে জঙ্গ্‌ চে সুদ্‌?

(১) কা'বা শরীফের গেলাফ বা আচ্ছাদন-বস্ত্র অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

(২) পারসা বিন্‌ কে খেরকা দরবর কর্দ্দ
জামায়ে কাবারা জোল্লে খর্‌ কর্দ্দ্‌।

নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল এবং কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখিল। সেই দিন হইতেই অজানিত লোকের সংস্রব বর্জ্জন করিয়া আমরা নির্জ্জনতার ফল অর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। নির্জ্জনতাতেই নিরাপদতা।

দলের ভিতরে একজন যদি করে দোষ
ছোট বড় কারো সম্মান তা'তে রয় না!
পরশস্যভোজী একটি গরুর কারণে
সমস্ত গ্রামের বদনাম কি গো হয় না?

আমি বলিলাম, মহান খোদাতালাকে ধন্যবাদ, কারণ আপনাদের ন্যায় মহাজনগণের সহবাসের সুফল হইতে আমি একেবারে বঞ্চিত হইলাম না; যদিও বাহ্যতঃ আপনাদের সঙ্গ-সুখ আমার অদৃষ্টে জুটিবে না, তথাপি এই গল্প চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে, চিরদিন আমি ইহা হইতে উপকার লাভ করিব।

একজন অর্ব্বাচীন রূঢ় কথা কহিলে
সভার সকল জ্ঞানী- জনে হ'ন ক্ষুণ্ণ,
নাপাক হাওজ হবে শারমেয় পড়িলে
কেওড়া গোলাপ জলে যদিও তা পূর্ণ! (১)

---

(১) বয়েক্ না তরাশিদা দর্ মজ্‌লেসে,
বেরঞ্জদ্ দিলে হোশ্‌মন্দাঁ বসে,
আগার বোরকায়ে পোর কুনান্দ্‌ আজ্‌ গোলাব্‌
সগে দর্ ওয়ে ওফ্‌তদ্ শওয়াদ্ মন্‌জলাব

(১৯)

একজন ফকির বাদশা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারের সময় তিনি যেরূপ প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম খাইলেন, কিন্তু নামাজ পড়িবার সময় তিনি যেরূপ অভ্যাস তাহা অপেক্ষা বেশী পড়িলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এইরূপ করিলে তাঁহার সম্বন্ধে বাদশার ধারণা খুব উচ্চ হইবে।

যে পথে চলিছ তুমি, ওহে বনবাসি,
আশঙ্কা, কাবার পথ নহে এ কখন ;
নহ তুমি কভু কাবা- দর্শন প্রয়াসী,
তুর্কীস্থান দিকে দেখি তোমার চলন। (১)

সাধু বাটী ফিরিয়া আসিয়া আবার আহারের জন্য দস্তরখান বিছাইতে বলিলেন। তাঁহার এক জ্ঞানী পুত্র ছিল ; সে ব্যাপার সমুদয় বুঝিতে পারিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, সম্রাটের সভায় আপনি কেন প্রয়োজন মত আহার করেন নাই ? পিতা বলিলেন, উহাদের সম্মুখে সঙ্কোচের সহিত এমন কিছুই খাওয়া হয় নাই, যাহাতে কাজ হইতে পারে। পুত্র বলিল, নামাজও কাজা পড়ুন ; কারণ সেখানে আপনার এমন কিছু পড়া হয় নাই যাহা আপনার কাজে লাগিতে পারে।

---

(১) তরসম্ না রসী বকা'বা আয় আরাবী,
কি রাহ্ কে তু মিরভী বতোর্কস্থান্ আস্ত্

গুণগুলি তব রাখিয়া দিয়াছ
হাতের তালুর উপরে,
যাহারে তাহারে দেখায়ে বেড়াও,
বাড়াও নিজের মূল্য !
রাখ নিজ দোষ গোপনে লুকায়ে ;
দুই বগলের ভিতরে !
আমল * তোমার অভাবের দিনে
মেকি রুপিয়ার তুল্য ! (১)

---

(২০)

স্মরণ আছে, বাল্যকালে আমি অত্যন্ত এবাদত করিতাম। বহু বিনিদ্র রজনী এবাদতে অতিবাহিত হইত। পরহেজগারী ও খোদাপোরস্তীতে আমার তুলনা মিলিত না। একদিন রাত্রিতে আমার পিতার সহিত (খোদা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করুন) এবাদতে মশ্‌গুল ছিলাম। সমস্ত রাত্রির মধ্যে নয়নদ্বয় একটুও মুদ্রিত করি নাই। প্রিয় কোরান শরিফ সম্মুখে সংন্যস্ত ছিল। আমাদের নিকটেই একদল লোক গভীর

---

* আমল = কার্য্য।

(১) আয় হুনর্‌হা নেহাদা বর্ কফে দস্ত্
আয়েব হা বর্ গেরেফ্‌তা জেরে বগল্
তা চে খাহী খরিদন্ আয় মগরুর্
রোজে দর্‌মন্দগী বসীমে দগল্ ?

নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। অলেদ সাহেবকে বলিলাম,—ইহাদের মধ্যে কেহই সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও মাথা তুলিল না—দুই রাকাত নামাজও পড়িল না। দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা ঘুমাইয়া নাই, একেবারে মরিয়া আছে। পিতা উত্তর করিলেন, বাবা, তুমিও যদি উহাদের মত ঘুমাইয়া থাকিতে তাহা হইলে এইরূপ পরনিন্দা অপেক্ষা অনেক ভাল হইত। উহারা ঘুমাইয়া অন্ততঃ কোন পাপ করিতেছে না, কিন্তু তুমি জাগিয়া থাকিয়া পরনিন্দারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে!

অহঙ্কারী জনে অপরের কথা
নাহি পারে কভু ভাবিতে;
খেয়ালের এক পরদা রঙ্গীন
টাঙ্গান তাহার সামনে।
অন্তর-নয়ন যদি খোদা তোমা
করিতেন দান, দেখিতে
তোমার মতন নিরুপায় আর
নাহি কেহ এই ভুবনে! (১)

---

(১) না বিনদ্ মোদ্দায়ী জোজ্ খেশ্তন্‌রা
কে দারদ্ পর্‌দায়ে পেন্দার্ দর পেশ্
গরত্ চশ্মে খোদা বিনী বে বখ্শদ্
না বিনী হিচ্ কস্ আজেজ্‌তর্ আজ খেশ্।

(২১)

আরব দেশের অন্তর্গত লেবানন নামক স্থানের একজন দরবেশ ধর্ম্মপরায়ণতা ও পরহেজগারীতে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও কারামতের কথা দূর-দূরান্তরের লোকেরাও অবগত ছিল। একদিন তিনি বাগ্‌দাদের অন্তর্গত কোলাসা নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র হাওজে অজূ করিতে-ছিলেন। হঠাৎ পা সরিয়া তিনি হাওজের মধ্যে পড়িয়া যান, এবং বহু কষ্টে অনেকক্ষণ পরে তিনি উহা হইতে উদ্ধার লাভ করেন। নামাজান্তে তাঁহাকে সিক্ত অবস্থায় দেখিয়া এবং ব্যাপার সমুদয় জানিতে পারিয়া সকলে দুঃখিত ও বিস্মিত হইল। একজন বলিল,—হুজুর, আমি একটি সমস্যায় পড়িয়াছি, উহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না, যদি অনুমতি হয়, তবে খেদমতে আরজ করিতে পারি। দরবেশ বলিলেন, আপনার সমস্যাটি কি? তিনি বলিলেন, আমার স্মরণ হয়, হুজুর এক সময় লিবাৎ সাগরের উপর দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন পানিতে হুজুরের পদযুগলও সিক্ত হয় নাই। কিন্তু আজ আপনার এ কি অবস্থা! সামান্য হাওজের পানিতে হাবুডুবু খাইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, ইহার কারণ কি?

দরবেশ এই প্রশ্নে কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। তাহার পর বলিলেন,—আপনি কি শুনেন নাই, হজরত রসুল (সঃ) বলিয়াছেন,—সময় সময় খোদাতালার সহিত আমার

বিশেষ যোগ সাধিত হইয়া থাকে। জিব্রাইল মিকাইল ইত্যাদি বড় বড় ফেরেশ্‌তা পর্য্যন্ত ঐ অবস্থার সন্ধান রাখেন না। হজরত ইহাও বলিয়াছেন, যে, সর্ব্বদা এইরূপ অবস্থা থাকে না। এমন অবস্থাও অনেক সময় আসিয়াছে, যে, তিনি তাঁহার বিবিগণের পর্য্যন্ত সন্ধান রাখিতে পারেন নাই।

শুধাইলা একজন পুত্রহারা নবীরে
জ্ঞানী তুমি, বাতেনের বুঝ ভেদ সবি রে।
মিসরে আছিল জামা, গন্ধ তার পাইলে,
কেনানে কুয়াতে পুত্র, সেদিকে না চাইলে!
কহিলা, মোদের দশা দামিনীর সম গো
ক্ষণেক চমকে, ক্ষণে সুগভীর তম গো!
কভু বা আরশ-শীর্ষে আমাদের ঠাঁই হে
কভু বা পিছনে কি তা বুঝিতে না পাই হে। (১)

---

(১) একে পুর্‌সিদ আজাঁ গম্‌ কর্দ্দা ফরজন্দ্‌,
কে আয় রওশন গহর পীরে খেরদমন্দ্‌
জে মেস্‌রশ্‌ বুয়ে পায়র্‌হানশ শনিদী,
চরা দর চাহে কেনানশ্‌ না দিদী?
বেগোফ্‌ত্‌ আহ্‌ওয়ালে মা বরকে জহানস্ত্‌
দমে পয়দা ও দিগর দম নহানস্ত্‌
গাহে বর তারেমে আলা নশিনম
গাহে বর পোশ্‌তে পায়ে খোদ নাবিনাম্‌
আগার দোরবেশ বর হালে বেমন্দে
সরে দস্ত আজ দো আলম বর্ ফেশন্দে!

একি "হাল" * ফকিরের যদি সদা থাকিত,
"সরোকার" † কারো সাথে কিছু সে না রাখিত!

---

(২২)

বল্‌বক্ নামক স্থানের জামে মস্‌জিদে এক দিন আমি ওয়াজের ধরণে কতকগুলি কথা বলিতেছিলাম। শ্রোতাগণ সকলেই মৃত-প্রাণ, আমার ওয়াজ তাহাদের মনের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছিল না। আমার কথার মধ্যে যে সমস্ত গভীর অর্থ ছিল, তাহারা কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। সিক্ত-কাষ্ঠে অগ্নি সংযুক্ত হয় না, তাহাদের ঠাণ্ডা মনের ভিতরে আমার বক্তৃতার তেজ কিছুমাত্র কার্য্যকরী হইল না। আমার আক্ষেপ হইল, এই সমস্ত গর্দ্ধভদিগকে আমি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি! অন্ধজনের সম্মুখে দর্পণ উপস্থিত করিয়াছি! আমার তখন কথার দরজা খুলিয়া গিয়াছে; ভাবের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। বক্তৃতার ঝোঁকে কোরান শরিফের সেই আয়াতটিতে আসিয়া পড়িলাম, যাহাতে খোদাতালা বলিতেছেন,—আমি মানবের ঘাড়ের শিরা অপেক্ষাও নিকটে আছি!

---

* হাল—অবস্থা। † "সরোকার"—সম্বন্ধ।

সখা মোর নিকটেই আমারই মাঝারে,
অথচ আজব ! আমি রহিয়াছি দূরে তার !
পরাণের মাঝে পূরে রাখিয়াছি যাহারে
তাহারি বিরহে সদা করিতেছি হাহাকার। (১)

এই কথার মদিরায় আমি ক্রমশঃ মত্ত হইয়া উঠিলাম; জগত-সংসার ভুলিয়া গেলাম। এই সময় একজন পথিক সেই মস্‌জিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে এই বয়াতটি শুনিয়া আমাদের সভার মধ্যে মত্ত অবস্থায় প্রবেশ করিল। ভাবাবেশে চীৎকার করিতে করিতে সে পাগলের মত ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহার অন্তরে যে বিভু-প্রেমের অগ্নি জ্বলিয়াছিল যেন সভাস্থ সকলেরই অন্তরে তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িল। সভায় যাহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন ধরণের লোক ছিল তাহারা পর্য্যন্ত যেন প্রেমবশে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সভা যেন স্বর্গীয় প্রেম-সুরায় অভিষিক্ত হইয়া গেল।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—সোবহান্‌আল্লা! খোদা-তালার কি অপার মহিমা! যে দূরে ছিল, এতক্ষণ আমার কথা কিছুই শুনে নাই, সে আমার কথায় এতটা বিচলিত ও মুগ্ধ

---

(১) দোস্ত্‌ নজদিক্ তর্ আজ্‌ মন্ বমন্ আস্ত্‌
ইঁ আজব তর্ কে মন্ আজ্‌ ওয়ে দূরম্
চে কুনম ? বা কে তওয়াঁ গোফ্‌ত্‌ কে উ
দর কেনারে মন্ ও মন্ মজহুরম।

হইল, কিন্তু যাহারা এতক্ষণ নিকটে বসিয়া আমার ওয়াজ শুনিতেছিল, তাহাদের মধ্যে ইহা কিছুমাত্র আছর করিল না।

হৃদয়বান ব্যক্তি দূরে থাকিলেও নিকটে, আর হৃদয়হীন ব্যক্তি নিকটে থাকিলেও দূরে!

---

(২০)

নদীর ধারে একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলাম। ব্যাঘ্র দংশনে তাঁহার শরীরে ভয়ানক ক্ষত হইয়াছে। নানারূপ ঔষধ প্রয়োগেও উক্ত ক্ষত আরোগ্য হয় নাই। বেচারা বহুকাল ধরিয়া ভীষণ ক্ষতের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, আর মহান, প্রতাপান্বিত খোদাতালার শোকর করিতেছে। কতকগুলি লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল; নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও খোদাতালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তুমি কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছ? সে উত্তর করিল,—এই জন্য শোকর করিতেছি যে, আমি অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে রহিয়াছি, কিন্তু কোন পাপে নিপতিত হই নাই।

যদি সেই প্রিয় সখা হরেন জীবন মম,
তখনো প্রাণের মায়া ভাবিও না হবে মোর;
ব্যথিত কি জানি যদি হ'ন সেই প্রিয়তম
সেই ভয়ে নিরবধি বহিতেছে আঁখি-লোর।

বাস্তবিকই খোদাপোরস্ত্ ব্যক্তিগণ বিপদ আপদকে হাসি মুখে বরণ করিয়া ল'ন, কিন্তু পাপের সংশ্রবে যাইতে চাহেন না। কোরান শরীফে আছে, হজরত ইউসোফ আলায়হে-সালামকে যখন কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—হে খোদাতালা, উক্ত প্রলোভনময় পাপের পথ হইতে এই কারাগার আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

---

(২৪)

একজন ফকির অত্যন্ত অভাবে পড়িয়া তাহার জনৈক ধর্ম্ম-বন্ধুর একখানি কম্বল অপহরণ করিয়াছিল। কম্বলটি বিক্রয় করিয়া সংসার-খরচ নির্ব্বাহ করিবার পর সে দৈবাৎ ধরা পড়িয়া গেল। শহরের কাজী তৎকালীন ব্যবস্থা অনুসারে ফকিরের হাত কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। কম্বলের মালিক দরবেশটী ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কাজীকে জানাইলেন, হুজুর, আমি উহাকে কম্বলটি দান করিয়াছি। দয়া করিয়া উহার হস্তচ্ছেদ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত করুন। কাজী উত্তর করিলেন, তোমার সুপারিশে শরিয়তের আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা যাইতে পারে না। সে চুরি করিয়াছে, এবং চুরির অবশ্যম্ভাবী দণ্ড হস্তচ্ছেদ। দরবেশ বলিলেন, হুজুর যাহা বলিতেছেন, অবশ্য সত্য। কিন্তু ইহাও শরিয়তের আইন যে, যদি কেহ

অকৃফ্ করা মাল হইতে কিছু চুরি করে তবে তাহার হস্তচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। দরবেশের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নাই। তাহার যাহা কিছু আছে, সমস্তই দরিদ্রগণের জন্য উৎসর্গিত, এইরূপ মনে করিতে হইবে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাহা ব্যবহার করিতে পারে।

দরবেশের এই যুক্তি হাকিম খণ্ডন করিতে পারিলেন না। তিনি ফকিরের দণ্ড রহিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন, হতভাগা, এই প্রকাণ্ড দুনিয়াটা কি তোমার নিকট সংকীর্ণ বোধ হইয়াছিল? চুরি করিবার অন্য জায়গা পাও নাই? কি আশ্চর্য্য! তুমি কিনা তোমার এমন একজন বন্ধুর বাটীতে চুরি করিলে!

ফকির লজ্জিত ভাবে উত্তর করিল, হে খোদাওন্দ, আপনি কি শুনেন নাই যে, লোকেরা বলিয়া থাকে,—

বন্ধুর মাল লহ তা'তে কোন ক্ষতি নাই;
অরাতির দ্বারে যে'ওনা যে'ওনা কভু ভাই!
অভাবের মাঝে হইবে যখন নিরুপায়
একেবারে যেন নিজেরে বিনাশ করো' না।
অরাতির ঘাড় ভাঙ্গিবেক, নাহি করি ভয়
বন্ধুর বাস করিতে হরণ ড'রো না। (১)

(১) চুঁ বসথ্তী দর বেমানী তন ব অজজ আন্দর মদেহ
দুশ্মনাঁরা পোস্ত্ বর কুন্ দোস্তাঁরা পুস্তিন্!

(২৫)

কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন,—একজন বাদশা বেহেশ্‌তের মধ্যে এবং একজন দরবেশ দোজখের মধ্যে রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কারণ লোকের ধারণা ইহার বিপরীত। তিনি মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় খোদাতালার তরফ হইতে নেদা বা দৈববাণী হইল,—এই বাদশার লক্ষ্য ছিল ফকিরীর দিকে; ফকির ভাবেই ইনি জীবন যাপন করিতে ভাল বাসিতেন। সেই জন্য ইহার স্থান বেহেশ্‌তের মধ্যে হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই সাধু বাদশা বা বড় লোকদের নৈকট্য কামনা করিত; তাহাদিগকে ভালবাসিত, সেইজন্য নরকেই তাহার স্থান হইয়াছে!

হে ছুফী, অহেতু কেন ধর এত সাজ?
তস্‌বী, কম্বল যত বৃথা এ সকল!
ক'রোনা ক'রোনা ভাই, কভু বদ কাজ;
সতত চরিত্র নিজ রাখিবে নির্ম্মল।
ফকিরী স্বভাব ধর, পর শাহী-তাজ!
লেংটী গেরুয়া শুধু ক'রোনা সম্বল! (১)

---

(১) দেলকত বচে কার আম্বদ তস্‌বিহ্‌ ও মরক্কা?
খোদ্‌রা আজ্‌ অমলহায়ে নেকোহিদা বরী দার্‌
হাজত্‌ ব কোলাহে বর্‌কী দাশ্‌তনত্‌ নিস্ত্‌
দোরবেশ্‌ সেফত্‌ বাশ্‌ ও কোলাহে তাতরী দার্‌।

(২৬)

একজন উদাসীন ফকির কুফা হইতে আগত হেজাজের পথিকগণের কাফেলার সহিত আসিয়া আমাদের দলে মিশিয়াছিল! তাহার মস্তকে কোন আবরণ ছিল না। নগ্নপদেই সে সেই ভীষণ মরুভূর পথ অতিক্রম করিতেছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, সে কপর্দ্দকশূন্য। ধীরে ধীরে কি এক ভাবময় গতিতে সে চলিতেছিল, আর আপন মনে গাহিতেছিল,—

উটের উপর কখন ছওয়ার হই না,
উট সম মোর নাহি হয় বোঝা বহিতে;
প্রভু কারো নই, প্রভুত্বের কথা কই না;
কাহারো গোলাম, নহি আমি এই মহীতে!
নাই কিছু, তাই কোনই উদ্বেগ সই না;
মুক্ত এ প্রাণ কত সুখী নারি কহিতে!
আরামে নিশ্বাস ফেলি; দিলে ধন লই না;
কোন জিনিসের হয়না অভাব সহিতে! (১)

একজন উষ্ট্রারোহী বলিলেন,—হে দরবেশ, এ বেশে কোথায় যাইতেছ? ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও, নতুবা মরুভূর

---

(১) না ব শোতর বর সওয়ারম না চু ওশতর জেরে বারম,
না খোদাওন্দে রাইয়েত না গোলামে শাহ্‌রিয়ারম।
গমে মৌজুদ ও পেরেশানীয়ে মাহুম নাদারম,
নফসে মি জনম আসুদা ও ওমরে মি গোজারম।

নিদারুণ কষ্টে বাঁচিবে না। দরবেশ এই উপদেশ শুনিল না; জনহীন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিল! নখলায়ে মাহ্‌মুদ নামক স্থানে যখন আমরা পৌঁছিলাম, তখন উক্ত উষ্ট্রারোহী ধনী ব্যক্তিটি ঘটনাক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন! মৃত্যুর কিছু পরে সেই দরবেশ মৃত দেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—এত কঠোরতায় আমি মরিলাম না, কিন্তু প্রচুরতা সত্বেও তুমি মরিয়া গেলে!

কাঁদিল যে সারা রা'ত রোগীর শিয়রে বসি',
ভাবি তা'র নিকটে মরণ,
মরিল না রোগী কিন্তু, প্রভাত হইলে নিশি
তারি পাশে আসিল সমন!

তেজীয়ান বহু ঘোড়া পারে নাই যেতে
লক্ষ্যস্থলে, গেছে পঙ্গু রাসভ সকল।
স্বাস্থ্যবান মরিয়াছে কত অকালেতে
বেঁচেছে আহত, যার দেহে নাই বল।

---

(২৭)

গ্রীস দেশে একদল বণিককে দস্যুগণ আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেছিল, এবং নির্দ্দয় ভাবে তাহাদিগকে প্রহার করিতেছিল। বণিকেরা বহু কাঁদাকাটা

করিল, খোদার নামে, পয়গম্বরের নামে দস্যুদিগের নিকট করুণার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন জানাইল, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না।

দস্যুগণ জয়ী যদি হয় পথিকের পরে,
কবে তারা তাহাদের উপরে করুণা করে?

উক্ত বণিক দলের মধ্যে জগতবিখ্যাত জ্ঞানী লোকমান হাকিম স্বয়ং বিদ্যমান ছিলেন। সওদাগরদের কেহ কেহ তাঁহাকে বলিল,—হাকিম সাহেব, যদি আপনি দয়া করিয়া ইহাদিগকে একটু উপদেশ দিতেন, ওয়াজ করিয়া শুনাইতেন, তাহা হইলে হয় ত ইহারা এই নৃশংস দস্যুতা হইতে নিবৃত্ত হইত। আক্ষেপের বিষয়, এত ধনসম্পদ বিনষ্ট হইতে চলিল! লোকমান কহিলেন, অধিকতর আক্ষেপের বিষয় হইবে এই শ্রেণীর পশু-প্রকৃতি লোকদিগের নিকট জ্ঞানের কথা বলা!

মরিচা বেবাক খেয়ে ফেলেছে যে লোহারে,
উকাতে কখন তার মলিনতা সারে না;
পাষণ্ড যে, উপদেশ কি করিবে তাহারে?
পাষাণে পেরেক কেহ ঢুকাইতে পারে না!

---

(২৮)

এক সময় আমি হেজাজ দেশের মধ্য দিয়া কতিপয় সহৃদয় যুবকের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম। তাঁহারা সর্ব্বদাই যেন গভীর ভাবে তন্ময় অবস্থায় গুণগুণ স্বরে কি এক রহস্যময় প্রেমপূর্ণ কবিতার আবৃত্তি করিতেছিলেন। আমাদের দলের একজন কঠোর প্রকৃতি বিশিষ্ট আলেম এই সকলের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতেন না! প্রেমিকদের অন্তরের বেদনা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন ধারণাই ছিল না।

আমরা যখন সিরিয়ার অন্তর্গত নখিলে বনি-হেলাল নামক মরুগ্রামে উপস্থিত হইলাম, তখন আরব দেশীয় একটি বালক আমাদের নিকট আসিয়া সুমধুর স্বরে গান ধরিল। তাহার গানের মধুর সুরে চারিদিক যেন মধুময় হইয়া উঠিল। আকাশের পক্ষিগণ গানে মুগ্ধ হইয়া নীচে নামিতে লাগিল! উটগুলি গানের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিল! উক্ত আলেমটির উট ভাবে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে একদিকে ছুটিয়া গেল! তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—জনাব, সঙ্গীতে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য, ইহা আপনার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না!

জান না কি ক'য়েছিল প্রভাতের বুল্‌বুল্ ?
কেমন মানুষ তুমি ? প্রেম কি তা জান না!

সঙ্গীতে প্রমত্ত হয় মরুভূতে উটকুল,
প্রমত্ততা-হীন নর নর-অবমাননা। (১)

তুলিয়া তুলিয়া সকল ভুলিয়া তরুকুল নাচে হরষে
মলয়া যখন প্রেম-শিহরণ জাগায় পেলব পরশে !
পাষাণ-পরাণ পাহাড়ের কায় মহা ঝটিকায় নমে না,
বুঝেকি কেমন মধুর মোহন প্রেম চির মনো- হর সে (২)

যা কিছু দেখিছ রয়েছে জেকেরে মত্ত
কান যার আছে বুঝে এই মহা- -তত্ত্ব।
বুলবুল্ শুধু গোলাপের গান গাহে না,
প্রত্যেক কাঁটাও গায় তার গান সত্য ! (৩)

---

(১) দানী কে চে গোফ্‌ত্‌ মরা আঁ বুলবুলে সহ্‌রে
তু খোদ্ চে আদ্‌মী ? কেজ্‌ এশ্‌ক্ বে খবরী !
ওশ্‌তর্ ব শেয়েরে আরব্‌ দর্ হালতস্ত্‌ ও তরব্‌
গর্ জওক্ নিস্ত্‌ তোরা কজ্‌ তবা জান্‌ওয়ারী !

(২) ওয়া এন্দা হবুবেন্ নাশেরাতে আলাল্ হেমা,
তামিলো গোছুনোল্ বানে লাল্ হাজারোছ্‌ ছাল্‌দো !

(৩) বজেক্‌রশ্‌ হর্ চে বিনী দর্ খরোশস্ত্‌
অলে দানদ্ দরিঁ মানি কে গোশস্ত্‌
না বুলবুল্ বর্ গুলশ্‌ তস্‌বিহ্‌ খানস্ত
কে হর্ খারে বতস্‌বিহশ্‌ জবানস্ত্‌ !

(২৯)

একজন পথভ্রান্ত পাপী ব্যক্তি খোদাতালার অসীম অনুগ্রহে হেদায়তের আলো প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি, অল্প-দিনের মধ্যে সে দরবেশগণের দলের মধ্যে আসিয়া শামেল হইল। ফকিরগণের সৎসঙ্গের বরকতে তাহার মধ্যে সত্য ও পবিত্রতার আলো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্দ কার্য্যের পরিবর্ত্তে সে সর্ব্বদা সৎকার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। সংসারের মোহ তাহার অন্তর হইতে বিলীন হইয়া আসিল। কিন্তু হইলে কি হয়, সে মানবগণের নিন্দাবাদ ও গঞ্জনা হইতে তথাপি রক্ষা পাইতে পারিল না। নানা ভাবে লোকে তাহার তীব্র নিন্দা করিয়া বেড়াইত।

তওবা করিলে খোদার আজাব মাফ হয়,
মানব-রসনা কভু কা'রো ক্ষমি- বার নয়।

ক্রমাগত নিন্দার আঘাত সহ্য করিতে করিতে বেচারা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। একদিন নিরুপায় হইয়া সে তাহার পীরের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বলিল। পীর সাহেব উত্তর দিলেন,—বাবা, খোদাতালাকে ধন্যবাদ দাও যে, তাহারা তোমাকে যেরূপ পাপী মনে করিয়া থাকে, তুমি বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ নহ।

কত কবে আর কুলোকে তোমার
বদনাম করে সতত ?

তুমি ভাল, এই স্থখের বিষয় ;
কুযশে কি ভয়, বলত ?
তুমি যদি বদ হ'তে, আর সবে
করিত তোমার গুণ গান
তার চেয়ে এই মিছে বদনাম
ভালই জানিবে ফলতঃ।

পীর সাহেব বলিলেন,—লোকে তোমার নিন্দা করে, তোমার কোন চিন্তা নাই। কিন্তু আমার অবস্থা বাস্তবিকই আশঙ্কা জনক। লোকে আমাকে কামেল পীর, পূর্ণ ধার্ম্মিক মনে করে ; কিন্তু এদিকে আমার কত ক্রটী! আমার ভিতরের অবস্থা লোকে জানে না, কিন্তু সেই অন্তর্যামী খোদাতালার নিকট ত কিছুই গোপন নাই।

দরজা আমার আবদ্ধ সতত থাকে তাই,
আমার আয়েব কেহ নাহি পারে ধরিতে।
খোদার নিকট এ গোপনে কোন লাভ নাই,
তার কাছে কেহ পারে কি গোপন করিতে!

---

(৩০)

এক বাদশা অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। একদিন মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া খেয়ালের ঝোকে তিনি অছিয়ত

করিলেন,—পরদিন প্রাতে সর্ব্বপ্রথম যে ব্যক্তি শহরের দরজায় প্রবেশ করিবে, তাহাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিন প্রাতে সর্ব্বপ্রথম যে ব্যক্তি উক্ত সহরে প্রবেশ করিল, সে একজন ফকির। সমস্ত জীবন ভিক্ষা করিয়া সে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলী এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাকেই রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন। ভিখারীর মাথায় রাজমুকুট শোভা পাইল, সিংহাসনে তাহার আসন হইল। রাজ্যের বিরাট ধনভাণ্ডার তাহারই হস্তগত হইল।

ফকিরের কিছুদিন খুবই আরামে কাটিয়া গেল। কিন্তু এই সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হইল না। অনেক আমির ওমরা ক্রমশঃ তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজাগণ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন। ফকিরের সিংহাসন টলটলায়মান হইয়া উঠিল। তাঁহার মনের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। নানা চিন্তায় তিনি তখন ভারাক্রান্ত। এই সময় তাঁহার একজন ভিক্ষুক-জীবনের পুরাতন বন্ধু দীর্ঘকাল বিদেশ-ভ্রমণান্তর দেশে ফিরিয়া তাঁহার রাজত্ব-প্রাপ্তির সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—মহা পরাক্রান্ত খোদাতালার প্রতিই কৃতজ্ঞতা। কাঁটা হইতেই তোমার এই সৌভাগ্যের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অদৃষ্ট তোমার অনুকূল। খোদাতালার অনুগ্রহ সর্ব্বদা তোমার উপর বর্ষণশীল। তাই তুমি এই উচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত

হইয়াছ। খোদাতালা কোরান শরিফে বলিয়াছেন,—প্রত্যেক কঠোরতার পরে নিশ্চয়ই কোমলতা আছে।

কখন কুসুম ফুটে কখন শুকায়,
এক ভাবে কিছু নাহি রহে এ ধরায়।
পত্র-পরিচ্ছদ কভু পরে তরুগণ,
কভু বা উলঙ্গপ্রায়, বিধির লিখন।

ফকির বলিলেন,—বন্ধু, আমার বর্ত্তমান অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্য আনন্দ করিও না; বরং দুঃখ কর। পূর্ব্বে শুধু অন্নের চিন্তাই ছিল, এখন সমস্ত দুনিয়ার চিন্তায় আমাকে নিপীড়িত করিতেছে।

ছিলনা যখন বিভব সম্পদ, ছিনু আমি অতি ক্ষুণ্ণ;
পাইলাম যবে, শত উদ্‌বেগ ফেলিল আমায় জড়া'য়ে!
দুনিয়ার মত দেখিনি' এমন কিছুই বিপদ- পূর্ণ
পাও বা না পাও, দহন ইহার পারিবে না যেতে এড়ায়ে। (১)

প্রকৃত সম্পদ যদি তুমি চাও, শুনহে
সন্‌তোষ বিনা সম্‌পদ আর কিছু নাই;
ধনীজন-দান হ'তে ভাল শত গুণ হে
গরীব জনের ছবর নিশ্চয়, জেন' ভাই

(১) আগার দুনিয়া নাবাশদ দর্দ্দ মন্দেম
আগার বাশদ ব মেহ্‌রশ পায় বন্দেম;
বালায়ে জিঁ জাহাঁ আশুব তর্ নিস্ত্
কে রঞ্জে খাত্তেরস্ত আর হাস্ত্ আগর নিস্ত্!

(৩১)

বন্ধুবান্ধবগণের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহাদের সংস্রব আর ভাল লাগিল না। জেরুজালেমের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। বনের পশু পক্ষীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মনের শান্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। কিছুদিন চলিয়া গেল। একদিন ঘটনাক্রমে একদল ফিরিঙ্গি আমাকে বন্দী করিয়া ত্রিপলীতে লইয়া গেল। তথায় একজন ইহুদীর অধীনে অন্যান্য বহু কয়েদীর সহিত আমি মাটি কাটিতে নিযুক্ত হইয়া গেলাম। বড়ই কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন দৈবক্রমে আমার একজন পুরাতন বন্ধু আমাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। আলেপ্পো সহরে তাঁহার নিবাস। পথ চলিতে চলিতে আমাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন এবং বিস্ময় ভরে বলিয়া উঠিলেন, একি অবস্থা দেখিতেছি! আহা! এই কষ্টের কার্য্য কি আপনার সাজে!

উত্তর দিলাম,—

পাহাড়ে প্রান্তরে আমি নিয়েছিনু স্থান মোর,
ছিল আশা, খোদা বিনা ভাবিব না কিছু আর।
ভাবি দেখ বন্ধু এবে, কি মম দুর্গতি ঘোর!
গাধার গোহালে বাঁধা! পরাধীন একেবার!

জিঞ্জিরে আবদ্ধ যদি থাকে দু'চরণ
ভাল তাহা, সাথে যদি রহে বন্ধুগণ।
বাগিচা ভ্রমণ কভু সুখকর নয়
অচেনা লোকের সাথে, জানিবে নিশ্চয়। (১)

আমার দুরবস্থা দেখিয়া বন্ধুর দয়া হইল। দশটি স্বুবর্ণ মুদ্রা দিয়া তিনি আমাকে ফিরিঙ্গির দাসত্ব হইতে ক্রয় করিয়া লইলেন। অতঃপর আমরা এক সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমি আলেপ্পো সহরে যাত্রা করিলাম। বন্ধুর বাটীতে কিছুদিন অবস্থিতি করায় সকলের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। বন্ধুবর একদিন তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমি অসম্মত হইতে পারিলাম না। অচিরে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। কিছুদিন বেশ সুখশান্তিতে কাটিল। ক্রমে ক্রমে আমার নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণীর প্রকৃত পরিচয় পাইতে লাগিলাম! তাঁহার বদমেজাজ ও কলহপ্রিয়তা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। দিন দিন তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং আমার মনের সুখশান্তি বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিল।

বদ মেয়েলোক ভাল মানুষের ঘরেতে,
জ্বলন্ত দোজখ যেন দুনিয়ার পরেতে!

---

(১) পায়ে জিঞ্জির পেশে দোস্তাঁ
বেহ্ কে বা বেগাঙ্গা দর বুস্তাঁ।

সাবধান হও সাবধান হও সাবধান !
এ দোজখ পানে হ'য়োনা কেহই আগুয়ান ! (১)

একদিন সে অহঙ্কারের সহিত উচ্চকণ্ঠে আমাকে বলিল, "তুমি কি সেই লোক, যাঁহাকে আমার পিতা ফিরিঙ্গিদের কয়েদখানা হইতে দশ দেরেমে কিনিয়া আনিয়াছিলেন ? আমি বলিলাম—হাঁ ; আমি বাস্তবিকই সেই লোক, যাঁহাকে তোমার পিতা ফিরিঙ্গির কারাগার হইতে দশ দেরেমের বিনিময়ে কিনিয়া আনিয়াছিলেন, এবং অবশেষে যাঁহাকে একশত দেরেমের বিনিময়ে তোমার দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন।

মহাজন কেহ বাঁচাইলা এক ছাগেরে !
কাড়িয়া শিকার দূরে তাড়াইলা বাঘেরে !
নিশীথে ছুরিকা চালাইলা তার হলকে !
অভাগা ছাগল ত্যজিল জীবন পলকে !
মরণের কালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ তার
চরণে লুটিয়া কয়েছিল সেই হন্তার,—
তোমার দয়ায় খায় নাই মোরে বাঘেতে ;
তুমিও যে বাঘ বুঝি নাই তাহা আগেতে !

---

(১) জনে বদ্ দর্ সরায়ে মর্দ্দে নেকো
হাম দরিঁ আলমস্ত্ দোজখে উ
জিন্‌হার আজ্ করিনে বদ্ জিনহার্
ওগ্না কেনা রাব্বানা অজাবুন্নার !

(৩২)

সিরিয়ার একজন দরবেশ বহু বৎসর বনের মধ্যে কঠোর সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। আরণ্য-ফল, বৃক্ষপত্র ইত্যাদি তাঁহার ভোজ্য ছিল। কোনরূপ বিলাস ব্যসন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐ দেশের বাদশা সাধু পুরুষদের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি উক্ত ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাদশা মুগ্ধ হইলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি দরবেশকে বলিলেন, শা সাহেব, একটি আরজ করিতে চাই ; আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে নগরের মধ্যে আপনার জন্য একটি উপযুক্ত বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। কারণ, তাহা হইলে আপনার এবাদত বন্দগীর অধিকতর সুবিধা হইবে। বনের মধ্যে আপনার অসুবিধার অন্ত নাই। পক্ষান্তরে আপনি নগরে বাস করিলে জনসাধারণ আপনার খেদমতে অবসর মত উপস্থিত হইবার সুবিধা পাইবে। ইহাতে আপনার সাহচর্য্যে তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনের যথেষ্ট উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই। আপনার জীবনের মহান আদর্শ তাহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হইবে।

দরবেশ বাদশার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি অন্য

দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তখন বাদশার জনৈক উজির বলিলেন,—বাদশা নামদার যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। অন্ততঃপক্ষে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু দিনের জন্য নগরে আগমন করুন; প্রস্তাবিত বাটীতে বাস করিয়া দেখুন, ইহাতে আপনার কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় কি না ? যদি সাধারণের সংস্রব আপনার প্রীতিকর না হয়, বা আপনি ইহা আপনার সাধনার প্রতিকুল বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতের কার্য্যপদ্ধতি ত আপনার হস্তেই থাকিবে। ইচ্ছা হইলেই যে কোন সময় আবার বনে আসিয়া বর্ত্তমানের মত জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন।

দরবেশ উজিরের এই যুক্তি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নগর-বাসের সম্মতি দান করিলেন। তাঁহার জন্য সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইল। বাটীর চারিদিকে সুসজ্জিত বাগিচা। দরবেশ নূতন বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বাদশা যতদূর সম্ভব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া বাটীখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেখিলেই প্রাণ জুড়াইয়া যায়! যেন মর্ত্ত্যধামে বেহেশ্‌তের একটী ক্ষুদ্র নমুনা!

ফুলগুলি তার মাশুকের লাল কপোলের মত দেখিতে
কুমারী বালার চুলের বাহার চারু লতিকার বিথীতে! (১)

---

(১) গুলে সোর্‌খশ্‌ চু আরেজে খুবাঁ
সম্বলশ্‌ হামচু জোলফে মাহ্‌বুবাঁ

একজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পরিচারিকা দরবেশের খেদমতের জন্য প্রেরিত হইল। সে ঠিক যেন—

চাঁদের কণিকা! দেখিলে সাধক
গলিয়া যাইবে তখনি!
শিখির চমক, বেহেশ্‌তী ঠমক
রাখে সেই চাঁদ বদনী!
মুনি ঋষি পীর অলী দরবেশ
দেখিলে ক্ষণেক তাহারে
যা কিছু তাঁদের জেকের ফেকের
ভুলি' যাবে সব অমনি! (১)

একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৎস্বভাবাপন্ন গোলামকেও বাদশা ফকিরের খেদমতের জন্য পাঠাইতে ত্রুটী করিলেন না।

দেখিলে তাহারে মিটে না চোখের পিয়াসা,
হৃদয়ের কোণে জাগে স্বরগীয় কি আশা! (২)

আবেদের জন্য চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য বিবিধ সুস্বাদু খাদ্যের

---

(১) আজ্জিঁ মাহ্‌ পারায়ে আবেদ-ফেরেবে
মালায়েক সুরত্‌ তাউস্‌ জেবে
কে বাদ আজ দিদনশ্‌ সুরত না বন্দদ্‌
ওজুদে পারসায়াঁরা শকিবে!

(২) দিদা আজ্‌ দিদনশ্‌ না গশ্‌ত্‌ সির
হামচুনা কজ ফোরাত মস্তস্‌কী

ব্যবস্থা হইল। বহুমূল্য চিক্কণ পরিচ্ছদে তিনি সুসজ্জিত হইলেন। নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্যে তাঁহার গৃহ সর্ব্বদা আমোদিত হইতে লাগিল। গোলাম ও বান্দীর অপার্থিব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। অভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন,—চতুর পক্ষীরাও ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া থাকে, আর বিচক্ষণ জ্ঞানী মানবও সৌন্দর্য্যশীল ব্যক্তিগণের কেশ-পাশের বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে! আর সে সহজে মুক্তি পাইতে পারে না।

জ্ঞান বুদ্ধি আর ধরম করম তব তরে দি'ছি সকলি,
ছড়াইতে গেছি যতই, তোমাতে জড়াইয়া গেছি কেবলি! (১)

ফলতঃ ফকিরের অন্তরের সেই প্রশান্ত অবস্থা অন্তর্হিত হইল :—

যোগী, ঋষি, পীর, অলী কিংবা সাধু মহাজন
দুনিয়ার মোহ মাঝে ডুবে গেলে একবার
—মধুতে পড়িলে যথা অভাগা মক্ষিকাগণ—
গৌরব বিভূতি তার কিছুই না থাকে আর। (২)

---

(১) দর্ সরে কারে তু কর্দ্দম দিল ও দীন বা হামা দানেশ্
মোর্গে জীরক বা হকিকত্ মনম এম্রোজ তু দামে!

(২) হর্কে হাস্ত্ আজ্ ফকীহ্ ও পীর মরিদ্
ও আজ জবাঁ আওয়ারানে পাক নফস্
চুঁ বদনিয়ায়ে দুন ফেরোদ আমাদ
বা আসল্ দর বেমন্দ্ পায়ে মগস।

কিছুকাল চলিয়া গেল। একদিন বাদশা ফকিরকে দেখিবার জন্য তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার শরীরের পূর্ব্বের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! কেমন নাতুশ নুতুস স্থূল চেহারা! তাহার উপর লোহিত বর্ণের আভা খেলিতেছে। কেশ কলাপ সুসংন্যস্ত! একটি মোটা সুন্দর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া তিনি বসিয়া আছেন। পরীর মত চেহারাযুক্ত দাসদাসীগণ তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সুদৃশ্য ময়ুরের পাখা দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। বাদশা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন; এবং নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাদশা বলিলেন,—আমি আলেম ও দরবেশ এই দুই শ্রেণীর লোককে বড়ই ভালবাসি।

একজন উজির বাদশার সঙ্গে ছিলেন, তিনি যেমন বিচক্ষণ, তেমনি বড় দার্শনিক। বাদশার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, হে খোদাঅন্দ, যদি আপনি ইহাদিগকে ভাল বাসেন, তাহা হইলে ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করাই আপনার কর্ত্তব্য। আলেম ও বিদ্বানগণকে অর্থ দান করুন; তাহা হইলে তাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে উপার্জ্জিত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে দরবেশদিগকে কিছুই দিবেন না, তাহা হইলে তাঁহারা দরবেশই থাকিবেন। দরবেশদিগকে অর্থ দিলে তাঁহারা ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া উঠিবেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সাধনা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

দেখিতে যে নারী পরীর মতন
নূরানী যাহার চেহারা
কি কাজ তাহার বসন ভূষণে ?
ভূষণই সে যে আপনি !

ফকির যাহার স্বভাব বিমল
হৃদে বিভু-প্রেম- ফোয়ারা,
ভিক্ষার ধন হাত পাতি' তার
লওয়া নহে ভাল কখনি।

যাহা মোর নাই তা'ই যদি আমি চাই
ব'লোনা ফকির আমায়, উচিত তাই।

---

(৩৩)

এই গল্পের অনুরূপ আর একটি গল্প আছে। এক বাদশার সম্মুখে খুব বড় একটি কাজ উপস্থিত হইয়াছিল। বাদশা মানত করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তিনি আনন্দিত হৃদয়ে নজর আদায় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বিশিষ্ট বান্দাগণের একজনের হস্তে একটি মুদ্রার থলিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, এই মুদ্রাগুলি ধর্ম্মপরায়ণ জাহেদদিগকে দান করিয়া এস। গোলামটি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল। সে সমস্ত দিন নগরের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া সন্ধ্যার

পর রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া মুদ্রাধারটি আদবের সহিত বাদশার সম্মুখে রাখিয়া দিল। বাদশা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? গোলাম বলিল, হুজুর, সমস্ত দিন জাহেদগণের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি, মুদ্রা গ্রহণ করেন, এমন একজন জাহেদও পাইলাম না। রাজা বলিলেন,—সে কি কথা? আমি জানি, এ অঞ্চলে অন্ততঃ চারি শত জাহেদ বর্ত্তমান আছেন। তুমি তাঁহাদের একজনকেও খুঁজিয়া পাইলে না! বান্দা উত্তর করিল,—হে জগতের মালিক, যাঁহারা প্রকৃত জাহেদ, তাঁহাদের কেহ মুদ্রা লইলেন না। পক্ষান্তরে যাঁহারা টাকা লইতে চাহিলেন, তাঁহারা কেহই জাহেদ নহেন। এই কথায় বাদশা সহাস্যবদনে ভৃত্যকে বলিলেন,—সুফীর বেশ দেখিলেই আমি তাঁহাকে সুফী মনে করিয়া থাকি, কিন্তু তুমি তাহা কর না। প্রকৃত প্রস্তাবে তুমিই সত্যপথে আছ।

ধনতৃষ্ণা যে সাধুর রহিয়াছে মনে
তারে সাধু কভু নাহি ভাবে জ্ঞানিগণে!

---

(৩৪)

একজন চরিত্রবান বিখ্যাত আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, অনেক দরবেশ ছুফী অক্‌ফ্ অর্থাৎ দাতব্য ফণ্ড হইতে জীবিকার জন্য অর্থ গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আলেম উত্তর করিলেন,—নিশ্চিন্ত ভাবে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিয়া খোদার এবাদত বন্দ্‌গী করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিলে তাহা নিশ্চয়ই হালাল। কিন্তু যদি কেহ অক্‌ফ্‌ ফণ্ড্‌ হইতে বৃত্তি পাইবার উদ্দেশ্যে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকে, তবে তাহা হারাম অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসিদ্ধ।

আবদ্ধ রহিয়া ঘরে করিবেন এবাদত,
সাধুগণ সেই হেতু গ্রহণ করেন দান!
উপার্জ্জন করিবার তরে ধন দওলত
অসাধু যে, গৃহকোণে যতনে নিয়েছে স্থান!

---

(৩৫)

একজন মুরিদ তাঁহার পীরকে বলিলেন,—লোকের অত্যাচারে বড়ই জ্বালাতন হইতেছি। কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বহু লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায়, সৌজন্য শিষ্টতায় আমার বহু সময় নষ্ট হয়।

পীর উত্তর করিলেন,—আগন্তুকদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগকে টাকা কর্জ্জ দিবেন; আর যাঁহারা ধনী, তাঁহাদের নিকটে কিছু চাহিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, অল্প দিনের মধ্যেই আপনার নিকট আর কেহই আসিবে না।

কি অন্য কাহাকেও দেখিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন,—হাঁ, তেমন লোক একজন আমি দেখিয়াছি বটে। একদিন আমি চল্লিশটি উট কোরবানী করিয়াছিলাম। আরবের বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান আমীর ওমরার সেদিন আমার বাড়ীতে আহারের বন্দোবস্ত হইল। আমি অরণ্যের ধার দিয়া কোন কার্য্যোপলক্ষে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একজন কাঠুরিয়া কাষ্ঠ কুড়াইয়া কুড়াইয়া এক স্থানে জমা করিতেছে। সে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত, যেন অনাহারে অবসন্ন। তাহাকে বলিলাম,—হাতেমের বিখ্যাত ভোজে কেন যোগদান করিতেছ না? এ অঞ্চলের সকলেই ত তাঁহার মহান দস্তরখানের পার্শ্বে গিয়া সমবেত হইয়াছে। লোকটি উত্তর দিল,—যে ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করিয়া নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, হাতেমের আতিথেয়তার সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে।

আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সেই লোকটি মনুষ্যত্বের দিক দিয়া আমা-অপেক্ষা অনেক বড়।

---

(৪৪)

হজরত মুসা আলায়হেস্‌সালাম একজন ফকিরকে অনাহারে ক্লিষ্ট এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মরুভূমিতে পড়িয়া

থাকিতে দেখিয়াছিলেন। লজ্জা নিবারণের জন্য তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ মরু-বালুকার মধ্যে সে প্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে মূসা (আঃ) এর দিকে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,—হে মূসা, আমার জন্য খোদাতালার দরগায় প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমার এই দারুণ দুর্গতি দূর করেন। দেখুন, অনাহারে আমি মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি! হজরত মুসা (আঃ) এর দয়া হইল। তিনি খোদার দরগায় হাত তুলিয়া দোয়া করিলেন; এবং তাঁহার কাজে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে মুসা (আঃ) আবার সেই পথ দিয়া ফিরিতেছিলেন,—দেখিলেন, এক স্থানে অনেকগুলি লোক জমা হইয়াছে। তিনি কৌতুহলাক্রান্ত-হৃদয়ে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি লোক বন্দী অবস্থায় রহিয়াছে; আর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া জটলা করিতেছে। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন, এ সেই লোক, যাহার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দোয়া করিয়াছিলেন। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? কি হইয়াছে? তাহারা উত্তর দিল,—এই লোকটির বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ,—সে মদ খাইয়াছে, লোকদের সহিত মারামারি করিয়াছে এবং একজনকে হত্যা করিয়াছে। এখন হত্যাপরাধে এই সহরের বিচারক তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। শুনিয়া মুসা (আঃ) দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

যে কোন কিছুর প্রার্থী, যে ভিখারী, সকলেই তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। এমন কি,—

ইস্‌লামী সেনার পুরোভাগে যদি
ভিখারী একটী চলে হে,
কাফের-সৈনিক পলাবে সভয়ে
চীন দেশে দলে দলে হে! (১)

---

(৩৬)

একটি পাহ্‌লোয়ান করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে বসিয়াছিল। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ লোকটির কি হইয়াছে? এমন ভাবে সে বসিয়া রহিয়াছে কেন? অন্য একজন ইহার উত্তরে বলিল,—কে একটা লোক ইহাকে গালি দিয়াছে। তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন, এই মূঢ় ব্যক্তি দশ মণ পাথরের ভার বহন করিতে পারে, অথচ একটি কথার ভার সহ্য করিতে অসমর্থ!

পশুবল-অহংকার ত্যাগ কর ভাই,
প্রবৃত্তির অনুগত নরনারী সবে;

---

(১) গার গাদা পেশরবে লশ্‌করে ইস্‌লাম বুয়াদ
কাফের আজ্‌ বিমে তওয়াক্কো বে রওয়াদ তা দর্‌ চীন!

পার যদি মুখ মিঠা করহ সবাই,
মুখে মুষ্ট্যাঘাত করা বীরত্ব কে ক'বে ? (১)
হাতীর মাথায় আঘাত করিয়া
দাও যদি তুমি ফাটায়ে,
বীরের কাজ তা' নহে কদাচন,
বীরত্ব ইহাতে কিছু নাই !
মাটি হইতেই জন্মে'ছে মানব,
তাই অতি সোজা কথা এ
মাটির মতন সহনশীলতা
মানবগণের সদা চাই। (২)

---

(৩৭)

আমার ওস্তাদ হজরত শেখ শামসুদ্দীন আবুল ফরজ রহমতুল্লাহ্ আলায়হে আমাকে অনেক সময় গানবাদ্য শ্রবণ করিতে নিষেধ

---

(১) লাফে সব্র পঞ্জী ও দাবীয়ে মর্দ্দী বে গোজার,
আজেজে নফ্‌সে ফেরোমায়া চে মর্দ্দে চে জনে ;
গারত আজ দস্ত্ বর আয়াদ দহনে শিরি কুন্
মর্দ্দি আঁ নিস্ত্ কে মশ্‌তে বেজনি বর্ দহনে !

(২) আগার খোদ্ বর্ দরদ পেশানীয়ে পীল,
না মর্দ্দ আস্ত্ আঁ কে দর্ওয়ে মর্দমী নিস্ত্ ;
বনী আদম সেরেস্ত্ আজ খাক্ দারন্দ,
আগার খাকী নাবাশদ্ আদমী নিস্ত্।

করিতেন, নির্জ্জনে থাকিয়া এবাদত বন্দ্‌গী করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। কিন্তু যৌবনের মত্ততায়, আমোদ প্রমোদের মোহে তাঁহার কথা আমি গ্রাহ্য করি নাই। এই ভাবে মুরব্বীর উপদেশের প্রতিকুলে আমি কিছুদিন কাজ করিয়া যাইতেছিলাম। যেখানে গানবাদ্য হইত, প্রায় সেইখানেই আমার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত। যখন গানের মজ্‌লিসে বসিয়া তাঁহার নসিহতের কথা মনে হইত, তখন সহাস্য বদনে বলিতাম,—

আমাদের সাথে বসিতেন কাজী
যদি রে এ খোশ্‌ মহ্‌ফেলে,
ঐ সঙ্গীতের তাল্লে তালে তবে
নাচা'তেন তাঁর হস্তকে!
মদিরা কত যে মধুর তা তিনি
বুঝিতেন যদি, তা' হলে
সন্‌দেহ নাই, জে'ন ওরে ভাই
করিতেন ক্ষমা "মস্‌ত্‌"কে *। (১)

একদিন রাত্রে কতকগুলি লোকের সহিত এক বাটীতে বসিয়া গান শুনিতেছিলাম। যে লোকটি গান করিতেছিল

---

(১) কাজী আর বা মা নশিনদ বর ফশানদ দস্ত্‌রা
মোহ্‌ত সব্‌ গর ময় খোরদ মাজুর্‌ দারদ মস্ত্‌রা

* মস্ত্‌ = প্রমত্ত।

তাহার স্বর এমনই কর্কশ যে, শুনিলে শ্রোতাগণের প্রাণ অতিষ্ট হইয়া উঠে, তাহারা কর্ণে অঙ্গুলি দিতে বাধ্য হয়। গানগুলি যেমন বিশ্রী, তেমনি কুৎসিৎ। অতি কষ্টের সহিত এই গানের অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল—মস্‌জেদের মীনার হইতে আজানের মধুর ধ্বনি দূর গগনে উত্থিত হইয়া নিখিল জগত সচেতন করিয়া তুলিল।

প্রভাত হইবামাত্র আমি উক্ত গায়ককে আমার মাথার পাগড়ি ও একটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রদান করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। নানারূপে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমার বন্ধুগণ আমার এই কার্য্য দেখিয়া আমাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একজন আমাকে তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, তোমার এই কাজটি মোটেই বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই। একটি নচ্ছার, হতভাগা গায়ককে তুমি অহেতু এই মূল্যবান উপহারগুলি দান করিলে! এমন গায়ককে দেখিলেই লোকে ভয়ে দূরে পলায়ন করে। এক স্থানে দুইবার গান করা ইহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহার গান শুনিলে মানুষের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায়, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সভয়ে অরণ্যে পলায়ন করে।

আমি বলিলাম,—অহেতু আমাকে তিরস্কার করিয়া কোন ফল নাই। এই লোকটির আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি পাইয়াছি। আমার ওস্তাদ ও মুরব্বীগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াও আমার সঙ্গীত শ্রবণ রহিত করিতে পারেন

নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আজ রাত্রে এই লোকটির গান শুনিয়া আমি গানের প্রতি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। তওবা করিতেছি, জীবনে গান বাদ্যের নিকট দিয়া আর যাইব না।

---

(৩৮)

একদিন রাত্রে আরবের মরুভূমির মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলাম। নিদ্রায় সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইল না। সঙ্গীকে বলিলাম, আর যাইতে পারি না ; এস, এই স্থানে শুইয়া পড়ি।

সঙ্গী বলিল,—ভাই, পবিত্র মক্কাভূমি—মানবের মহাতীর্থ স্থান তোমার সম্মুখে। এই ভীষণ মরুভূমিতে তোমার পিছনে অনেক দস্যু তস্কর ঘুরিতেছে! হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হও, এখানে ঘুমাইয়া পড়িলে মৃত্যু নিশ্চয়!

সংসার পথের যাত্রী হে পথিকবর,
আলস্য-নিদ্রায় ঢলি' পড়ো' না কখন,
ঘুরি'ছে চৌদিকে হেথা অসংখ্য তস্কর,
সম্মুখে দেখহ চির আনন্দ ভবন!

তৃতীয় অধ্যায়

সন্তোষ *

(৩৯)

মরক্কোর একজন ফকির আলেপ্পো সহরের বণিকদের মজ্‌লিসে উপস্থিত ছিল। সে কথাপ্রসঙ্গে বণিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল,—হে ধনসম্পদের অধিকারিগণ, যদি আপনাদের বিবেচনা এবং আমাদের সন্তোষ থাকিত, তাহা হইলে জগতে ভিক্ষাবৃত্তি আদৌ থাকিত না।

হে সন্তোষ, তব ধনে কর মোরে ধনী,
তব সম বিত্ত ভবে আর কিছু নাই;
লোক্‌মান তোমার গুণে বুধকুল মণি,
সন্তোষ ব্যতীত জ্ঞান দেখিতে না পাই।

---

(৪০)

একজন ফকির সর্ব্বদাই ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেন, তাঁহার কাপড়ে তালির অন্ত ছিল না। তাঁহার ন্যায় কপর্দ্দকহীন

---

* কানায়াত শব্দের অর্থ অল্পতে সন্তুষ্ট থাকা; বাঙ্গলায় "সন্তোষ" উহার প্রতিশব্দ।

দরিদ্র ব্যক্তি সাধারণতঃ দেখা যায় না। তিনি অনেক সময় নিজে নিজে গাহিতেন,—

স্তুখো রুটি আর ছিন্ন কাপড়ে ফুল্ল সতত রই,
ইহাতেই আমি সুখী চিরদিন, মোহ্‌তাজ কারো নই। (১)

একজন তাহাকে এইরূপ দুঃখদুর্দ্দশায় নিপতিত দেখিয়া সহানুভূতির সহিত বলিলেন,—তুমি বসিয়া রহিয়াছ কেন? এই সহরের অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত দানশীল, তাঁহার ন্যায় দুখী এ অঞ্চলে আর নাই। তিনি সর্ব্বদাই ফকির ও দরবেশগণের সেবার জন্য কোমর বাঁধিয়া আছেন। সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। আপনার যেরূপ অবস্থা, তাহা যদি তিনি জানিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আপনার দুর্দ্দশা অপনোদনের চেষ্টা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন।

ফকির এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—চুপ কর; অন্যের নিকট অভাব জানান অপেক্ষা অনাহারে মরিয়া যাওয়া ভাল।

অপরের কাছে হাত পাতা তার
চেয়ে হীনতার কাজ নাই,
তার চেয়ে ভাল ঘরে পড়ে' থাকা,
খাই বা না কিছু নাহি খাই।

---

(১) বনানে খোশ্‌ক কানায়ত কুনেম ও জামায়ে দল্‌ক্‌
কে রঞ্জে মেহ্‌নতে খোদ্‌ বেহ্‌ কে বারে মেন্নতে খল্‌ক্‌।

জান্নাতে যদি হয় গো যাইতে
মাগি' অনুগ্রহ অপরের,
দোজখ্ই তবে ভাল যে আমার,
অমন জান্নাত নাহি চাই !

---

(৪১)

আজমের একজন বাদশা জনৈক বিচক্ষণ চিকিৎসককে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর খেদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য, তিনি হজরতের অনুচর ও সহচরগণের প্রয়োজন মত চিকিৎসা করিবেন। কয়েক বৎসর তিনি আরব দেশে অবস্থিতি করিলেন ; কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও কেহই তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ডাকিল না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদিন পয়গম্বর (দঃ) সাহেবের নিকট অভিযোগ করিয়া বলিলেন ;—আমাকে হুজুরের আস্হাবগণের চিকিৎসার জন্য আমার প্রভু পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও কেহই আমার প্রতি কটাক্ষ করিল না, যাহাতে আমি আমার কর্ত্তব্য করিবার সুযোগ পাইতে পারি।

রসুল (দঃ) উত্তরে বলিলেন,—এখানকার অধিবাসীদের একটি অভ্যাস আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল না হয়, তাহারা কিছুই আহার করে না ; এবং ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপে দূর না হইতেই তাহারা আহার হইতে ক্ষান্ত হয়। হাকিম

বলিলেন,—ইহাই স্বাস্থ্যের কারণ। অতঃপর তিনি সসম্মানে তাঁহার পদ চুম্বন করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তখনি কহেন কথা জ্ঞানবানগণ
অথবা আহার তরে করেন মনন,
কথা না কহিলে যবে ক্ষতি অতিশয়
উদরে যখন পূর্ণ ক্ষুধার উদয়।
তাঁহাদের কথা তাই এত উপকারী
আহার স্বাস্থ্যের হেতু সর্ব্বব্যাধিহারী।

---

(৪২)

খোরাসানের দুইজন দরবেশ একসঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন অত্যন্ত ক্ষীণ দেহ, তিনি দুইদিন অন্তর সামান্য কিছু আহার করিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট; তিনি প্রত্যহ তিনবার আহার করিতেন। একদিন তাঁহারা এক নগরে প্রবেশ করিবামাত্র শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সন্দেহে গেরেফ্‌তার হইলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ হওয়ায় তাঁহাদিগকে একটি কামরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ঐ কামরার দরজা গাথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দুই সপ্তাহ পরে ঘটনাক্রমে এমন সকল নূতন প্রমাণ পাওয়া গেল, যাহাতে তাঁহারা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকিল না। অবিলম্বে

যে গৃহে তাঁহারা বন্দী ছিলেন, তাহার দ্বারের দেওয়াল অপসারিত করা হইল। দেখা গেল, বলবান ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বল শীর্ণ ব্যক্তি নিরাপদে বাঁচিয়া আছে। ইহাতে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহাদের বিস্ময়পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন, এইরূপ না ঘটিলেই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। কারণ ঐ মৃতব্যক্তি অধিক আহারে অভ্যস্থ ছিল। অনাহারের ক্লেশ সে কখনও সহ্য করে নাই। এই জন্য সে অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই জীবিত ব্যক্তি অনাহার-ক্লেশে অভ্যস্ত ছিল। এই জন্য ক্ষুধার ক্লেশ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হয় নাই, সে সহজে সবর করিতে পারিয়াছে; এবং অবশেষে নিরাপদে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

সামান্য আহার হইলে অভ্যাস কাহারো
অভাবের দিনে বেশী কিছু তার হবে না,
উদর-পূজক পড়ে যদি কভু অভাবে
জীবন তাহার বেশীক্ষণ ভাই, রবে না!

---

(৪৩)

হাতেমতায়ী একজন বিশ্ব-বিখ্যাত দাতা ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদিন কয়েকজন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পৃথিবীতে আপনার অপেক্ষা মহৎ লোক

কি অন্য কাহাকেও দেখিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন,—হাঁ, তেমন লোক একজন আমি দেখিয়াছি বটে। একদিন আমি চল্লিশটি উট কোরবানী করিয়াছিলাম। আরবের বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান আমীর ওমরার সেদিন আমার বাড়ীতে আহারের বন্দোবস্ত হইল। আমি অরণ্যের ধার দিয়া কোন কার্য্যো-পলক্ষে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একজন কাঠুরিয়া কাষ্ঠ কুড়াইয়া কুড়াইয়া এক স্থানে জমা করিতেছে। সে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত, যেন অনাহারে অবসন্ন। তাহাকে বলিলাম,—হাতেমের বিখ্যাত ভোজে কেন যোগদান করিতেছ না? এ অঞ্চলের সকলেই ত তাঁহার মহান দস্তরখানের পার্শ্বে গিয়া সমবেত হইয়াছে। লোকটি উত্তর দিল,—যে ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করিয়া নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, হাতেমের আতিথেয়তার সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে।

আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সেই লোকটি মনুষ্যত্বের দিক দিয়া আমা-অপেক্ষা অনেক বড়।

---

(৪৪)

হজরত মুসা আলায়হেস্‌সালাম একজন ফকিরকে অনা-হারে ক্লিষ্ট এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মরুভূমিতে পড়িয়া

থাকিতে দেখিয়াছিলেন। লজ্জা নিবারণের জন্য তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ মরু-বালুকার মধ্যে সে প্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে মূসা (আঃ) এর দিকে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,—হে মুসা, আমার জন্য খোদাতালার দরগায় প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমার এই দারুণ দুর্গতি দূর করেন। দেখুন, অনাহারে আমি মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি! হজরত মুসা (আঃ) এর দয়া হইল। তিনি খোদার দরগায় হাত তুলিয়া দোয়া করিলেন; এবং তাঁহার কাজে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে মুসা (আঃ) আবার সেই পথ দিয়া ফিরিতেছিলেন,—দেখিলেন, এক স্থানে অনেকগুলি লোক জমা হইয়াছে। তিনি কৌতুহলাক্রান্ত-হৃদয়ে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি লোক বন্দী অবস্থায় রহিয়াছে; আর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া জটলা করিতেছে। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন, এ সেই লোক, যাহার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দোয়া করিয়াছিলেন। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? কি হইয়াছে? তাহারা উত্তর দিল,—এই লোকটির বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ,—সে মদ খাইয়াছে, লোকদের সহিত মারা-মারি করিয়াছে এবং একজনকে হত্যা করিয়াছে। এখন হত্যাপরাধে এই সহরের বিচারক তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। শুনিয়া মুসা (আঃ) দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বিড়ালের পর থাকিতরে যদি তা'হলে
পাখীর বংশ রহিত না আর মহীতে
নিরীহ গরুর সিং পে'ত যদি রাসভে
পারিত না কেহ দাপট তাহার সহিতে।

কোন নীচ প্রকৃতির কমিনা ব্যক্তি হাতে শক্তি পাইলে সে তৎক্ষণাৎ দুর্ব্বল ব্যক্তির হাত মোচড়াইয়া ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে।

কহিলা আফ্লাতুন * কি অমূল্য বাণী!—
পিপড়ার পর উঠা ভাল কভু নহে,
ক্ষমতার ব্যবহার করিতে না জানি,
অনন্ত দুর্গতি নর চিরদিন সহে!
যে খোদা তোমারে নাহি করেছেন ধনী,
তিনিই জানেন কিসে তব শুভ রহে! (১)

---

(১) সেফ্লা চু জাহ্ আমাদ্ ও সিম্ ও জরশ্
সায়লে খাহদ বজরুরত সরশ
আঁ নশনিদী কে ফলাতুন চে গোফ্ত্
মুর্ হমাঁ বেহ্ কে নাবাশদ পরশ্!
আঁ কস্ কে তওয়াঙ্গরত্ নমি গর্দ্দানদ্
উ মসলেহতে তু আজ তু বেহতর দানদ!

* আফলাতুন একজন জগত-বিখ্যাত দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। ইংরাজীতে ইহাকে Plato প্লেটো বলে।

(৪৫)

বস্‌রা সহরে মনিকারদের সভায় একজন মরুচারী লোককে দেখিয়াছিলাম। সে গল্প করিতেছিল,—একদিন জলহীন বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে আমি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। খাদ্য দ্রব্যগুলি কিছুই আমার সঙ্গে ছিল না। জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিলাম। হতাশ ভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত পথ চলিতেছি; হঠাৎ সম্মুখে একটি থলি প্রাপ্ত হইলাম। থলিটি কি একটি পদার্থে পূর্ণ। উহা দেখিয়া আমার মনে যে অপার আনন্দের উদয় হইয়াছিল, জীবনে তাহা কখনই ভুলিব না। কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম, উহা ভোজ্য পদার্থে পূর্ণ আছে। কিন্তু থলিটি খুলিয়া যখন উহার মধ্যে মারওয়ারিদ নামক বহুমূল্য প্রস্তর দেখিলাম, তখন আমার মনে যে হতাশা, আক্ষেপ ও অবসাদের উদয় হইয়াছিল, জীবনে তাহাও কোন দিন বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর হইবে না।

বালুকাপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে যে পথিক পিপাসায় মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার নিকট মুক্তা ও ঝিনুকের একই মূল্য। এইরূপ আর একটি গল্প আছে,—

এক ব্যক্তি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার নিকট কোনই খাদ্যদ্রব্য ছিল না। বেচারা অনেক সন্ধান করিল, কিন্তু কোনরূপেই পথের সন্ধান পাইল

না। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় হতভাগ্য জীবন বিসর্জ্জন করিল। তাহার নিকট অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ছিল বটে, কিন্তু সেই নির্জ্জন মরুভূমিতে তৎসমুদয় কোনই কাজে লাগিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে দেরেমগুলি মাথার কাছে রাখিয়া বালুকা-রাশির উপর অঙ্গুলি সংযোগে লিখিয়া রাখিয়াছিল,—

বিশুদ্ধ সোনার মোহরের গাদা
থাকে যদি কা'রো থলিতে,
তাহাতে তাহার উদরের ক্ষুধা
কখনই দূর হয় না।

মরুভূর পথে দগ্ধ পথিক—
অশক্ত যে জন চলিতে,
হৃদয়ে তাহার মণি মুকুতার
কোন আকর্ষণ রয় না।

শালগম যদি দাও পাক করি,
দু'হাত বাড়ায়ে ধরে সে,
রতন কাঞ্চন যাহা কিছু দাও
কখনই সে 'তা' লয় না! (১)

---

(১) গর হামা জরে জাফরী দারদ
মর্দ্দে বে তোশা বর নগিরদ কাম
দর বিয়াবান ফকিরে সুখ্তারা
শালগোম্ পোখ্তা বেহ্ কে নোকরায়ে খাম

(৪৬)

একদিন মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল ; তেমন দুঃখ আর কখনো হয় নাই। সেদিন ঘটনাক্রমে আমার জুতা ছিল না। মন বড়ই চিন্তাক্রান্ত হইয়া পড়িল ; নগ্নপদে কেমন করিয়া গমনাগমন করিব। ক্ষুণ্ণহৃদয়ে কুফার জুমা মস্‌জেদে নামাজ পড়িতে গমন করিলাম। তথায় গিয়া দেখি, একজন লোকের পা নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া খোদাতালাকে ধন্যবাদ দিলাম। আমার জুতা নাই বলিয়া আক্ষেপ হইতেছিল, কিন্তু এই হতভাগ্য ব্যক্তির যে পা ই নাই! তাহার অবস্থা অপেক্ষা আমার অবস্থা কত ভাল! জুতার খেদ আর রহিল না।

পোলাও কোর্‌মা যদি দাও ক্ষুধাহীনেরে,
সে তাহা খাইতে সুখ পাবে না ;
শাক-ভাত দাও যদি ক্ষুধাতুর দীনেরে
খুশী হ'বে, আর কিছু চা'বে না।

---

(১) মোর্গে বিরিয়ান্ বচশ্‌মে মর্দ্দমে সির
কম্‌তর আজ্ বর্গে তোরাহ্ বর্ খান্ আস্ত্
ও আঁকে রা দস্ত্‌গাহ্ ও কোদ্‌রত্ নিস্ত্
শালগোম্ পোখ্‌তা মোর্গে বিরিয়ান আস্ত্!

(৪৭)

একজন বাদ্‌শা কয়েকজন বিশিষ্ট পারিষদ সহ শিকারে বহির্গত হইয়াছিলেন। তখন শীতকাল। রাজধানী হইতে বহু দূরে একস্থানে তাঁহাদের সন্ধ্যা হইল। রাজা দেখিলেন, নিকটে এক গৃহস্থের বাটী। তিনি পারিষদগণকে বলিলেন,—চলুন, এই গৃহস্থের বাটীতে গিয়া আজ আমরা অতিথি হই। আজ অত্যন্ত শীত পড়িতেছে। উহার আশ্রয়ে শীতের অনেকটা উপসম হইবে।

একজন উজির বলিলেন,—হুজুরের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত বাদশার পক্ষে এইরূপ একটি সামান্য গ্রামবাসীর বাটীতে অবস্থিতি কখনই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তাহাতে হুজুরের সম্মান ও মর্য্যাদার হানি হইবে। আমরা বরং এই স্থানেই তাঁবু খাটাইব, তাহার মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিব। তাহাহইলে আর শীতে তেমন কষ্ট হইবে না।

ইতিমধ্যে উক্ত গৃহস্থ কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বাদ্‌শা ঘটনাক্রমে তাঁহার বাটীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যাহা কিছু উপস্থিত মত খানা পিনার ব্যবস্থা করিয়া বাদশার নিকট আনয়ন কবিলেন। অতঃপর ভূমি চুম্বন করিয়া যথোচিত শাহী আদবের সহিত বলিলেন,—বাদশা নামদার যদি

দয়া করিয়া আমার ন্যায় গরীব গোলামের কুটীরে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে হুজুরের সম্মান প্রতিপত্তির একটুও হানি হইবে না ; কিন্তু তাহাতে এই গরীব গ্রামবাসীর সৌভাগ্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে। সে চিরকাল নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিবে। বাদ্শা তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐ রাত্রিতেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি উক্ত গ্রামবাসীকে বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী এবং সম্মানসূচক পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিয়া স্বীয় রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যখন তিনি আসিতেছিলেন, তখন ঐ গ্রামবাসী বাদ্শার অশ্বের পাশে পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে এই কবিতাটি পড়িতেছিলেন,—

গরীব গ্রামীর গেহে দয়া করি আসিলে,
গৌরব মহিমা তব কমে নাই তাহাতে !
চির দিবসের তরে ধন্য তারে করিলে
রাখিয়া ক্ষণেক নিজ করুণার ছায়াতে ! (১)

---

(২) জে কদ্রে শওকতে সুল্তান না গশ্ত্ চিজে কম্
জে এল্তেফাতে মেহ্মান সারায়ে দেহ্কানে
কোলাহে গোশায়ে দেহকান্ ব আফ্তাব রসিদ্
কে ছায়া বর্ সরশ্ আন্দাখ্ত্ চুঁ তু সুলতানে !

(৪৮)

কেশ নামক স্থানে একজন বড় সওদাগারের সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার ধনসম্পদের অবধি ছিল না। দেড়শত উষ্ট্রের উপরে তিনি তাঁহার বাণিজ্যসম্ভার দেশান্তরে লইয়া যাইতেছিলেন। চল্লিশজন ভৃত্য সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল। একদিন তিনি আমাকে তাঁহার শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি তিনি বিশ্রাম করেন নাই, আমাকেও বিশ্রাম করিতে দেন নাই; ক্রমাগত কথা বলিয়া বলিয়া আমাকে একেবারে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন—

"আমার অমুক অমুক মালপত্র তুর্কিস্থানে এবং অমুক জিনিস হিন্দুস্থানে রহিয়াছে। এই কওলাখানি অমুক জমীর, আর অমুক বিষয়ের জামিন অমুক ব্যক্তি রহিয়াছেন। কখন বা তিনি বলিতেছিলেন,—একবার আলেক্‌জাণ্ডারিয়ায় যাইবার ইচ্ছা আছে; কারণ, তথাকার আবহাওয়া বড়ই সুন্দর। কিন্তু মরক্কোর নিকটস্থ সমুদ্রে তুফান বড় বেশী; তাই যাইতে একটু ভয় হয়। ভাল কথা, সাদী, আর একটা বড় সফর আমার সম্মুখে; শীঘ্রই ঐ সফরে যাত্রা করিতে হইবে। উহা হইতে ফিরিতে পারিলে অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে গৃহে বসিয়া কাটাইয়া দিব, মনে করিয়াছি; আর এ ভাবে দেশে

দেশে ঘুরিয়া বেড়ান ভাল লাগে না! সন্তোষ অবলম্বন করিব!

আমি বলিলাম,—এ কোন্ সফরের কথা আপনি বলিতেছেন? তিনি বলিলেন,—পারস্য হইতে গন্ধক ক্রয় করিয়া চীনদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব। শুনিয়াছি, চীনে গন্ধকের মূল্য খুব অধিক। আশা করি, ইহাতে যথেষ্ট লাভ হইবে। তাহার পর চীন হইতে বিখ্যাত চীনের বাসন ক্রয় করিয়া রোমে বিক্রয় করিব। অতঃপর রোমের সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ভারতবর্ষে, এবং ভারতবর্ষ হইতে লৌহ ও ইস্পাত আলেপ্পোতে, অতঃপর আলেপ্পোর শিশা ইমন দেশে, এবং ইমন দেশের চাদর পারস্যে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব। তাহার পর দেশে দেশে ঘুরিয়া-বেড়ান ছাড়িয়া দিয়া একটি বড় দোকান করিয়া বসিব। মাথা-পাগলা লোকটি এইরূপ ভাবে অবিরল বকিয়া বকিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন, তিনিও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবশেষে হাফাইতে হাফাইতে তিনি আমাকে বলিলেন,—সাদী, তুমিও কিছু বল না। আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম; আর মধ্যে মধ্যে সায় দিতেছিলাম। এখন তাঁহার অনুরোধে এই কবিতাটি বলিলাম,—

শুননি কি সেই মানব প্রধান
উট হ'তে পড়ি ভূতলে,

কহিলা কি বাণী গোর মরুভূমে
হ'য়ে অতিশয় ক্ষুণ্ণ ?
—সন্তোষ অথবা কবরের মাটি
ব্যতীত কখনো জগতে
সংসারী জনের ক্ষুদ্র নয়ন
কিছুতে না হয় পূর্ণ !

---

(৪৯)

হাতেমতায়ী যেমন দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, একজন ধনী ব্যক্তি কৃপণতার জন্য সেইরূপ সর্ব্বজনবিদিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে দেখিতে সে অত্যন্ত ধনী, কোন জিনিসেরই তাহার অভাব ছিল না। কিন্তু তাহার অন্তর অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দীনতম দীন। তাহার সম্মুখে কেহ অনাহারে মরিতে বসিলেও সে তাহাকে এক টুকরা রুটি খাইতে দিত না। আবু হোরায়রা নামক হজরতের বিখ্যাত সাহাবী যে বিড়াল-টিকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া আবুহোরায়রা উপাধি পাইয়াছিলেন, অন্য বিড়াল দূরে থাকুক, সেই বিড়ালটিকে পর্য্যন্ত সে এক লোকমা * খাদ্য দিতে পারিত না। (১) আস্হাবে কাহাফের

---

* লোকমা = গ্রাস

(১) আবু হোরায়রা = বিড়ালের পিতা—তিনি একটি বিড়াল অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া কৌতুক করিয়া তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল

বিখ্যাত কুকুর তাহার নিকট হইতে একখানি অস্থি পাইবার পর্য্যন্ত আশা করিতে পারিত না! ফলতঃ কেহ কখন তাহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত বা তাহার দস্তরখান বিস্তারিত অবস্থায় দেখে নাই! ভিখারী দূর হইতে তাহার অন্নের গন্ধই প্রাপ্ত হইত, কখন তাহা আস্বাদ করে নাই! পক্ষিগণ পর্য্যন্ত তাহার রুটির একটি কণিকা লাভের আশা ব্যর্থ মনে করিয়া সেদিকে চাহিত না!

শুনিয়াছি, উক্ত কৃপণ ব্যক্তি এক সময় মিসরে যাইবার উদ্দেশ্যে মরক্কোর সমুদ্রপথ দিয়া যাইতেছিল। তখন তাহার মাথার মধ্যে ফেরাউনী খেয়াল পূর্ণ মাত্রায় বিগুমান। (১) খোদার ইচ্ছা, হঠাৎ সমুদ্রে ভীষণ তুফান উঠিল। ফেরাউনের ন্যায়ই কৃপণ লোকটি জাহাজডুবী হইয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। প্রাণরক্ষার জন্য সে খোদাতালাকে অনেক ডাকিয়াছিল, কিন্তু খোদার দরবারে তাঁহার ফরিয়াদ কবুল হইল না। অন্য সময় খোদাকে ভুলিয়া থাকিয়া শুধু বিপদের সময় ডাকিলে তাহাতে বিশেষ ফল হয় না।

মিসরের উক্ত কৃপণ ব্যক্তির একজন উত্তরাধিকারী ছিল। উহার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট সম্পত্তির সেই মালিক হইয়া দেশের

---

(১) প্রাচীন কালে মিসরের বাদশাগণের উপাধি ফেরাউন ছিল। যে বাদশাকে হজরত মুসা আলায়হেসালাম হেদায়ত করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে যিনি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছিলেন, ইসলামী সাহিত্যে ফেরাউন বলিতে সাধারণতঃ তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। তিনি অহঙ্কার, ঔদ্ধত্ব ও পাপাচারের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন।

মধ্যে একজন গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার পুরাতন বস্ত্রগুলির স্থলে শরীরে সুন্দর সুন্দর নূতন বস্ত্র শোভা পাইতে লাগিল। সব দিক দিয়াই তাহার চা'ল চলন বদলিয়া গেল। ঐ সপ্তাহেই আমি উহাকে দেখিলাম, একটি সুন্দর তেজস্বী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সে চলিয়াছে; সঙ্গে দুইজন ভৃত্য। লোকটির সহিত আমার পূর্ব্ব হইতেই বেশ পরিচয় ছিল; তাই দ্রুতগতিতে নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—

যে ধন দৌলত দিয়াছেন খোদা
কর তার সৎ- ব্যবহার;
অভাগা সঞ্চয় ক'রেছিল, আহা
কাজে লাগে নাই কিছু তার!

---

(৮০)

একজন পাহ্‌লোয়ানের শরীরে হাতীর মত জোর, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি তেমন অধিক ছিল না। এক সময় সে অত্যন্ত দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে নিপতিত হইয়াছিল। অভাবের তীব্র নিপীড়ন একদিন আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহার পিতার নিকট গিয়া সমস্ত দুঃখের কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়া বিদেশে যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সে বলিল,— পিতঃ, আমি সফরে যাইয়া একবার নিজের ভাগ্য পরীক্ষা

করিতে চাই ; এজন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি। আশা করি, বিদেশে গিয়া বাহুবলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, ক্ষমতা ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র না পাইলে তাহা দ্বারা কোনই ফল লাভ হয় না ; ধুপ আগুনে না দিলে তাহার সুগন্ধ মিলে না।

পিতা বলিলেন,—বাপু, এই বেহুদা খেয়াল মাথা হইতে দূর কর। গৃহে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া শান্তিতে জীবন অতিবাহিত কর। চেষ্টা করিলেই যে ধনরত্ন লাভ হয়, তাহা নহে ; ভাগ্যের উপরেও ইহা অনেকখানি নির্ভর করে। আমার ধারণা, তোমার অদৃষ্টে ধনরত্ন নাই ;—

ভাগ্যহীন জন শুধু বাহুবলে
কিছুই পারে না করিতে ;
কপালের বলে বলহীন জন
হয় ধনবান ত্বরিতে !
মাথায় তোমার আছে যত চুল
দুশ' গুণ যদি গুণ তার,
কপালের দোষে শত দুরগতি
হইবে তোমায় বরিতে ! (১)

(১) কস্ নাতওয়ানদ্ গেরেফ্‌ত দামনে দওলত্ বজোর
কোশেশ্ বে ফায়দাস্ত্ ও স্‌মা বর আব্‌রুয়ে কোর
আগার বাহর সরে মোয়ত হুনর দোসদ বাশদ্
হুনর বকার নয়ায়দ চু বখ্‌ত্ বদ্ বাশদ্

বীর পুত্রটি উত্তরে জানাইল,—হে পিতঃ, বিদেশ-ভ্রমণে অশেষ উপকার। ইহাতে প্রতিদিন নূতন নূতন বিষয় দেখিয়া শুনিয়া মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। নানা দেশের নানা আচার ব্যবহার, সভ্যতা দেখিয়া নিত্য নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। দেশ বিদেশে নূতন নূতন বন্ধু লাভ করা যায়। বিদেশে গমন করিয়া লোকে সাধারণতঃ সহজেই বহু ধনসম্পদ উপার্জ্জন করিতে পারে। ফলতঃ বিদেশে না গেলে মানুষ প্রকৃত মানুষপদবাচ্য হইতে পারে না! বোজর্গ লোকেরা বলিয়াছেন,—

আপনার ঘরে রহিলে আটক সতত
হে অবোধ, তুমি হবে না মানব হবে না;
বিশ্বের বুকে বাহির হইয়া পড় ত
তার আগে, যবে এ সংসারে তুমি র'বে না। (১)

পিতা বলিলেন,—হে পুত্র, বিদেশ-ভ্রমণের উপকারিতা যে অসীম, তোমার একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু পাঁচ শ্রেণীর লোকের পক্ষেই বিদেশ-ভ্রমণ করা সাজে; তাঁহারাই

---

(১) তা বদোক্কানে খানা দর্ গরোবী,
হরগেজ আয় খাম আদমী না শবী,
বেরও আন্দর জাহাঁ তফর্র্জ কুন
পেশ আজাঁ রোজ কেজ্ জাহাঁ বেরবী!

বিদেশ ভ্রমণে প্রকৃত লাভবান হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ সওদাগরগণ। তাঁহাদের যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে, দাসদাসী আছে; বিচক্ষণ বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন। এক এক দিন এক এক সহরে, এক এক রাত্রি এক এক নূতন নূতন স্থানে তাঁহারা পরম আনন্দে যাপন করেন। নানারূপ সুখ সম্ভোগে, আমোদ প্রমোদে তাঁহাদের ভ্রমণের সময় অতিবাহিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ সম্পদও লাভ করিতে পারেন। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন,—

পাহাড় প্রান্তর মরুভূ জঙ্গল
ধনীজন যা'ন যেখানে
সেখানেই তাঁ'র আরাম-আবাস,
কিছুরি অভাব হয় না!
দরিদ্র যে জন অভাব-পীড়িত,
কে চিনে তাহারে? কে জানে?
স্বদেশেই সে যে প্রবাসী; কেহই
তা'র সাথে কথা কয় না! (১)

দ্বিতীয়,—বিদ্বানগণ। ভাষার লালিত্য, তর্কের গুরুত্ব এবং পাণ্ডিত্যের অসাধারণত্বের মহিমায় তাঁহারা যেখানেই গমন

---

(১) মোনয়েম বকোহ্ ও বেয়াবান গরীব নিস্ত্
হর্জা কে রফ্ত্ খিমা জদ ও খাব্গাহ্ সাখ্ত্
ও আঁরাকে বর মোরাদে জাহাঁ নিস্ত্ দস্ত্রস্
দর জাদ বুমে খেশ্ গরিবাস্ত্ ও না শনাখ্ত্

করেন, সেইখানেই জনসাধারণ তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে ; পরম আদরে, পরম যত্নে সকলে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকে।

বিদ্বান যে জন বিশুদ্ধ সোণার
সমান তাঁহার মূল্য,
যেখানেই যান সম্মান যতন
সকলেই তারে করে হে!
মূর্খ জনের বিভব-সম্পদ
থাকিলেও রাজ- তুল্য,
বিদেশে তাহারে কখনই কোন-
জন নাহি সমাদরে হে! (১)

তৃতীয়তঃ,—সৌন্দর্য্যশালী ব্যক্তিগণ। হৃদয়বান ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়া স্বভাবতঃই তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। বোজর্গ লোকেরা বলিয়াছেন,—"আন্দ্ কিয়ে জমাল্ বেহ্ আজ্ বিসিয়ারিয়ে মাল"—অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ সৌন্দর্য্য বহু ধনসম্পদ অপেক্ষাও মুল্যবান। সুন্দর চেহারা আহত অন্তরের উপর মলমের কার্য্য করে। তাহার সংস্পর্শে হৃদয়ের আবদ্ধ দ্বারগুলি খুলিয়া যায়। এই

(১) ওজুদে মর্‌দমে দানা মেছালে জর্রে তলাস্ত্
বহর কুজা কে রওয়াদ কদর্ ও কিমতশ্ দানন্দ ;
বোজর্গে্ জাদায়ে নাদান্ বশহর্ ওয়া মানদ্,
কেদর দেয়ারে গরীবশ্ বহিচ্ না সেতানন্দ

জন্যই সৌন্দর্য্যশালী ব্যক্তি যেখানেই গমন করুক, সর্ব্বত্র আদরে অভ্যর্থিত হইয়া থাকে।

মাতাপিতা যদি দেন তাড়াইয়া
স্থন্দর যাহার চেহারা
যেখানেই যা'বে সমাদর পা'বে
সন্‌দেহ তা'তে কিছু নাই।
কোরানের মাঝে ময়ুরের পর
রেখেছিল যেন কাহারা
কহিলাম পর, খোদার কালাম-
ভিতরে তোমার কেন ঠাঁই ?
কহিল সে মোরে ঈষৎ হাসিয়া
স্থন্‌দর ভবে যাহারা
যার কাছে যা'বে বরণ করিয়া
লইবেক সেই, জে'ন ভাই। (১)

---

(১) ময়ুরের পর অনেকে বিশেষ যত্নের সহিত কোরান শরিফের মধ্যে রাখিয়া থাকেন; অথচ ময়ুর হালাল পক্ষী নহে। কোন হালাল পক্ষীর পরকে এরূপ সম্মান করা হয় না। সৌন্দর্য্য ময়ুরের পরের বিশেষত্ব ও গৌরবের কারণ।

শাহেদ আঁজা কে রওয়াদ্ হোরমত্ ও ইজ্জত্ বিনদ্
আর বেরানন্দ ব্ কহরশ্ পেদর ও মাদরে খেশ্
পরে তাউস্ দর আওরাকে মোছাহেফ দিদম
গোফ্‌তম্ ইঁ মন্‌জলত্ আজ্ কদ্‌রে তু মিবিনম্ বেশ্
গোফ্‌ত্ খামুশ্ কে হরকস্ কে জামালে দারদ,
হর কুজা পায়ে নেহদ্ দস্ত্ বেদারন্দশ্ পেশ্ !

যদি কোন বালকের স্বভাব চরিত্র ও আকৃতি প্রকৃতি সুন্দর হয়, তাহা হইলে সে যেখানেই যাউক, সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। সে মুক্তা সদৃশ, শুক্তির মধ্যে অবস্থিতি তাহার পক্ষে সঙ্গত নহে; জগতে এরূপ অতুলনীয় মুক্তার ক্রেতার অভাব নাই।

চতুর্থতঃ,— যাহার কণ্ঠস্বর মধুর, যে বাকচাতুর্য্য প্রভাবে সকলের মন হরণ করিতে পারে, সে যেখানেই যাউক লোকে তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, হজরত দাউদের (আঃ) কণ্ঠস্বরে নদীর প্রবাহ থামিয়া যাইত, পশু পক্ষী স্তব্ধ হইয়া থাকিত। যাহার কণ্ঠস্বর মধুর, সে সহজেই বড় বড় লোকদের চিত্ত জয় করিতে পারে, সকলেই তাহার সঙ্গ কামনা করে। কাহারো নিকটে তাহার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না। সঙ্গীতের প্রভাব অসাধারণ,—কবি বলেন,—

কতই মধুর ভোরের রাগিনী
মৃদু মৃদু যবে বাজে হে,
মধুর উষায় মধু-আধো-নিদ
আধো জাগরণ মাঝে হে!
সঙ্গীতের মাঝে "রুহানী খোরাক" *
পা'ন জ্ঞানিগণ দেখিতে;

* আত্মিক খাদ্য।

রাগ রাগিনীর চলিতেছে খেলা
প্রকৃতির সব কাজে হে।

পঞ্চমতঃ যে ব্যক্তি কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে, বিদেশে তাহার কোনই আশঙ্কা নাই। সে যেখানেই যাউক জীবিকার জন্য তাহার বেগ পাইতে হয় না, কোন বিষয়ে তাহাকে অভাবে পড়িতে হয় না।

দরিদ্র দর্জী যদি যায় কভু বিদেশে,
অর্থের অভাব তার কখনই হয় না।
ভূপতি বিদেশে কভু কাটে নিশি উপসে
রাজত্ব-গৌরব তার কিছু তথা রয় না। (১)

উপরে যে সকল গুণের কথা বর্ণনা করিলাম, এই সমস্ত গুণের কোন একটি যাহার আছে, তাহারই পক্ষে বিদেশ-ভ্রমণ লাভজনক হইয়া থাকে; সেই ব্যক্তিই বিদেশে গিয়া সুখ শান্তি পায়, বিভব সম্পদ লাভ করিতে পারে। যাহার এই সমস্ত গুণের কোনটিই নাই, সে যদি পাগলামী করিয়া খেয়ালের ঝোঁকে বিদেশে চলিয়া যায়, তবে সে ধ্বংস হইবে; দুনিয়াতে কেহই তাহার নিশানও খুঁজিয়া পাইবে না। বুঝিতে হইবে, সেই হতভাগ্যের অদৃষ্ট তাহাকে ধ্বংসের দিকেই আকর্ষণ করিতেছে।

---

(১) গর বগরীবী রওয়াদ আজ শহ্‌রে খেশ্‌
সখ্‌তী ও মেহনত নাকশদ পোম্বা দোজ ;
অর বখরাবী ফেত্তদ আজ মুল্‌কে খেশ্‌
গোরস্‌না খোফ্‌তদ মালেক নিম রোজ্‌!

পুত্র উত্তর করিল, বোজর্গ লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন,—রুজী যদিও খোদাতালা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত আছে, তথাপি তজ্জন্য চেষ্টা করাই হইতেছে রুজী প্রাপ্তির শর্ত্ত। চেষ্টা ব্যতীত জীবিকা হস্তগত হইতে পারে না। খোদাতালা কর্ত্তৃক আমাদের ভাগ্যে যে বিপদ নির্দ্ধারিত আছে, তাহা নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে ; তথাপি বিপদ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করা একান্তই কর্ত্তব্য। কোন কাজ না করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা কখনই সঙ্গত নহে।

খোদাই জীবিকা দিবেন, সত্য বচন এ
সন্দেহ তা'তে কিছু নাই,
কর্ত্তব্য তোমার কর তাহা খোঁজ যতনে,
এ বিশ্বের মাঝে জে'ন ভাই!
মরণ আসিলে নিশ্চয় মরিবে, তা' বলি'
বাঘের কবলে স্বেচ্ছায় যাওয়া নাহি চাই। (১)

পাহ্‌লোয়ান-পুত্র বলিতে লাগিল,—আমার শরীরে যে বিপুল শক্তি আছে, তাহাতে আমি প্রমত্ত হস্তীকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারি, ভীষণ ব্যাঘ্রকেও সহজে স্বহস্তে হত্যা করিতে

(১) রেজ্‌ক হর্‌চন্দ্‌ বেগোমাঁ বেরসদ্
শরতে আক্‌লস্ত্‌ জোস্তন্ আজ্‌ দর্‌হা,
আর্‌চে কস্ বে আজল্ না খাহদ্ মোর্দ্‌
তু মরও দর্ দহনে আশ্‌দর্ হা।

পারি। অতএব হে পিতঃ, আমার কর্ত্তব্য, আমি বিদেশ-ভ্রমণে বহির্গত হই ; এই অভাব অনাটন আর সহ্য হয় না !

যখন মানব নিজ দেশ আর
নিজ বাটী হ'তে বাহিরায়,
ভাবনা তাহার নাহি রহে কিছু,
থাকে না কেহই পর তার।
সঁাঝের বেলায় সকল মানুষ
আপনার ঘর- পানে যায়,
যেখানেই রা'ত ফকির যে জন
সেই খানে হয় ঘর তার ! (১)

এই কথা বলিয়া সেই পাহ্‌লোয়ান তাহার পিতার আর কোন আপত্তির জন্য অপেক্ষা করিল না। তাঁহার নিকট দোয়া প্রার্থনা করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইবার সময় সে আপন মনে বলিতে লাগিল,—

গুণ যার আছে দেশে কি সে কভু প'ড়ে রয় ?
সুদূর বিদেশে যাইতে তাহার কিবা ভয় ? (২)

---

(১) চুঁ মর্দ্দ্‌ বর ফেতাদ্‌ জে জায় ও মকামে খেশ্‌,
দিগর্‌ চে গোম খোরদ্‌ হামা আফাক্‌ জায়ে উস্ত্‌
শব্‌ হর্‌ তওয়াঙ্গরে বসরায়ে হমী রওয়াদ্‌
দরবেশ্‌ হর কুজা কে শব্‌ আমদ্‌ সরায়ে উস্ত্‌ !

(২) হুনর ওয়ার চু বখ্‌তশ্‌ নাবাশদ্‌ বকাম্‌
বজায়ে রওয়াদ কশ্‌ নদানন্দ নাম।

চলিতে চলিতে পাহ্‌লোয়ান একটি প্রকাণ্ড নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পার্ব্বত্য নদী; প্রস্তরের উপর জলরাশি তুমুল বেগে নিপতিত হইয়া বজ্রের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতেছিল; সেই ভীষণ শব্দে দূরদূরান্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল! কোন জলচর পক্ষী উক্ত নদীতে নামিতে সাহস পায় না। পর্ব্বতের পাষাণ-গাত্র নদীর প্রবল স্রোতে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল!

নদীর মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড মজবুত নৌকা ছিল। পাহ্‌লোয়ানটি দেখিল, অনেকগুলি লোক ঐ নৌকার উপর বসিয়া নদী পার হইবার আয়োজন করিতেছে! ইহাতে সে অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়া তাহাকেও পারে লইয়া যাইবার জন্য নৌকাচালক মাঝিকে অনুরোধ করিল। সে বলিল,—পারের পয়সা ব্যতীত পার করিতে পারি না। যুবকের নিকট পয়সা ছিল না। সে মাঝির অনেক খোশামোদ করিল, তাহার নিকট বিস্তর স্তুতি মিনতির সহিত কাতরকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইল; কিন্তু কোনই ফল হইল না। হৃদয়হীন মাঝি তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া উপহাসের সুরে বলিল,—

টাকা না থাকিলে জোর কারো 'পরে চলে না,
শুধু বাহুবলে কভু শুভ ফল ফলে না। (১)

---

(১) বে জর্ নতওয়ানদ্ কে কুনদ্ বর্ কস্ জোর্
আর্ জর্ দারী বজোর্ মোহ্‌তাজ্ নেস্তী!

পারের পয়সা নাহি রহে যদি নিকটে,
পার হওয়া ভায়া, হইবেক দায় জানিও।
দশ মরদের জোর রেখে দাও পকেটে!
পারে যে'তে হ'লে পয়সাটা সাথে আনিও। (১)

পাটনীর এইরূপ বিদ্রূপ-উক্তিতে যুবক অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। সে মনে মনে সংকল্প করিল, পাটনীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে। নৌকা যখন ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন সে চীৎকার করিয়া মাঝিকে বলিল,—ভাই, আমার নিকট এই একটি জামা আছে। যদি ইহা লইয়া দয়া করিয়া আমাকে পার করিয়া দাও, তবে বড়ই বাধিত হই। এই কথায় পাটনীর লোভ হইল, সে সত্বর খেয়া নৌকা ফিরাইয়া আনিল,—

প্রলোভনে জ্ঞানিগণ
নারে চোখে দেখিতে,
প্রলোভনে ফাঁদে পড়ে
মাছ, পশু, পাখীতে। (২)

নৌকা তীরের নিকট আসিবামাত্র যুবকটি এক লম্ফে মাঝির ঘাড় ধরিয়া তাহাকে জোরে তীরে নামাইল, এবং

---

(১) জর্ নদারী নাতওয়াঁ। রফ্‌ত্ বজোর্ আজ্ দরিয়া
জোরে দহ্ মর্দ্দ্ চে বাশদ্? জরে এক মর্দ্দ্ বেয়ার!

(২) বদোজদ্ শরাহ্ দিদায়ে হোশ্ মন্দ্
দর্ আরদ্ তমা মোর্গ্ ও মাহী ব বন্দ্!

নিষ্ঠুরভাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। মাঝির এই বিপদ দেখিয়া নৌকাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ দ্রুত তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পাহ্লোয়ানটি তখন ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে; তাহার হস্ত হইতে মাঝিকে রক্ষা করা কাহারো সাধ্য হইল না। তাহারাও যুবকের হস্তে দু'চারিটি মানানসই ঘুষি খাইয়া অচিরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তখন পাহ্লোয়ানের সহিত সন্ধি করা ব্যতীত মাঝির অন্য উপায় রহিল না।

রূঢ়ভাবে যদি তব সাথে কেহ
আসে গো করিতে যুদ্ধ,
কর কোমলতা লড়ায়ের দ্বার
হ'য়ে যাবে তার রুদ্ধ!
মধুর বচনে ভালবাসা দিয়ে
বাঁধিবেক কেশে হস্তী;
ভুলিবে সে তা'র অবাধ্যতা, আর
ভুলিবেক তা'র মস্তী! (১)

কঠোর যে জন কোমলতা তুমি
করহ তাহার সঙ্গে,

(১) মস্তী=মত্ততা

খরধার তর- বারি নাহি বসে
কোমল রেশম-অঙ্গে। (১)

মাঝি পাহ্‌লোয়ানের চরণতলে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নানারূপে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাইতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে অচিরে সন্ধি স্থাপিত হইয়া গেল। পাহ্‌লোয়ানকে লইয়া নৌকা পর পারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। নদীর মধ্যস্থানে বুনান নামক একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ একটি স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। তাহার চারি পার্শ্বে প্রবল জল-স্রোত ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া ছুটিতেছিল। উক্ত স্তম্ভের নিকটে গিয়া মাঝি বলিল, নৌকার মধ্যে এমন শক্তিশালী কি কেহই আছে, যে এই স্তম্ভের উপর অবতরণ করিয়া নৌকার রজ্জুটা দৃঢ়রূপে কিছুক্ষণের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে? নৌকার একটু মেরামত করা আবশ্যক হইয়াছে। এখনই এই কাজটুকু সারিয়া না লইলে বিপদ ঘটিতে পারে।

পাহ্‌লোয়ানের আপন অসীম শক্তির উপর পূর্ণ নির্ভর

---

(১) চু পোয়্খাশ্‌ বিনী তহম্মল্ বেয়ার,
কে সহ্‌লে বেবন্দদ্ দরে কারজার্!
বশিরী জবানী ও লোৎফ্‌ ও খুশী,
তওয়ানী কে পীলে বমোয়ে কশী।
লতাফত কুন্ আঁজা কে বিনী সতিজ্‌,
না বোর্‌রাদ্ কজে নরম্ রা তেগে তিজ!

ছিল! সে মাঝির কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া গর্ব্বভরে নৌকার কাছি লইয়া সেই সংকীর্ণ স্তম্ভটীর উপর লাফাইয়া পড়িল। সে বুঝিল না যে, যাহাকে একবার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, পরে নানারূপে তাহার উপকার করিলেও সুযোগ পাইলে সে প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। কথিত আছে—

বেদনা দিয়াছ যদি
তুমি কা'রো হৃদয়ে,
একদিন প্রতিশোধ
পে'তে হ'বে তোমারো!
ঢিল যদি মেরে থাকো,
কা'রো কোন সময়ে,
এক দিন সেই ঢিল
খে'তে হ'বে তোমারো। (১)

পাহ্‌লোয়ানটি স্তম্ভের উপর অবতরণ করিবামাত্র তাহার এক অসাবধান-মুহূর্ত্তে মাঝি কৌশলে তাহার নিকট হইতে রজ্জু ছিনাইয়া লইয়া নৌকা ভাসাইয়া দিল! বেচারা ভীষণ নদীর মধ্যস্থলে একাকী সেই সংকীর্ণ স্তম্ভের উপর হতাশভাবে

(১) মশও ইমন্ কে তঙ্গ্ দিল্ গর্দ্দি
চু জে দস্তত্ দিলে বতঙ্গ্ আম্বাদ্,
সঙ্গ্ বর্ বারায়ে হেসার মজন্
কে বুয়াদ কেজ হেসার সঙ্গ্ আম্বাদ!

বসিয়া রহিল। দিন গেল, রাত্রি আসিল; হতভাগ্য সমস্ত রাত্রি অনাহারে, অনিদ্রায় সেই স্তম্ভের উপর বসিয়া কাটাইল। আবার দিন আসিল। সূর্য্যের দারুণ উত্তাপে তাহার সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল! ক্ষুধায় উদরের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়া গেল। এই নিদারুণ কষ্টের মধ্যে সে একটু শয়ন করিবারও সুবিধা পাইল না। স্তম্ভটি এত ক্ষুদ্র যে, তাহার উপর শয়ন করা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় রজনীও অনাহারে, অনিদ্রায় হতভাগ্য স্তম্ভের উপর বসিয়া অতিবাহিত করিল। তৃতীয় দিন তাহার সমস্ত শরীর যেন অবসাদে অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল! মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হয়! সে নিদারুণ ক্লান্তিতে নিদ্রার ঝোঁকে ঝুপ করিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল; আর সেই ভীষণ স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল!

যুবকটির হায়াত ছিল, তাই সেই ভীষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়াও তাহার প্রাণ নষ্ট হইল না। পরদিন খোদা তা'লার অনুগ্রহে সে বহুদূরে গিয়া তীরে উঠিতে সমর্থ হইল। তখন তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হইয়া বৃক্ষপত্র ইত্যাদি আহার করিয়া সে শরীরে কতকটা শক্তি সঞ্চয় করিল। তারপর সে লোকালয়ের সন্ধানে বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সেই জলহীন পথে চলিতে চলিতে বিষম তৃষ্ণায় তাহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে সে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখে, অনেকগুলি লোক একটি

কূপের পার্শ্বে বসিয়া আছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, এই স্থানে উপযুক্ত মূল্য দিলে জল কিনিতে পাওয়া যায়। সে মূল্য কোথায় পাইবে? বহু অনুরোধ উপরোধ জানাইল, কাতরকণ্ঠে অনেক প্রার্থনা করিল; কিন্তু কাহারো তাহার উপর দয়া হইল না। তখন সে তাহার স্বাভাবিক ঔদ্ধত্ববশে বাহু-বলে জল সংগ্রহের চেষ্টা করিল—কয়েকজনকে ঘুষি মারিল। তখন তাহারা সকলে একযোগে পাহ্‌লোয়ানকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। বেচারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত দুর্ব্বল; তাহার উপর সে মাত্র একাকী। সুতরাং সকলে তাহাকে নিদারুণ-ভাবে প্রহার করিল—তাহার বীরত্বের গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

মশা দলে ভারি হ'লে মেরে ফেলে হাতী রে,
যদিও শকতি তা'র অতুলন মহীতে!
অগণন পিপীলিকা রণ-মদে মাতি' রে
বাঘেরে বিনাশ করে, পড়নি কি বহিতে? (১)

ঘটনাক্রমে এই সময় একদল পথিক তাহার নিকট দিয়া

---

(১) পশ্বা চু পোর্ শোদ্ বে জনদ্ পীল্‌রা
বা হামা মর্দ্দী ও ছলাবত্ কে উস্ত্
মুরচ্ গাঁরা চু বুওয়াদ্ এত্তেফাক্
শেরে জিয়াঁরা বদর আরন্দ পোস্ত্।

আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে একরূপ পিপীলিকা আছে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অনেক সময় সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভীষণ জন্তুদিগকেও হত্যা করিতে সমর্থ হয়।

যাইতেছিল। সে নিরুপায় হইয়া তাহাদের সঙ্গ লইল। তাহারা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে সযত্নে আশ্রয় দান করিল। কয়েকদিন পরে পথিকদল যে স্থানে উপস্থিত হইল, তথায় দস্যু তস্করের ভয় অত্যন্ত অধিক। ভয়ে সকলে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, জীবনের আশা ত্যাগ করিল। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের পাহ্লোয়ানটি তাহাদিগকে বিশেষ আশা দিয়া বলিল,—ভাই সকল, ভয় করিও না। তোমরা আমাকে জান না। আমি এমন এক ব্যক্তি, যে, একাই পঞ্চাশ জন দস্যুর দফা রফা করিতে পারিব। অন্য সকলে আমার সহায়তা করিলে দস্যুদলের সাধ্য কি, যে, আমাদের অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। তাহার কথায় দলস্থ সকলের মনে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হইল। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পাহ্লোয়ানের অনেকদিন তৃপ্তির সহিত আহার হয় নাই। আসন্ন-যুদ্ধের সম্ভাবনা বুঝিয়া পথিক-দল তাহাকে পরিতুষ্ট ও শক্তিশালী করিবার জন্য প্রচুর খাদ্য প্রদান করিল। সে বহুদিন পরে পূর্ণ তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ ভোজন করিয়া উদরের দৈত্যকে শান্ত করিল! তারপর দিব্য আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

এই কাফেলার মধ্যে একজন পরিপক্ক বৃদ্ধ ছিলেন। জগতের নানাস্থানে ঘুরিয়া অনেক দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাত্রিতে পাহ্লোয়ান নিদ্রিত হইবার পর তিনি দলস্থ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে

ডাকিয়া বলিলেন,—হে যুবকগণ, এই লোকটির জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত হইতেছি। বলিতে কি, যে বন্ধুরূপে আমাদের দলে ঢুকিয়াছে, তাহাকে আমি অনাগত দস্যুদল অপেক্ষা অধিকতর ভয় করিতেছি। সাবধান, খুব সাবধান! আমার মনে হইতেছে, এই লোকটি আমাদের ভিতরের সন্ধান লইবার জন্য আমাদের দলে আসিয়া মিশিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে একজন দস্যু! সময় ও সুযোগ বুঝিয়া সে তাহার দলের লোকদিগকে খবর দিবে। লোকটি এখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। এই উপযুক্ত অবসরে তাহাকে রাখিয়া চল আমরা সরিয়া পড়ি! ইহাই এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

বন্‌ধু জনের ব্যবহার হ'তে
রহিও না কভু নির্ভয়,
স্বভাব তাহার যত দিন তুমি
বুঝিতে না ভাল পারিবে ;
অরাতির দাঁত ধারাল যদিও,
কিন্তু তাহা তত- দূর নয়,
বন্‌ধুর দাঁত ধারাল যেমন ;
সাবধান সদা থাকিবে ! (১)

(১) হরগেজ্ ইমন্ জে ইয়ার না নেশাস্তম
তা বেদানেস্তম্ উন্‌চে আদতে উস্ত ;
জখ্‌মে দান্দানে দুশ্‌মনে তেজ আস্ত
কে নোমায়াদ্ বচশ্‌মে মরদম্ দোস্ত্

যুবকগণ বৃদ্ধের কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল, এবং পাহ্‌লোয়ানের ভয়ে এখন তাহারা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। অবিলম্বে তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় ফেলিয়া সকলে মালপত্রসহ গভীর রাত্রিতে দ্রুতপদে সেইস্থান হইতে চলিয়া গেল।

যুবক গভীরভাবে ঘুমাইতেছিল। পরদিন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সে জাগিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখে, নিকটে কেহই নাই; ঊর্দ্ধ গগনে সূর্য্য কিরণ-ধারায় বসুধা প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। বেচারা চারিদিকে অনেক সন্ধান করিল, কিন্তু সেই পথিকদলের কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। সে তখন এক স্থানে অবসন্ন ভাবে বসিয়া গাহিতেছিল,—

মরুময় দেশে আজি আমি একা,
সাথী সব গেছে চলিয়া!
কি করিব হায় আমি নিরুপায়!
কে দেবে আমায় বলিয়া!

বিদেশে যে জন যায়নি কখন জীবনে
বিদেশীর দুখ বুঝিবে সে কহ কেমনে? (১)

---

(১) দোরোশ্‌তী কুনাদ্ বর্ গরীবাঁ কসে
কে নাবুদা নাশদ্ বগোর্‌বত্ বসে।

দরিদ্র পাহ্‌লোয়ান মনের দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ নানা কবিতা পড়িতেছিল। এ দিকে ঘটনাচক্রে সেই দেশের শাহ্‌-জাদা সেই বনে শিকার করিতে করিতে একটি হরিণের অনুসরণে একাকী বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ পাহ্‌লোয়ানের গান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একটি দরিদ্রবেশধারী বিদেশী যুবক আপন মনে গাহিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া, তাহার বীরোচিত সুঠাম সুদীর্ঘ শরীর দেখিয়া শাহ্‌জাদার করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তাহার জীবনের ইতিহাস সমস্ত শুনিয়া সহানুভূতিতে বিগলিত হইলেন। তা'রপর তাহাকে প্রচুর ধনসম্পদ ও সম্মানজনক পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার একজন বিশ্বাসী অনুচরকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন উক্ত যুবককে সঙ্গে লইয়া তাহার স্বদেশে নিজ বাটীতে রাখিয়া আসেন। যুবক অনেক দিন পরে উক্ত লোকটির সহিত খোদা-খোদা করিতে করিতে বাটী আসিয়া পৌঁছিল।

তাহার পিতা বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তাহার নিরাপদ-প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য খোদাতালার দরগায় শোকর করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে অবসর সময় যুবক বাটী হইতে যাত্রা করিবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই তাহার পিতাকে বলিল। মাঝির দুর্ব্ব্যবহার, কাফেলার লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা, কূপের অধিপতিগণের নিষ্ঠুরতা, ইত্যাদি কোন কথাই যুবক গোপন করিল না।

পিতা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—হে পুত্র, আমি তোমার যাত্রার পূর্ব্বেই কি তোমাকে বলি নাই,—তিহি দস্তাঁরা দস্তে দেলিরী বস্তা আস্ত—অর্থশূন্য ব্যক্তির বীরত্বের হস্ত আবদ্ধ! সে ব্যাঘ্রের ন্যায় বলবান হইলেও কার্য্যতঃ মেষের ন্যায় দুর্ব্বল ও হীনমান! একজন অস্ত্রধারী নিঃস্ব সিপাই কি সুন্দর কথা বলিয়াছিল!—

আশি মণ জোর চেয়ে রতি ভর সোণা
শত গুণ ভাল, তাহা জানে সর্ব্বজনা! (১)

পুত্র বলিল,—পিতঃ, কষ্ট না করিলে ইষ্ট সিদ্ধ হয় না; বিপদে না পড়িলে সম্পদ পাওয়া যায় না। জীবনের ভয় করিলে যুদ্ধে জয় হয় না। আপনি কি দেখিতেছেন না, আমি কত সামান্য কষ্টে কি বিপুল ধনরাশি লাভ করিয়াছি, সামান্য মক্ষিকা দংশনে কত প্রচুর মধু হস্তগত হইয়াছে!

ডুবুরী ডুবিতে যদি কুমীরেরে করে ভয়,
মুকুতা সংগ্রহ করা কভু তার কাজ নয়! (২)

বলবান বাঘ রহিলে শুইয়া গুহাতে
আপনা আপনি শিকার তাহার
মুখের ভিতর যায় না;

---

(১) চে খোশ্ গোফ্ত্ আঁ তিহিদস্ত্ সলাহ্শোর
জোয়ে জর্ বেহ্তর্ আজ্ হফতাদ মন্ জোর!

(২) গওয়াছ্ গর্ আন্দেশা কুনদ্ কামে নেহঙ্গ্
হর্গেজ্ না কুনদ্ দোরে গের্াঁমায়া বচঙ্গ্

কাটায় যে কাল আপনার গৃহ- কোণাতে
লুতার মতন তা'র দেহ মন ;
স্বাস্থ্য-সুখ সে ত পায় না। (১)

পিতা বলিলেন,—বাবা, এ যাত্রা আকাশ তোমার অনুকুলে বিঘুর্ণিত হইয়াছে, ধন সম্পদ স্বেচ্ছায় তোমাকে ধরা দিয়াছে। দৈবাৎ বাদশাজাদা তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন, এবং তোমার দুরবস্থায় সহানুভুতিপরবশ হইয়া তোমাকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়াছেন। এরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে তোমার কোনই বাহাদুরী নাই।

একটি গল্প শোন ; তাহাতে তোমার শিখিবার মত বেশ উপদেশ আছে। পারস্যের একজন বাদশার একটি বহুমুল্য অঙ্গুরি ছিল। উহাতে এমন একখানি নগিনা পাথর বসান ছিল, যাহার তুলনা মিলিত না! একদিন বাদশা ঐ অঙ্গুরিটী একটি উচ্চ প্রাসাদের গুম্বজের চূড়ার উপর কৌশলে রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কেহ এই অঙ্গুরির মধ্যে তীর-শলাকা প্রবেশ করাইতে পারিবে, অঙ্গুরিটী তাহারই হইবে। বাদশার অধীনস্থ চারি শত বিশিষ্ট বিশিষ্ট তীরান্দাজ এই

---

(১) চে খোরদ্ শেরে শবৃজা দর বোনে গার্
বাজে ওফ্‌তাদারা চে কুত্‌ বুয়াদ্ ;
গর্ তু দর্ খানা ছয়েদ খাহী কর্দ্দ্
দস্ত্‌ ও পায়ত্‌ চু আন্‌কবুত বুয়াদ্

প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কেহই সফলকাম হয় নাই। একটি বালক ক্রীড়াচ্ছলে তীর নিক্ষেপ করিবামাত্র প্রভাত-সমীরণে তীরটা অঙ্গুরির ভিতরে প্রবেশ করিল। চারি দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। অঙ্গুরিটীর সহিত প্রচুর ধনরত্ন ও সম্মানজনক পরিচ্ছদ বালকটিকে উপহার প্রদত্ত হইল।

শুনিয়াছি, বালকটি সেই দিনই তাহার তীর ও ধনুক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কেহ এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, ইহাতে আমার এই দিনের সাফল্য-গৌরব অবিকৃত থাকিবে।

কখন এমন হয় জ্ঞানী বিচক্ষণ জন
সামান্য একটি কাজ না পারেন করিতে;
নির্ব্বোধ বালক কিন্তু খেলাছলে সমাপন
সেই কাজ অবহেলে ক'রে ফেলে ত্বরিতে! (১)

বাবা, তুমিও ঐ বালকটির কার্য্য-পদ্ধতি অনুসরণ কর; আর বিদেশে যাইবার নামও করিও না।

---

(১) গাহ্ বুয়াদ্ কজ্ হাকিমে রওশন্ রায়ে
বর নায়ায়দ দোরস্ত্ তদবিরে;
গাহ্ বাশদ্ কে কোদকে নাদাঁ
বগলত্ বহদফ্ জনদ্ তীরে!

(৫১)

শুনিয়াছি, একজন দরবেশ গুহার মধ্যে বাস করিতেন। সংসারের সহিত তিনি সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন। ধনী ও নৃপতিগণকে তিনি কিছু মাত্র গ্রাহ্য করিতেন না।

ঐ অঞ্চলের বাদ্শা অত্যন্ত মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একদিন উক্ত দরবেশের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন,—আপনার ন্যায় মহৎ ও সাধুজন এ অঞ্চলে একান্ত বিরল। আমাদের বিশেষ আগ্রহ, হুজুর একদিন আমাদিগের সহিত একত্রে পানাহার করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করেন। বিশেষ আপত্তির কারণ না থাকিলে দাওয়াত গ্রহণ করা নবীর স্থন্নত ; না করিলে পাপী হইতে হয়। এই জন্য দরবেশ বাদশার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে এক সময় বাদশা উক্ত দরবেশের আস্তানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দরবেশ তাঁহাকে দেখিয়া স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আলিঙ্গন করিয়া পরম যত্নে বসাইলেন ; তাঁহার সহিত অত্যন্ত ভদ্র ও কোমল ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। বাদশা চলিয়া গেলে দরবেশের এক সঙ্গী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—বাদশার সঙ্গে অদ্য আপনি যেরূপ কোমল ব্যবহার করিলেন, এরূপ ব্যবহার করিতে আপনাকে আর কখনো দেখি

নাই। ইহা ত আপনার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। দরবেশ উত্তর দিলেন,—তুমি কি জ্ঞানিগণের কথা শুন নাই ?—

খানা পিনা একদিন যা'র সাথে করা যায়
সাক্ষাৎ হইবে যবে আদর করিবে তায়। *

* হরকেরা বর সমাত্ বে নেশাস্তী,
ওয়াজেব্ আমাদ্ বখেদমতশ্ বরখাস্ত্।

৪র্থ অধ্যায়

নীরবতার উপকার

(৩২)

একজন ব্যবসায়ীর একবার এক সহস্র মুদ্রা লোক্সান হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিলেন,—সাবধান, একথা কাহাকেও বলিও না। পুত্র বলিল,—আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করিব। কিন্তু আমাকে দয়া করিয়া বলুন, ইহাতে কি উপকার হইবে। পিতা বলিলেন,—উপকার এই যে, ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ মনোকষ্ট ভোগ করিতে হইবে না,—টাকার শোকের এবং উপহাস লোকের !

নিজের দুখের কথা যা'রে তা'রে ক'য়ে না
অপবাদ, উপহাস মিছামিছি স'য়ে না।

---

(৩৩)

একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি,—কেহই নিজের বির্ব্বুদ্ধিতা নিজ মুখে স্বীকার করে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি

স্বীকার করিয়া থাকে, যে অপরের আরব্ধ কথা শেষ হইতে না হইতে কথা বলিতে আরম্ভ করে।

কথার আরম্ভ আছে, শেষ আছে, তাই
কথার ভিতরে কথা বলিবারে নাই!
সুসভ্য মানব যা'রা জ্ঞানী বিচক্ষণ
কথার ভিতরে কথা বলে না কখন। *

---

(৫৪)

সুল্‌তান মাহ্‌মুদ হোস্‌নে ময়মন্দী নামক তাঁহার একজন সভাসদকে একদিন নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কোন এক বিষয়ের পরামর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাদ্‌শা অদ্য আপনার সঙ্গে কি পরামর্শ করিলেন? হোস্‌নে ময়মন্দী বলিলেন,—বাদশাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—তিনিই আপনাদিগকে তাহা বলিয়া দিবেন। তাহারা উত্তরে জানাইল,—আপনাকে বিশ্বাস করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমাদিগকে তাহা নিশ্চয়ই বলিবেন না। হোস্‌নে ময়মন্দী বলিলেন,—এই বিশ্বাসে আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি

---

* সখন্ রা সরস্ত, আয় খেরদ্ মন্দ্ ও বোন্
ময়াঅর সোখন্ দর্ মিয়ানে সোখন্
খোদাঅন্দে তদবির ও ফর্হঙ্গ্ ও হোশ্
না গোয়াদ্ সোখন্ তা না বিনদ্ খামোশ্!

অন্য কাহাকেও বলিব না ; অতএব সে কথা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

সকল গোপন কথা সবারে না বলা যায় ;
বিশ্বাসী জনের মূল্য অতুলন এ ধরায়।

---

(৫৫)

একখানি বাটী কিনিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। বাটীর মালিকের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ইহুদী আসিয়া বলিতে লাগিল,—এই বাটীখানি অতি সুন্দর। ইহার পাশেই আমি থাকি। এ বাটী সম্বন্ধে সমস্ত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। ইহার কোনই দোষ ত্রুটী নাই। এমন একখানি বাটী এ অঞ্চলে আর পাইবে না। তাহার বাচালতায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—যা' বলিলে সত্য ; তবে কিনা বাটীটার একটি ত্রুটী দেখিতেছি ; তাহা এই যে, তোমার ন্যায় লোক এই বাটীর নিকটে বাস করে !

তুমি যদি প্রতিবেশী এই বাটীটার
দশ টাকা কম দাম হইবেক তার।
তোমার মরণ পরে বাড়িবেক দাম,
তখন হইতে পারে হাজার দেরাম।

---

(৮৬)

একজন কবি এক চোরের সর্দ্দারের নিকট গিয়া নানা ছন্দোবন্ধে তাহার প্রশংসা-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। আশা, যদি কিছু উপহার পাওয়া যায়! দস্যুরাজ হুকুম দিল,—এই লোকটার শরীরের জামা কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দূর করিয়া দাও! সে চোর মানুষ; কাব্য-কবিতার কি ধার ধারে!

বেচারা সেই বিষম শীতে নগ্নগাত্রে পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাকে সেইরূপ উদাসীনবেশে দেখিয়া কুকুরে তাড়া করিয়া আসিল। সে মাটি হইতে পাথর কুড়াইয়া কুকুরকে মারিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বরফ পড়িয়া পাথর মাটিতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বেচারা নিরুপায় হইয়া বলিল,—কি ভীষণ লোক ইহারা! কুকুর ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

গবাক্ষ-পথে দস্যুপতি কবির এই দশা দেখিয়া হাসিতেছিল। সে উপহাসের সহিত তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ওহে বুদ্ধিমান লোকটি, আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর! কবি উত্তর দিল,—যদি দয়া হয়, তবে আমার জামাটা আমাকে পুরস্কার স্বরূপ ফিরাইয়া দিন। আপনার নিকট হইতে নিরাপদে সরিয়া পড়িতে পারিলেই আমার সৌভাগ্য বুঝিব!

আশা ছিল তব হ'তে পা'ব কত উপকার,
উপকার যা'ক দূরে, ক্ষতি না করিও আর ! *

দস্যুপতির অন্তরে অনুগ্রহের সঞ্চার হইল ; তাহার জামাটা সহ কিছু বস্ত্র ও অর্থ তাহাকে দিতে আদেশ করিল।

---

(৫৭)

এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে এক মস্‌জিদে আজান দিত ; তজ্জন্য কোন মাহিনাপত্র সে পাইত না। তাহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ ; তাহা শ্রবণে সকলেই বিরক্ত হইত। মস্‌জিদের মতোয়াল্লী একজন সহৃদয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি উক্ত মোয়াজ্জিনকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ বাপু, এই মস্‌জিদে পূর্ব্বে একজন মোয়াজ্জিন ছিল, সে আজান দিবার জন্য মাসিক পাঁচ দিনার করিয়া পাইত। তুমি আজান দিতেছ বলিয়া তাহার বড় ক্ষতি হইতেছে। গরীব বেচায়ার চাকুরিটি গিয়াছে। তোমাকে আমি দশ দিনার দিতেছি ; তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও।

লোকটি অন্যত্র চলিয়া গেল। কিন্তু চুপ থাকা তাহার স্বভাব নহে। সেখানকার মস্‌জিদে সে আবার আজান দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার কঠোর কর্কশ স্বরে সকলে বিরক্ত

---

* ওমেদ্‌ওয়ার বুদ্‌ আদ্‌মী বখায়রে কসাঁ।
মরা বখায়রে তু ওমেদ্‌ নিস্ত্‌ বদ্‌ মরসাঁ !

হইয়া উঠিল। সেই মস্‌জিদের মোতায়াল্লীও অতি ভদ্র লোক। তিনি উক্ত লোকটির মনে কোনরূপ কষ্ট না দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে একদিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখুন মুন্‌শীজী, আমি আপনাকে কুড়িটি দিনার দিতেছি। তাহা লইয়া অন্যত্র গেলে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইব। আপনার মত লোকের একস্থানে আবদ্ধ থাকাটা ভাল দেখায় না।

উক্ত মোয়াজ্জিন পূর্ব্ব মস্‌জিদের মোতায়াল্লীর নিকট আসিয়া বলিল,—উহারা ত আমাকে কুড়ি দিনার দিয়া অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিতেছে। আপনি আমাকে মাত্র দশ দিনার দিয়াছিলেন, আপনি আমাকে ঠকাইয়াছেন, দেখিতেছি।

মোতায়াল্লী সমস্ত কথা শুনিয়া ও ভিতরের ব্যাপার বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন, সাবধান, মিঞা, সাবধান! কুড়ি দিনারে রাজী হইও না; তাহা হইলে তাহারা তোমাকে পঞ্চাশ দিনার পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হইবে!

মোয়াজ্জিনটিকে লোকে এত টাকা দিতে চাহে কেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। বাচাল লোকেরা সাধারণতঃ একটু নির্ব্বোধ হইয়া থাকে।

করাতের কঠোরতা দেখেছে সকল নর
কাঠের উপরে,
তা'র চেয়ে বেশী বাজে কর্কশ কঠোর স্বর
মনের ভিতরে!

(৩৮)

এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কোরান শরিফ পড়িত। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ। জনৈক ভদ্রলোক একদিন তাহাকে বলিলেন,—ওহে, তুমি কোরান পড়িবার জন্য মাসিক কত টাকা করিয়া পাইয়া থাক? সে উত্তর করিল,—কিছুই পাই না। ভদ্র লোকটী বলিলেন,—তবে রোজরোজ এত কষ্ট কর কেন? সে বলিল,—খোদার ওয়াস্তে কোরান পড়িয়া থাকি। লোকটি উত্তর দিলেন,—আমার বিনীত অনুরোধ,—খোদার ওয়াস্তে এই ধরণের কোরান পাঠ বন্ধ করিয়া দাও।

এমন কর্কশ স্বরে পড়িলে কোরান
ইস্‌লামের "রওনক্" * হ'বে তিরোধান! †

---

* রওনক=সৌন্দর্য্য।

† গর্ তু কোরআন্ বদিঁ নমত্ খানি
রেবরী রওনকে মোসলমানী!

৫ম অধ্যায়

যৌবন ও ভালবাসা

(৫৯)

হোসনে মায়মুন্দী সুলতান্ মাহমুদ্ গজ্নবীর বিখ্যাত উজির ছিলেন। একদিন কয়েকজন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,— বাদ্শার অনেক অনুচর ও গোলাম আছে। তিনি কিন্তু আয়াজকে যেরূপ ভালবাসেন এরূপ আর কাহাকেও বাসেন না। অথচ আয়াজ দেখিতে শুনিতে তেমন সুন্দর নহে। পক্ষান্তরে তাহার অন্যান্য অনুচর ও গোলামগণ শারীরিক সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাংশে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উজির উত্তর করিলেন,— যাহার গুণে মন মুগ্ধ হয়, নয়ন তাহাকে দেখিতে লুব্ধ হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যের বিচার মানবের মনই করে, নয়ন নহে।

উপেক্ষার সাথে দেখে যদি কেহ
ইউসোফ্ মহা- নবীরে,
ভুবন-বিখ্যাত সৌন্দর্য্য তাঁহার
বোধ হবে যেন কিছু নয়!
প্রেমের নয়নে চাহ যদি তুমি,
দেখিবে সুন্দর সবি রে!

"দেও" বোধ হ'বে * ফেরেশ্‌তার মত!
এ কথাটি কভু মিছু নয়। †

---

(৬০)

বাল্য-জীবন হইতেই আমার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে একত্রে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়াছি। একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন,—যেন দুই দেহে এক প্রাণ! এক সময় তিনি কিন্তু সামান্য স্বার্থের জন্য আমার মনে কষ্ট দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। এত দিনের বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি দূরদেশে চলিয়া গেলেন। আমরা বাহিরে পরস্পর হইতে দূরে চলিয়া গেলেও অন্তরের যোগ-বন্ধন ছিন্ন হয় নাই, একথা অল্পদিনের মধ্যে প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল।

একদিন আমার উক্ত বন্ধুটি এক সভায় বসিয়া আমার প্রসঙ্গে অনেক দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করেন। নিজের ত্রুটী স্বীকার করিয়া আমার বহু গুণের উল্লেখ করতঃ আমার সহিত পুনর্ম্মিলনের কামনা করিয়াছিলেন। তিনি নাকি তৎসহ এই বিখ্যাত কবিতাটিও আবৃত্তি করেন,—

---

* দেও = দৈত্য।

† কস্ বদিদায়ে এন্‌কার্ গার্ নেগাহ্ কুনদ্,
নেশানে সুরতে ইউসফ্ দেহদ্ বনাখুবী,
আগর্ বচশ্‌মে এরাদত্ নেগাহ্ কুনদ্ দর দেও,
ফেরেশ্‌তায়শ্ বে নোমায়দ্ বচশ্‌মে কর্রোবী!

যখন আমার প্রিয়তম সখা
হাসেন মধুর মিষ্ট,
সে হাসিতে তাঁ'র আহত আমার
উঠেরে হৃদয় হাসিয়া !

কপালের ফলে যদি সে আমার
হয় কোনদিন দৃষ্ট,
হৃদয়ের যত কলুষ-কালিমা
কোথায় যাইবে ভাসিয়া ! *

আমি এই সমস্ত কথা অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি-কামনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম। অচিরে আমাদের মিলন হইয়া গেল। আমার পত্রের উপসংহারে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিত ছিল,—

নাই এ জগতে মোর কৃতজ্ঞতা ভালবাসা !
তুমিও এমন করি কাঁদাইলে আমারে !
তোমাতে বাঁধিয়া ছিনু আমার সকল আশা !
এ ভাবে চলিয়া যাবে, ভাবি নাই তাহারে !

---

(১) নেগারে মন্ চু দর্ আয়দ্ বখান্দায়ে নিমকিন্
নিমক্ জিয়াদা কুনদ্ বর্ জরাহাতে রেশাঁ।
চে বুদে আর সরে জোল্‌ফশ্ বদস্তম্ ওফতাদে
চু আস্তিনে করিমাঁ বদস্তে দরবেশাঁ !

এখনো মিলন যদি চাও, এস ফিরিয়া ;
দেখ কত ভালবাসা এ হৃদয় মাঝারে ! *

---

(৬১)

যে বৎসর সুলতান মোহাম্মদ খারেজিম (রহমতুল্লাহ্ আলায়হে) "খতার" অধিপতির সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, ঐ বৎসর আমি কাশঘরের প্রধান জুমা মস্‌জিদে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ স্থানে একটি নধরকান্তি পরম সুন্দর বালককে দেখিয়াছিলাম। অৰ্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় তাহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যে যেন চারিদিক স্বর্গীয় মধুরীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ?

কোথায় শিখিলে কহ প্রিয়তম,
এ মোহন লীলা- ভঙ্গি ?
হে চির রুচির, ফুল্ল মদির,
মম ক্ষণেকের সঙ্গী !
এমন চতুর, এমন মধুর,
দেখে নাই বুঝি বিশ্ব !

---

* না মরা দর্ জহাঁ অহদ্ ও ওফা বুন্নাদ্
জফা কর্দ্দী ও বদ্ অহ্‌দী নমুদী !
বয়েকবার আজ্ জাহাঁ দিল্ দর্ তু বস্তম্
না দানেস্তম্ কে বর্ গর্দ্দী বজুদী !
হনুজত্ গার সরে সোলেস্ত্ বাজ্ আ
কে জা মহবুব্ তর বাশী কে বুদী !

তোমায় দেখিয়া উঠিছে হাসিয়া,
যেন এ নিখিল দৃশ্য !
অই অত্যাচারি, প্রাণ-মনোহারি,
অই নিরমম জঙ্গী, *
কোথায় শিখিলে এই চটুলতা,
এ মোহন লীলা- ভঙ্গি !

বালকটির হস্তে "মোকদ্দমায়ে নহো" নামক একখানি কেতাব ছিল! সে তাহা হইতে এই এবারতটী পড়িতেছিল,—"জারাবা জায়দোন্ আম্‌রান্ ও কানাল মোতায়াদ্দী আমরোন্" অর্থাৎ জয়েদ আমরকে মারিয়াছে, অতএব আমর এস্থানে অত্যাচারিত। আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম,—"বুখারা ও খাতার ভূপতির ভিতর কবে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো তোমার জয়েদ ও আমরের মধ্যে যুদ্ধের শেষ হয় নাই।" এই কথায় সে আমার দিকে চাহিয়া মধুর ভাবে হাসিয়া উঠিল এবং আমার বাটী কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, পবিত্র শিরাজ ভূমিতে আমার বাটী। শিরাজের কথা শুনিয়া সে আমাকে বলিল,—মহাকবি শেখ সাদীর কোন বয়াত আপনি জানেন? সে জানিত যে, শেখ সাদী শিরাজের অধিবাসী। আমি সময়োপযোগী একটি আরবী কবিতা উপস্থিতমত রচনা করিয়া পাঠ করিলাম। সে তাহা ভাল

* জঙ্গী=যোদ্ধা। এ স্থলে যে যুদ্ধ করিয়া অন্যের হৃদয় অধিকার করে।

রূপে বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন রহিল; তাহার পর বলিল,—শেখ সাদীর অনেক পারসী কবিতা এদেশে যথেষ্ট প্রচলিত আছে। যদি আপনি তাঁহার একটি পারসী বয়াত অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলেন, তাহা হইলে আমার বুঝিবার পক্ষে একটু সুবিধা হইতে পারে। আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম—

তোমার চিত্ত রয়েছে মত্ত
"নহোতে", *
এ হৃদি ক্ষুণ্ণ চেতনা-শূন্য
মোহতে!
প্রেমিক-হৃদয় প্রেম-বাগুরায়
বাঁধা এ,
জয়েদ আমরে দেছ রণ তুমি
বাধায়ে! (১)

তখন এই পর্য্যন্ত। পরদিন প্রাতে আমরা যাত্রার আয়োজন করিতেছি, এমন সময় আমাদের কাফেলার একজন উক্ত

---

* আরব্য ব্যাকরণের এক বিশেষ অংশকে নহো বলে। ইংরাজী ভাষায় উহার প্রতিশব্দ Syntax.

† তবেয়ে তুরা তা হওসে নহো কর্দ্
সুরতে অকল্ আজ্ দিলে মা মহো কর্দ্
আয় দিলে ওশ্‌শাখ্ বদামে তু ছয়েদ্
মা বতু মশ্‌গুল্ ও তু বা ওমর্ ও জয়েদ্!

বালকটিকে জানাইয়া দিল যে, কল্য যে ভদ্র লোকটির সহিত তুমি কথাবার্ত্তা করিতেছিলে, তিনিই প্রসিদ্ধ কবি শেখ সাদী। এই কথা শ্রবণ করিয়া সে দৌড়িয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং অত্যন্ত বিনীত ও কোমলভাবে আমাকে বলিল,—আপনি এতদিন কেন আমাকে আপনার পরিচয় প্রদান করেন নাই? আপনিই সেই জগতবিখ্যাত মহা কবি, তাহা জানিতে পারিলে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া আপনার খেদমত করিতাম, এবং আপনার ন্যায় বোজর্গ লোকের নিকট হইতে কতই না উপকার লাভ করিতে পারিতাম! আক্ষেপ! হায় আক্ষেপ!

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম,—তোমার উপস্থিতির কারণেই আমি যে সাদী, এ কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তোমার অস্তিত্বের মধ্যেই আমার অস্তিত্ব বিলীন ছিল, ইহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই!

বালকটি উত্তর করিল,—আপনি দয়া করিয়া আরো কিছুদিন এই সহরে অবস্থিতি করুন। আপনার মত মহাজনকে আমরা এত শীঘ্র কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত মন দিয়া, প্রাণ দিয়া আপনার খেদমত করিয়া আমি কৃতার্থ হইতে চাই! অনুগ্রহ করিয়া আরো কিছুদিন এইস্থানে থাকিলে কি এমন ক্ষতি হইবে?

বলিলাম,—তাহা হইতে পারে না। তাহা হওয়া কখনই সঙ্গত নহে। একটি গল্প শোন,—একজন বোজর্গ লোকালয় ত্যাগ করিয়া এক নিভৃত গুহায় বাস করিতেন। একদিন

ঘটনাক্রমে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি নগরে কেন গমন করেন না? তাহা হইলে লোকে আপনার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইতে পারে। তিনি উত্তর দিলেন,—সহরে, নগরে অনেক প্রলোভনের বস্তু আছে। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সহজেই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে পারে; তাই আমি ঐ সমস্ত স্থানে যাইতে সঙ্কুচিত হই। কেননা মনের ভিতর তাহাদের আকর্ষণ, তাহাদের ভালবাসা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলে আমার সাধনার ক্ষতি হইবে। আমি অস্থায়ী আনন্দের প্রলোভনে সেই নিত্য-ধনে বঞ্চিত হইতে চাহি না। আশা করি, তুমি এখন বুঝিতেছ, আমার এই স্থানে থাকা উচিত নহে কেন!

এই কথা বলিয়া গভীর স্নেহ ও ভালবাসার সহিত তাহাকে চুম্বন করিলাম; সেও সমধিক শ্রদ্ধার সহিত আমার হস্ত চুম্বন করিল। তার পর বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি বিদায় লইয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলাম!

---

(৬২)

এক সময় আমি হেজাজ দেশের মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম। আমাদের কাফেলায় একজন খেরকা-পরিহিত দরবেশ ছিলেন। আরব দেশের জনৈক আমীর তাঁহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। আমরা আসিতেছি, ইতিমধ্যে একদিন একদল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ

করিল। সওদাগরগণ বিলাপ করিতে করিতে তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্ম অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় দস্যুগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। কাহারো কোন দ্রব্য রক্ষা পাইল না। সকলেই অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিলাম, উপরোক্ত দরবেশ বেশ প্রফুল্ল আছেন। যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়া তাঁহকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভাই, তোমার টাকাগুলি কি দস্যুতে লয় নাই? হয় ত তাহারা তাহার সন্ধান পায় নাই। তিনি উত্তর দিলেন,—না, আমার টাকাগুলি রক্ষা পায় নাই। দস্যুরা সমস্তই লইয়া গিয়াছে। তা সে জন্য আমার মনে কিছু মাত্র দুঃখ নাই। কারণ, টাকাগুলি আমাকে দান করিলেও তাহার সহিত আমার মন এমনভাবে আবদ্ধ করি নাই যে, তাহার অভাবে হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইবে। কোন পার্থিব জিনিসের প্রেমে আসক্ত হওয়া ঠিক নহে; কারণ, উহাতে তাহার অভাবে হৃদয় আহত হইয়া পড়ে।

এমন কিছুতে মন   বাঁধা কভু ভাল নয়,
অভাবে যাহার মনে   বিষম বেদনা হয়! *

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলাম,—আপনি অতি ঠিক

---

* না বান্দদ্ বস্তন্ আন্দর্ চিজ্ ও কস্ দিল্
কে দিল্ বরদাশ্তন্ কারিস্ত্ মুশ্কিল্।

কথাই বলিয়াছেন। আমি নিজে তাহা ভালরূপে জানি। প্রথম-যৌবনে আমি একজনকে ভালবাসিয়াছিলাম। তেমন ভালবাসা বুঝি কেহ কাহাকেও বাসিতে পারে না। তাহার সৌন্দর্য্য যেন আমার চক্ষুর কেব্‌লা ছিল! * আমার সমগ্র জীবনের পুঁজি যেন তাহার মিলনের মধ্যে নিহিত ছিল! তাহাকে দেখিলে মানব কিংবা আকাশের ফেরেশ্‌তা, তাহা বুঝা কঠিন হইত! অমন সুন্দর, অমন নির্ম্মল মাটির মানুষ হইতে পারে না! কেহ একবার তাহার মিলনের আস্বাদ পাইলে দুনিয়ার অন্য কোন লোকের সংস্রব সে হারাম মনে করিত!

সময়ের কঠোর গতি! সংসার-পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার অস্তিত্বের চরণ মরণের পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া গেল! তাহাকে আমি হারাইলাম! তাহার অভাবে তাহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনের ক্রন্দন-ধ্বনিতে চারিদিক আকুল হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত অনেক সময় তাহার কবরের পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতাম। কত রোদনে, কত বিলাপে আমার কত বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত হইত। মনে মনে বলিতাম, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন আমার মরণ হইল না, তাহা হইলে এই জগত আর বন্ধুশূন্য দেখিতে হইত না! হায়, আমি কি হতভাগ্য! আমার মস্তকে মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হউক!

---

* মুসলমানগণ যে দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িয়া থাকেন, তাহাকে কেবলা বলে। বর্ত্তমানে মক্কা শরিফের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কাবা-গৃহই সমগ্র মোস্‌লেম-জগতের কেব্‌লা।

কিছুদিন পরে মনকে কতকটা সংযত করিয়া দেশ-ভ্রমণের সংকল্প করিলাম। ভাবিলাম,—দেশে দেশে উদাসীন বেশে ঘুরিয়া বাকী জীবন কাটাইয়া দিব, কাহারো প্রেম-ভালবাসা মনের মধ্যে আর স্থান দিব না; সংসারীজনের সংস্রবেও আর যাইব না। এখনো সময় সময় সেই বন্ধুর কথা আমার স্মরণ হয়, আর হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে এই সঙ্গীত উত্থিত হইতে থাকে,—

বিগত জীবনে আহা মিলনের বাগিচায়
ময়ূরের মত কত হরষে কেটেছে দিন!
সখার বিহনে আজি সে দিন নাহিক হায়,
অবসাদে দেহ মন হ'য়েছে সকলি ক্ষীণ!
সাগর-ভ্রমণ কত হইত রে সুখময়
রহিত সলিল যদি প্রশান্ত, তরঙ্গহীন!
কুসুম কণ্টক কেন পাশাপাশি এ ধরায়!
সাধের স্বপন আজি কোথায় হ'য়েছে লীন! *

---

* দোশ্ চু তাউস্ মি নাজিদম্ আন্দর বাগে বেসাল
দিগর্ এম্রোজ্ আজ্ ফরাকে ইয়ার্ মি পিচম্ চু মার্
সুদে দরিয়া নেক বুদে গার না বুদে বিমে মওজ্
সোহ্বতে গুল্ খোশ্ বুদে গর্ নিস্তে তশ্বিশে খার্!

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বার্দ্ধক্য

(৬৩)

একদিন দামেশ্‌ক্ সহরের জুমা মস্‌জিদে বসিয়া জ্ঞানী মণ্ডলীর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময় একটি যুবক আমাদের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল,—সমবেত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে পারস্য ভাষা জানেন, এমন কেহ কি আছেন? অনেকে আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিল। আমি, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, দেড়শত বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি পারস্য ভাষায় কি বলিতেছেন, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিতেছিনা। যদি হুজুর একটু কষ্ট করিয়া ঐ স্থানে তশ্‌রিফ লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার অন্তিম কথাটা অবগত হওয়া যাইতে পারে। এরূপও হইতে পারে যে, তিনি মৃত্যুকালে কিছু অছিয়ত * করিয়া যাইতেছেন।

---

* মৃত্যুকালে কেহ কোন আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়া গেলে তাহাকে অছিয়ত বলে।

তাহার কথা অনুসারে আমি অবিলম্বে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি, তিনি এই বয়াতটি পড়িতেছেন,—

দু'টি নিমেষের তরে, কথা নাহি কহিতে
হায়রে আক্ষেপ ! বাণী গেল মোর থামিয়া !
জীবনের মজা দুই-দিন নাহি চাখিতে
কাল-সন্ধ্যা ঐ দেখ আসিতেছে নামিয়া !

আমি এই বয়াতটির অর্থ আরবী ভাষায় উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিলাম। শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,— লোকটি এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছে, তবুও নিজের জীবন-কাল ক্ষুদ্র মনে করিতেছে! এরূপ অবস্থাতেও মরিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে! আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম,— কেমন আছেন? এখন কেমন বোধ হইতেছে? তিনি উত্তর করিলেন,—

সামান্য একটি দাঁত দেহ হ'তে তুলিতে
যে যাতনা সহজে তা' নাহি পার ভুলিতে !
প্রিয়-প্রাণ বাহিরিতে হয় কি যে যাতনা
কা'র সাথে দুনিয়ায় পারিবে তা তুলিতে ?

---

* না দিদায়ী কে চে সখ্‌তী হমীরসদ্‌ বকসে
কে আজ্‌ দাহানশ্‌ বদর্‌ মি কুনন্দ দন্দানে ?
কেয়াস্‌ কুন্‌ কে চে হালশ্‌ বুয়াদ্‌ দরাঁ সায়াত.
কে আজ্‌ ওজুদে আজিজশ্‌ বদর রওয়াদ জানে !

আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম,—মরণের চিন্তা মন হইতে দূর করুন। মনকে শান্ত করুন। ইউনানের * বিখ্যাত বিখ্যাত হাকিমগণ বলিয়াছেন,—কাহারো শরীর যতই সুস্থ এবং সবল থাকুক, তাহা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে দীর্ঘজীবী হইবে। পক্ষান্তরে ব্যাধি যতই ভীষণ হউক, তাহা দ্বারা একথা বুঝা যায় না যে, রোগীর নিশ্চয়ই অবিলম্বে মৃত্যু ঘটিবে। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে একজন উপযুক্ত চিকিৎসককে ডাকিতে চাই। তাঁহার ঔষধ খাইলে খোদার ফজলে আপনি সুস্থ হইবেন।

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—

অভিজ্ঞ হাকিম কিছু না পারেন করিতে
জরায় জরিত রোগী বসে যদি মরিতে।
ভিত্ যার টলে' গেছে গাথুনিটা নড়বড়,
সময়ের ঝঞ্ঝাতে হ'য়েছে যা', পড় পড়,
তেমন বাড়ীতে করি চুনকাম ফল নাই,
বৃদ্ধের জীবন-আশা মিছা মোহ-ছল্‌নাই! †

---

* ইউনান=গ্রীস।

† দস্ত্ বরহম জনদ্ তবীবে জরীফ
চু খরফ বিনদ্ ওফতাদা হরিফ্
খাজা দর্ বন্দে নক্‌শে আয়ওয়ানস্ত্
খানা আজ্ পায়ে বস্তে বিরানস্ত্

(৬৪)

বকর প্রদেশে একদিন আমি জনৈক বৃদ্ধের অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহার ধনসম্পদ যথেষ্ট ছিল। তাহার একমাত্র পুত্র! পুত্রটী দেখিতে অতি সুন্দর। রাত্রে বৃদ্ধ কথায় কথায় আমাকে বলিলেন,—আমার বহুদিন পর্য্যন্ত সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই, তজ্জন্য নিতান্ত দুঃখের সহিত কাল কাটাইতাম। একদিন শুনিতে পাইলাম, এই অঞ্চলের অমুক স্থানে একটি বড় গাছ আছে ; সেই গাছতলায় গিয়া কেহ খোদাতালার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে খোদা সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই সংবাদ শ্রবণে আমি এক দিন উক্ত বৃক্ষতলায় উপস্থিত হইয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত খোদাতালার দর্গায় কাঁদাকাটা করিলাম। তাহার পরই খোদাতালা আমাকে এই পুত্ররত্নটি এনায়েত করেন।

এক দিনের কথা শুনুন, শুনিলে আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সেদিন আমি ঘটনাক্রমে শুনিতে পাইলাম, আমার উক্ত পুত্রটি তাহার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত চুপে চুপে বলিতেছে, যে গাছের তলায় গিয়া হাজত প্রার্থনা করিলে প্রার্থনা পূর্ণ হয়, আমি যদি সেই গাছটি কোথায়, তাহা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি সুন্দর হইত! আমি সেই গাছটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে তাহার নিকটে গিয়া খোদাতালার

নিকট প্রার্থনা করিতাম, যাহাতে আমার পিতা শীঘ্রই লোকান্তরিত হ'ন। তাঁহার অত্যাচার আর সহ্য হয় না!

পিতা গৌরব করিয়া ছেলের গুণগরিমার কথা সকলকে বলিয়া থাকেন, কিন্তু পুত্র পিতাকে সেকেলে নির্ব্বোধ, * অকর্ম্মা বলিয়া প্রচার করে। এইরূপই জগতে অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক বছর কেটে গেছে, কিন্তু কোন দিন
পিতার কবর পাশে যাও নাই কভুও;
পিতা-রূপে কেন আশা কর তুমি অর্ব্বাচীন,
সন্তান কর্ত্তব্য তা'র সাধিবেক তবুও? †

---

* আধুনিক ভাষায় old fool

† সাল্‌হা বর তু বে গোজারদ কে গোজার
নাকুনী সুয়ে তোর্‌বতে পেদ্‌রত্;
তু বজায়ে পেদর্ চে কর্দী খায়ের্
তা হমাঁ চশ্‌ম্ দারী আজ্ পেসরত্?

৭ম অধ্যায়

শিক্ষার প্রভাব

(৬৫)

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে অনেক সময় এইরূপ উপদেশ দিতেন, "বাবা, বিদ্যা শিক্ষা কর ; সংসারের ধনসম্পদের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করা যায় না। অর্থ-সম্পদ সর্ব্বদাই বিপদ-আপদ ডাকিয়া আনে। কখন দস্যু তস্কর লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, আবার অপব্যয়ে তাহা অল্প দিনেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। প্রচুর ধনশালী ব্যক্তি পথের ফকির হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যা অর্থ-সম্পদের চিরস্থায়ী প্রস্রবণ। যে অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে, তাহার কিছুরই অভাব হইতে পারে না। দৈববশে সে ধনসম্পদ-হারা হইলেও তাহার কোন চিন্তা নাই। কারণ, বিদ্যা এমন এক অতুলনীয় সম্পদ, যাহা আত্মার সহিত চিরদিন জড়িত থাকে ; কখনই তাহা ক্ষয় হইতে পারে না, নষ্ট হইতে পারে না। বিদ্বান ব্যক্তি যেখানেই গমন করেন, সকলেই তাঁহাকে সমাদর করে, সম্মান করে। অকর্ম্মণ্য লোক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়, নানা অভিযোগ সে সহ্য করে। সুখ-সম্পদের পর দারিদ্র্যের কষ্ট বড়ই অসহ্য।

বাধিল ভীষণ রণ একবার সিরিয়ায়,
আলোড়িত হ'ল দেশ, যেন ঘোর ঝটিকায়।
কোথায় কে গেল, কিছু রহিল না ঠিক তার,
ধনী দীন সকলেই হ'য়ে গেল একাকার।
জ্ঞানী বুদ্ধিমান কত গ্রাম্য কৃষকের ছেলে,
লভিলেক উচ্চপদ বড়লোকে অবহেলে!
উজিরের ছেলে কত ফকির হইল হায়!
জ্ঞানী বুদ্ধিমান যারা তাঁরাই নেতৃত্ব পায়!

---

(৬৬)

একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি এক বাদ্‌শার পুত্রকে শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার নিকট আরো অনেক বালক অধ্যয়ন করিত। তিনি তাহাদের সকলের অপেক্ষা বাদ্‌শাজাদাটিকে অধিক শাসন করিতেন। অনেক সময় তাহাকে প্রহার করিতেও ত্রুটী করিতেন না। একদিন বিশেষরূপে প্রহৃত হইয়া বালকটি তাহার পিতার নিকট ওস্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল এবং তাহার আহত অঙ্গ হইতে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া আঘাতের গুরুত্ব দেখাইল। বাদ্‌শা পুত্রের অঙ্গে এইরূপ প্রহার-চিহ্ন দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন এবং ওস্তাদকে ডাকিয়া আনিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর প্রহারের জন্য কৈফিয়ত তলব করিলেন। ওস্তাদ বলিলেন,—

সাধারণ মানবের শিক্ষা অপেক্ষা রাজপুত্রগণের শিক্ষা অধিকতর নির্দ্দোষ ও উন্নত হওয়া আবশ্যক; কারণ, ইঁহারা ভবিষ্যতে যাহা বলিবেন, বা যাহা করিবেন, তাহা সমস্ত জনসমাজের লক্ষীভূত বিষয় হইবে, সকলে ইঁহাদের কার্য্য অনুসরণ করিবে। এরূপক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে ইঁহাদের আদর্শ-স্থানীয় হওয়া একান্ত আবশ্যক।

শত দোষ যদি থাকে ফকিরের তবুও
একটীও তা'র অপরের চোখে পড়ে না,
এক দোষ যদি করেন সম্রাট কভুও
দেশে দেশে তাহা ছড়াইয়া পড়ে
কেহ তা'রে ক্ষমা করে না।

অতএব বাদ্‌শাজাদাগণের চরিত্রগঠনের দিকে সমধিক মনোনিবেশ করা শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য। শৈশবে শাসন না হইলে ভবিষ্যতে চরিত্রগঠন আর সম্ভবপর হয় না।

শৈশবে আদব নাহি শিখাইলে যাহারে,
বয়সে আদব তার কভু আর হবে না।
কর্দ্দম যেমন চাহ গড়িবেক তাহারে
পোড়া হাঁড়ি- পরে চাপ কখনই স'বে না। *

---

* হরকে দরখর্দ্দিয়শ্‌ আদব্‌ না কুনী,
দর্‌ বোজর্গী ফলাহ্‌ আজো বর্‌খাস্ত্‌
চুবে তব্‌রা চুনাঁকে থাহী পিচ্‌
নাশওয়াদ্‌ খোশ্‌ক্‌ জুজ্‌ বআতেশ্‌ রাস্ত্‌।

শৈশবে যে ছেলে, গুরুর শাসন নাহি সয়,
সারাটি জীবন, তা'র নির্য্যাতন স'তে হয় ! *

ওস্তাদ্‌জীর সুযুক্তিপূর্ণ উত্তরে বাদ্‌শা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং তাঁহাকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদ-গৌরবও অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল !

---

(৬৭)

মরক্কো দেশে আমি একজন শিক্ষককে দেখিয়াছিলাম, তাহার নয়ন সর্ব্বদাই ভ্রুকুটীপূর্ণ, মুখে সর্ব্বদাই রূঢ় বচন লাগিয়া রহিয়াছে। লোকদিগকে কষ্ট দিতে পারিলেই যেন সে সুখী হয় ! তাহার স্বভাবটিও অত্যন্ত বদ। নানা পাপকার্য্যে সে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত। তাহাকে দেখিলেই যেন মনের সুখশান্তি কোথায় তিরোহিত হইয়া যায়। এমন কি, সে কোরান শরিফ পড়িতে থাকিলেও তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে মানবের অন্তর কালিমাময় হইয়া পড়ে! স্বভাব-সুন্দর সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ তাহার কঠোর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বিন্দুমাত্র হাস্য করা, বা সামান্য কোন কথা বলাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। কারণ, এরূপ

---

* হর আঁ তেফল কো জওরে আমুজগার্
না বিনদ্ জফা বিনদ্ আজ্ রোজগার্।

কোন অপরাধের জন্যও তাহাদের কুসুম-কোমল সুষমামণ্ডিত কপোলে তাহার কঠোর হস্তের চপেটাঘাত পড়িত, বা অন্যবিধ কঠিন শাস্তিতে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিত।

যাহা হউক, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার স্বভাব চরিত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহার অসদাচারে বিরক্ত হইয়া স্থানীয় লোকগণ তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল, এবং তাহার স্থলে একজন অতি সৎস্বভাববিশিষ্ট কোমল প্রকৃতির লোককে নিযুক্ত করা হইল। এই লোকটীর স্বভাব পূর্ব্বোক্ত শিক্ষকের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তিনি কথা বলিতেন না। কখনও এমন কোন কথা বলিতেন না, যাহাতে কাহারো মনে কষ্ট হইতে পারে। তাহার মত ভালমানুষ-শিক্ষক পাইয়া ছাত্রগণ বড়ই আনন্দিত হইল। তাহাদের মন হইতে ওস্তাদের ভয় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গেল। শিক্ষককে ফেরেশ্‌তার মত দেখিয়া তাহারা প্রত্যেকে যেন এক একটী দৈত্যে পরিণত হইল। তাহাদের ঔদ্ধত্য, বেয়াদবী, ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা ক্রমশঃ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। লেখাপড়া সব চুলায় গেল, আদব সভ্যতা সমস্তই তিরোহিত হইল! অধিকাংশ সময়ই তাহারা খেলা ধূলায়, এবং আড্ডা দিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইতে লাগিল। কখন কখন তাহারা মারামারি করিয়া লিখিবার শ্লেট একে অন্যের মস্তকে চূর্ণ করিত, কেতাবের কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া এ উহার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিত।

শিক্ষকের ভয় যদি বালকের নাহি রয়
বাজারে যাইয়া করে যাহা করিবার নয়। *

দুই সপ্তাহ পরে আমি উক্ত মস্‌জিদে আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই ভালমানুষ-ওস্তাদটি অপসারিত হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে পূর্ব্বের দুর্দ্ধর্ষ ওস্তাদ আসিয়া আনন্দে জাঁকিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া "লা হাওলা" পড়িয়া বলিলাম, আবার ইব্‌লিস্‌কে ফেরেশ্‌তা-গণের ওস্তাদ কেন বানান হইয়াছে? একজন জ্ঞানী অভিজ্ঞ বৃদ্ধ নিকটেই ছিলেন; তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন,—

বাদ্‌শা সন্তানে নিজ দিয়াছিলা, পড়িতে
সোণার পানিতে লেখা সেলেটে আছিল তার,—
জনক বাসেন ভাল, কিন্তু তা'র চাইতে
গুরুর শাসন ভাল অবশ্য সহস্র বার। †

---

* ওস্তাদে মোয়াল্লেম চু বুয়াদ বে আজার্‌,
খরসক্‌ বাজন্দ্‌ কোদকাঁ দর্‌ বাজার্‌।

† পাদ্‌শাহে পেসর্‌ বমোক্‌তব্‌ দাদ্‌,
লওহে সিমিনশ্‌ বর্‌ কেনার্‌ নেহাদ্‌
বর সরে লওহে উ নবেশ্‌তা বজর্‌
জওরে ওস্তাদ্‌ বেহ্‌ জে মেহ্‌রে পেদর্‌!

এই গল্পটিতে শিক্ষাদান-পদ্ধতির বড় এক সমস্যার বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে। ছাত্রদের সহিত শিক্ষকের ব্যবহার কিরূপ হইবে, এ সম্বন্ধে দুইটী প্রবল মত আছে। পুরাতন মতটী এই যে, যে শিক্ষকের শাসন যত কঠোর, তিনি তত উপযুক্ত। Spare the rod and spoil the

(৩৮)

এক পরহেজগার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঘটনাক্রমে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াছিল। তাহার চরিত্র তেমন ভাল ছিল না ; সুতরাং নানারূপ বিলাস ব্যসনে সে গা ঢালিয়া দিল। সুরাপান, ব্যাভিচার ইত্যাদি কোনরূপ পাপকার্য্য করিতে সে পশ্চাৎপদ হইল না। দিবারাত্র পাপ-সহচরগণকে

---

child অর্থাৎ বেত ব্যবহার ত্যাগ করিলেই ছাত্রগণের মাথা খাওয়া হইবে, এই প্রবাদটি উক্ত মতের পরিপোষক। পক্ষান্তরে, এ সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, ছাত্রগণের সহিত শিক্ষকের ব্যবহার যতদূর সম্ভব ভদ্র, কোমল, সরল ও স্নেহপূর্ণ হইবে ? অর্থাৎ স্নেহের শাসন দ্বারাই তাহাদিগকে সুপথে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এমন কি, পড়াশুনাও ক্রীড়াচ্ছলে হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুগণের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, ইত্যাদি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে দিন দিন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইবে। কিণ্ডার গার্টেন, বয়েজ-স্কাউট ও কাবের প্রথা, সমস্তই প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে শিশুগণের মানসিক প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক ভাবে সুপথে পরিচালিত হইবার সুযোগ পায়। শাসনের চাপে ছাত্রগণের মনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখা আধুনিক শিক্ষাদান-নীতি অনুসারে কথনই সঙ্গত নহে। অনেকের মতে শারীরিক শাস্তি দান-প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা বলেন, এইরূপ শাস্তিদান Drustic measure of the idle teachers বা অলস শিক্ষকগণের অতি কঠোরতা ! পাঠ নানা উপায়ে ছাত্রগণের চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে হইবে ; তাহা হইলে তাহারা অন্য দিকে মন দিতে চাহিবে না। দক্ষ শিক্ষক অধ্যাপনার নিপুণতার প্রভাবে ছাত্রগণের মনে পাঠের প্রতি আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারেন, পাঠের মধ্যে তাহাদের অন্তঃকরণ নিমগ্ন রাখিতে পারেন। ছাত্রগণ পাঠে

লইয়া সে আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিত, এমন কোনই নেশা ছিল না, যাহা তাহারা করিত না। এই ভাবে সে দিনরা'ত দুই হাতে টাকা উড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। একদিন আমি তাহাকে উপদেশচ্ছলে বলিলাম,—বাবা, একটু বুঝিয়া-সুজিয়া খরচ কর। যাহার অপর্য্যাপ্ত নিয়মিত আয় আছে,

---

মনোযোগী না হইলে সে জন্য শিক্ষকই সমধিক পরিমাণে দায়ী। শিক্ষক উপদেশ ও নিজের চরিত্রের আদর্শ দ্বারা ছাত্রগণকে চরিত্রবান করিয়া তুলিবেন, শুধু বেত্রদণ্ডের প্রভাবে নহে। যখন-তখন শারীরিক ও অপমান-জনক শাস্তি দিলে ছাত্রগণের শৈশব হইতেই আত্মসম্মান-জ্ঞান ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, মন স্ফূর্ত্তি ও উদ্যমশূন্য হইয়া পড়ে। তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

আশা করি, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এই শেষোক্ত মতটীই অধিকতর সমীচিন। তবে শারীরিক শাস্তি একেবারে রহিত হওয়াও সঙ্গত নহে। বিশেষজ্ঞগণের মতে ছাত্রগণের একমাত্র ঔদ্ধত্ব ও অবাধ্যতার জন্যই শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে; অন্য কোন ক্ষেত্রে নহে। তবে একথাও ঠিক যে, শিক্ষককে প্রয়োজনমত গম্ভীর অথচ অমায়িক হইতে হইবে; ছাত্রগণ যাহাতে তাঁহার ইঙ্গিতে স্বেচ্ছায় পরিচালিত হয়, যাহাতে সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকে, এক কথায় discipline বা নিয়মানুবর্ত্তীতা যাহাতে ছাত্রগণ ঠিকভাবে মানিয়া চলে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে অধিক আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

শেখ সাদী এই গল্পে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি বিশিষ্ট যে দুই জন শিক্ষকের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহাদের কেহই আদর্শ, এমন কি শিক্ষকপদবাচ্য নহেন। সম্ভবতঃ মরক্কো দেশে তখন অন্য শিক্ষকের একান্ত অভাব হওয়াতেই পূর্ব্বের শয়তান প্রকৃতির শিক্ষককে আবার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শেখ সাদী তাহাকে দেখিয়াই "লা হাওলা" পড়িয়াছেন। এমন ব্যক্তি এক দিনের জন্যও শিক্ষকের আসনে বসিবার যোগ্য নহে।

কেবল সেই নিয়মিত ভাবে অধিক খরচ করিতে পারে। তেমন আয় না থাকিলে সঞ্চিত অর্থ অল্প দিনেই ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কা; তাহা হইলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িবার কথা।

আয় উপার্জ্জন নাহি রহে যদি, বুঝিয়া খরচ করিবে;
কি সুন্দর গান গেয়েছিল মাঝি একদিন!—
পাহাড়ের পরে বারি বরিষণ
নাহি হয় যদি দেখিবে,
বছরের মাঝে দেজ্‌লার * জল হবে লীন। †

জ্ঞানীর মত সংযমের সহিত দিন অতিবাহিত কর। এ সব অসার আমোদ প্রমোদ ত্যাগ কর। কারণ, এইরূপ করিতে করিতে যখন ধনভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিবে, তখন, খোদা না করুন, অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইবে, দশজনের সম্মুখে বিশেষ-ভাবে লজ্জিত হইতে হইবে।

লোকটি তখন আমোদ প্রমোদে বিভোর; আমার কথা কানে তুলিল না। বরং আমার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া

---

* চু দখ্‌লত্‌ নিস্ত্‌ খর্‌জ্‌ আহ্‌স্তা তর্‌ কুন্‌
কে মি গোয়্যান্দ্‌ মালাহানে সরুদে
ব কোহ্‌স্তাঁ আগার্‌ বারাঁ নাবারাদ্‌
বসালে দজ্‌লা গর্দ্দদ্‌ খোশ্‌ক্‌ রুদে!

† দেজ্‌লা = ইউফ্রেটিজ নদী

বলিল,—ভবিষ্যতের চিন্তায় বর্ত্তমান সুখশান্তি নষ্ট করা জ্ঞানী লোকের কার্য্য নহে।

ভাগ্যবান যাঁ'রা, স্বভাব যাঁ'দের মুক্ত
কষ্টের ভয়ে সহেন কি তাঁ'রা কষ্ট ?
করহ ফুর্ত্তি ! নহে ইহা উপ- যুক্ত
কা'ল তরে করা, আজিকার সুখ নষ্ট ! *

চারিদিকে আমার সুনাম সুখ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের ভিতর আমি এখন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমার বদান্যতা, দানশীলতা ও মহত্ত্বের কথা এখন সকলেই বিশেষ-রূপে অবগত আছে। এরূপ অবস্থায় আমি আমার হস্ত সঙ্কুচিত করিতে পারি না ; তাহাতে ইজ্জত সম্মান থাকিবে না।

ছখী ব'লে নাম যাঁ'র হয়েছে প্রচার
খরচ কমান নহে সমুচিত তাঁর।

দেখিলাম, আমার উপদেশে তাহার কোন উপকার হইল না ; সে আমার কথা গ্রাহ্যই করিল না। আমার এত

---

* খোদাঅন্দানে কাম্ ও নেক বখ্‌তী
চরা সখ্ তী বরন্দ্ আজ্ বীমে সখ্‌তী ?
বেরও শাদী কুন্ আয় ইয়ারে দিল্ আফ্রোজ্
গমে ফরদা না শায়দ্ খোর্দ্দন্ এম্‌রোজ্

যাঁহারা মুক্ত, অর্থাৎ সংসার-বন্ধন-শূন্য আজাদ-পুরুষ, তাঁহাদের সম্বন্ধেই এই বয়াতটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা কখনই সংসারী ব্যক্তির অপরিণামদর্শিতা ও অপব্যয়ের সমর্থক নহে।

আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশ তাহার লোহার মত দৃঢ় হৃদয়ের উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। তখন আমি উপদেশ দান হইতে ক্ষান্ত হইয়া জ্ঞানিগণের নির্দ্দেশিত পন্থা অবলম্বন করিলাম। তাঁহারা বলিয়াছেন,—

উপদেশ নীতি-কথা বলি' লাভ নাই,
যতন করিয়া নাহি করিলে শ্রবণ।
দু'দিন যাইতে দাও, দেখিবে সবাই,
শৃঙ্খল-আবদ্ধ তার যুগল চরণ!
তখন আক্ষেপ করি' কহিবে সদাই,
কেন না শুনিনু হায় জ্ঞানীর বচন! *

কিছুদিন চলিয়া গেল। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিল। দেখিলাম, সেই লোকটি দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিতেছে; শতছিন্ন জীর্ণ বাস পরিধান করিয়া কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। তাহাকে এইরূপ দুর্দ্দশায় নিপতিত দেখিয়া আমার হৃদয় খেদে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল! ভিক্ষুককে তিরস্কার করিয়া তাহার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া আর মানবোচিত কার্য্য বলিয়া মনে করিলাম না। নিজের মনেই বলিতে লাগিলাম,—

---

* গার চে দানী কে না শন্‌ওয়াদ মগোয়ে
হর্ চে দানী তু আজ্ নছিহত্ ও পন্দ্
দস্ত্ বর্ দস্ত্ মি জনদ্ কে দেরেগ্
না শনিদম্ হাদিসে দানেশ্‌মন্দ্

বে অকৃষ্ণ যা'রা, সম্পদ কালে ভাবে না,
এই ভাবে তা'র চিরদিন কভু যা'বে না।
দু'হাতে বিভব উড়াইয়া দেয় যেই জন
অচিরে সে জন দেখিবে ভীষণ অনাটন। *

---

(৬৯)

এক বাদ্‌শা তাঁহার পুত্রকে শিক্ষার জন্য এক দক্ষ ওস্তাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাদশা ওস্তাদকে বলিয়াছিলেন, ইহাকে এমন ভাবে দেখিবেন, যেন এ আপনারই পুত্র। এক বৎসর চলিয়া গেল, আশানুরূপ কোনই ফল হইল না। বালকটি কোন বিদ্যাই বিশেষ কিছু শিখিতে পারিল না। ইহাতে বাদশা বিরক্ত হইয়া একদিন উক্ত জ্ঞানী অধ্যাপককে তিরস্কারের স্বরে বলিলেন,—আপনার নিকট যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, আপনি তাহার কিছুই করেন নাই। আপনি নিজের ওয়াদার খেলাফ্ করিয়া অত্যন্ত নেমক হারামীর পরিচয় দিয়াছেন!

ওস্তাদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দুনিয়ার মালিক বাদশা

---

* হরিফে সেফ্‌লা দর্ পায়ানে মস্তী
নয়্যান্দেশদ্ জে রোজে তঙ্গ্ দস্তী
দরখত্ আন্দর্ বহারাঁ বর্ ফশানদ্
জমস্তাঁ লাজরম্ বেবর্গ্ মানদ্!

নামদারের মহান জ্ঞানের নিকট একথা নিশ্চয়ই গোপন নাই যে, শিক্ষা একই প্রকার প্রদত্ত হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর অন্তর একরূপ নয়। একই ওস্তাদ বহুসংখ্যক ছাত্রকে একই সময় একই বিষয় শিক্ষা দিলেও সকল ছাত্র ঐ শিক্ষা দ্বারা সমান ভাবে উপকৃত হয় না।

হীরক রতন- আকর যদিও
থাকে পাথরের ভিতরে,
সকল পাথর- ভিতরে কভু না
হীরক রতন জনমে।
আকাশ হইতে একি বারিধারা
ঝরে সব তরু উপরে,
সকল গাছে না ধরে একি ফল
প্রকৃতির স্থির- নিয়মে। *

---

(৭০)

প্রাণী-বিজ্ঞানসংক্রান্ত কেতাবে লিখিত আছে,—বিচ্ছু বা বিছা অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় জন্মগ্রহণ করে না। ইহারা মাতৃগর্ভে পূর্ণপরিপুষ্ট হইয়া মাতার উদর বিদীর্ণ করিয়া

---

* গর্‌চে সিম্ ও জর্ জে সঙ্গ্ আয়াদ্ হমী
দর্ হমা সঙ্গে নাবাশদ্ জর্ ও সিম্
বর্ হমা আলম্ হমী তাবদ্ সহীল্
জায়ে আম্বা মি কুনাদ্ জায়ে আদীম্!

বহির্গত হয় এবং বনে জঙ্গলে লুক্কায়িত হইয়া থাকে। হতভাগিনী বিচ্ছু-জননী তখনই মরিয়া যায়। আমরা সময় সময় যে বিচ্ছুর খোশা দেখিতে পাই, উহা ঐরূপ মৃত জননীরই দেহাবশেষ। আমি একদিন একজন বোজর্গ লোকের নিকট এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছিলাম; কথায় কথায় তিনি বলিলেন,—আমার মনে হয়, প্রকৃতির এই ব্যবস্থাটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। কারণ, উহারা শৈশবে নিজ জননীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, বড় হইয়া নিজ সন্তানগণের নিকট হইতেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার পায়। তাহারা যেরূপ তাহাদের মাতার উদর বিদীর্ণ করিয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের সন্তানগণও তাহাদের উদর বিদীর্ণ করিয়া উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবে। ইহাদের এইরূপ ব্যবহারের জন্যই জনসাধারণ ইহাদিগকে এত ভালবাসে!—অর্থাৎ দৈবাৎ ইহাদের একটিকে দেখিলে তখনই তাহাকে হত্যা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

মরণের কালে কয়েছিলা এক
পিতা তার প্রিয় সন্তানে,
এই উপদেশ ভুলিও না বাবা,
স্মরণ সতত রাখিও—
আপনার জনে ভাল নাহি বাসে
যে জন দুনিয়া জাহানে

জ্ঞানিগণ তারে ভাল নাহি বাসে
তা'র থেকে দূরে থাকিও। *

একজন নাকি একটি বিচ্ছুকে বলিয়াছিল, ওহে, তুমি শীতকালে গৃহের বাহিরে আস না কেন? সে উত্তর দিল,—গরম কালেই আমার যেরূপ আদর, তাহাতে শীতকালে আর কি বাহিরে আসিব! স্বভাব মন্দ হইলে তাহাকে কোন সময়েই কেহ চায় না।

---

(৭১)

এক দরিদ্র দরবেশের কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই খোদাতালার নিকট সন্তান কামনা করিতেন; একবার মানত করিলেন, খোদাতালা যদি আমাকে একটি পুত্র-সন্তান দান করেন, তাহা হইলে এই পরিহিত খেরকা ব্যতীত আমার আর যাহা কিছু আছে, সমস্তই দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিব। খোদাতালার অনুগ্রহে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। দরবেশ তাঁহার মানত অনুসারে

---

* পেস্‌রে রা পেদর্ অসিয়ত কর্দ্‌
কায় জওয়াঁমর্দ্দ্ ইয়াদগীর্ ইঁ পন্দ্
হর্‌কে বা আহ্‌লে খোদ্ ওফা নাকুনদ্
না শওয়াদ দোস্ত্ রুয়ে উ দানেশমন্দ্।

ফকিরদিগকে যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিলেন, তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে আমি সিরিয়া * ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিলাম। আমার উক্ত দরবেশ-বন্ধুটি যে পল্লীতে অবস্থিতি করিতেন, তথায় গিয়া তাঁহার সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, তিনি কারাগারে আবদ্ধ আছেন। এই সংবাদে আমি যা'রপর নাই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম,—সে কি! তাঁহার ন্যায় সৎব্যক্তি এমন কি করিয়াছেন, যে জন্য তাঁহার জেল হইয়াছে। সকলে বলিল,—তাঁহার পুত্র মদ খাইয়া মারামারি করিয়াছে, একজনকে খুন করিয়া এখন কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। তাহাকে ধরিতে না পারিয়া সরকার তাহার পরিবর্ত্তে তাহার পিতাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ও নানারূপে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতেছেন; উদ্দেশ্য, এই সংবাদ শুনিলে আসামী হয় ত ধরা দিবে। আমি দীর্ঘনিশ্বাস্ ফেলিয়া বলিলাম,—দরবেশ এই বিপদ খোদা তালার নিকট যথা সর্ব্বস্ব মানত করিয়া তবে লাভ করিয়াছেন!

প্রসবের কালে প্রসব করেন জননী
সাপ যদি, তাহা ভাল শত গুণ তবুও,

* শামদেশ

কু পুত্র হইতে সন্দেহ নাই কখনি,
মতভেদ তা'তে হ'বে না জ্ঞানীর কভুও। *

---

(৭২)

একবার হাজীদের কাফেলার মধ্যে ভীষণ ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছিল। এই কাফেলার সকলেই পায় হাটিয়া আসিতে-ছিল। এ দোয়াপ্রার্থী দীনও তাহাদের সঙ্গে ছিল। ঝগড়া ক্রমশঃ এমনই তুমুল হইয়া উঠিল যে, পরস্পরকে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা সকলেই ক্রোধান্ধ হইয়া যেন মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বসিল! এই সময় একজন ভদ্র লোক এই স্থানের নিকট দিয়া উষ্ট্রে আরোহন করিয়া যাইতে-ছিলেন। তিনি হাজীদের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীকে কৌতুক করিয়া বলিলেন,—শতরঞ্জ্ খেলায় দেখিয়াছি, হস্তী-দন্ত নির্ম্মিত পেয়াদা নিজ ঘর হইতে বহির্গত হইয়া উজিরের ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে, তখন সেও উজিরের ক্ষমতা-গৌরব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সমস্ত

---

* জানানে বাব্দার্ আয় মর্দ্দে হুশিয়ার
আগর্ অক্তে বেলাদত্ মার্ জায়ন্দ্
আজাঁ বেহ্তর্ বনজ্দিকে খেরদ্মন্দ্
কে ফর্জন্দানে না হাম্ওয়ার জায়ন্দ্।

পেয়াদা হাজীর কাফেলা* বহু মন্‌জিল অতিক্রম করিয়া খোদার ঘর কাবা শরিফ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; তথাপি ইহাদের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই, বরং ইহারা অধিকতর দুষ্ট ও জঘন্য-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে!

আমার তরফ হ'তে বল সেই হাজীরে
অপরের মনে ব্যথা দিতে যার নাহি ভয়,
খোঁজে যারা অপরের অপবাদ-রাজীরে,
নীচ যারা, হীন যারা, হাজী তারা কভু নয়!
হাজীর স্বভাব উটে, বহিতে সে রাজী রে
অপরের বোঝা পিঠে; কতই যাতনা সয়! †

---

(৭৩)

একটি লোকের চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় সে চিকিৎসার জন্য একজন পশু-চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। বেচারা গো-বন্য পশুর চক্ষুতে যে ঔষধ দিবার

---

* যাহারা পদব্রজে ভ্রমণ করে, তাহাদিগকে পেয়াদা বলে; দাবা বা শতরঞ্চ্ খেলায় রাজা, উজির, গজ, কিশ্‌তি ইত্যাদির ন্যায় পেয়াদা একটি গুটির নাম।

† আজ্ মন্ বোগো হাজিয়ে মর্দম্ গজায়ে রা
কো পুস্তিনে খল্‌ক্ ব আজার্ মী দরদ্
হাজী তু নিস্তী শোতর্‌স্ত্ আজ্ বরায়ে আঁ কে,
বেচারা খার্ মী খোরদ্ ও বার্ মী বরদ্!

কথা, তাহাই তাহার চক্ষুতে প্রয়োগ করিল। তাহার ফলে সে অন্ধ হইয়া গেল। সে একান্ত ক্ষোভে ও দুঃখে কাজীর নিকট গিয়া চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কাজী উভয় পক্ষের সমস্ত কথা শুনিয়া চিকিৎসককে বেকসুর খালাস দিলেন। তিনি তাঁহার রায়ে লিখিলেন,—ফরিয়াদী নিজেই একটি গর্দ্দভ, গর্দ্দভ না হইলে সে মানবের চিকিৎসার জন্য পশু-চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইত না। পশুর চক্ষুতে পশুর ঔষধই প্রয়োগ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে কোন দোষ হয় নাই! এ গল্পটি হয় ত কাল্পনিক, কিন্তু ইহাতে একটি অমূল্য উপদেশ আছে। যে ব্যক্তি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে কোন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার ন্যস্ত করে, তাহাকে বিশেষভাবে অনুতাপ ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। এই ক্ষতির জন্য নিয়োগ কর্ত্তাই দায়ী, যে কাজ করে সে নহে। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য প্রদান করা উচিত।

যে যেমন লোক তারে সেইরূপ কাজ দাও,
ছোট জনে বড় কাজ নাহি দেন জ্ঞানিগণ,
চাটাই যে জন বোনে শত চেষ্টা করিয়াও
বুনিতে রেশমী-বাস পারিবে না কদাচন। *

---

* না দেহদ্ হোশ্‌মন্দে রওশন্ রায়ে
বফেরো মায়াহ্ কারহায়ে খতীর্
বুরিয়া বাফ্ গার্‌চে বাফন্দা আস্ত্
না বরন্দশ্ ব কারগাহে হরীর্!

(৭৪)

একবার খোরাসানের অন্তর্গত বল্‌খ্‌ সহর হইতে কয়েকজন সিরিয়াবাসীর সহিত আমি একত্রে আসিতেছিলাম। পথে অত্যন্ত দস্যু-তস্করের ভয়। একজন দীর্ঘদেহ বলশালী যুবক আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া জুটিল। সে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত, দশজন বীর পুরুষও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে। তাহার পদভরে যেন পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। ঢাল, তলোয়ার, তীর, ধনু ইত্যাদি যাবতীয় যুদ্ধসজ্জায় সে সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, সে চিরজীবন ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত পালিত! সময়ের কঠোরতা সে কখনো সহ্য করে নাই—বীরগণের হুহুঙ্কার নাদ, যুদ্ধের ভীষণ দুন্দুভি-ধ্বনি কখন তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই। রক্ত-পিপাসু তরবারি-ফলকের বিজলি ঝলক কখনই তাহার নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় নাই! সে জীবনে কখনই আততায়ীর সম্মুখীন হয় নাই, শত্রুহস্তে বন্দী হয় নাই, যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে তাহার কোন দিনই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

আমরা একসঙ্গে যাইতেছিলাম। উক্ত বীর পুরুষটি সদম্ভে অগ্রসর হইতেছিল। আমাদের সম্মুখে যে কোন পুরাতন প্রাচীর দৃষ্ট হইতেছিল, সে তাহা পদাঘাতে উৎখাত করিয়া ফেলিতেছিল। বড় বড় বৃক্ষ বাহুবলে উপড়াইয়া ফেলিতেছিল!

সময় সময় সে গর্ব্বভরে বলিতেছিল,—আমার সম্মুখে উন্মত্ত হস্তীই আসুক, আর ভীষণ ব্যাঘ্রই আসুক, কাহাকেও গ্রাহ্য করি না।

আমরা কয়েকদিন এই ভাবে চলিয়াছি, একদিন হঠাৎ একটি প্রস্তর-স্তূপের অন্তরাল হইতে দুইজন দস্যু আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের একজনের হস্তে প্রকাণ্ড একখানি লাঠি, অন্যজনের হস্তে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড। তাহারা আমাদের প্রাণহননে উদ্যত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বীর যুবকটী প্রাণভয়ে একদিকে দৌড় দিল! আমি বলিলাম,—কিহে, পলাইতেছ কেন? শত্রু যে আসিয়া পড়িয়াছে। যা কিছু বীরত্ব থাকে এই ত তাহা প্রদর্শনের সময়।

চাহিয়া দেখি, যুবকের হস্ত হইতে তীর ধনুক ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে। তাহার হাড়ের ভিতরে পর্য্যন্ত যেন কম্পন প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত সাহস, শক্তি ও বীরত্ব কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল। আমরা নিরুপায় হইয়া আমাদের নিকটে যাহা কিছু ছিল সমস্তই, এমন কি বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত দস্যুদিগকে দান করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া নিরাপদে সরিয়া পড়িলাম।

অভিজ্ঞতা যা'র বহু বছরের
তারে বড় বড় কাজ দাও;

বিজ্ঞ শিকারীর কুটীল- কৌশলে
ধরা পড়ে বাঘ ভয়ঙ্কর !
হাতীর মতন মহা বলশালী
বীর বপু কেহ রাখিয়াও
সমরের কালে হয় ভ্যাবা চ্যাকা,
কাঁপে ভয়ে দেহ থর্ থর্ !
লড়া'য়ের যত আছে মা'র পেঁচ
বিজ্ঞ সেনাপতি বুঝে তা'
সুদক্ষ উকিল মাম্‌লার পেঁচ
বুঝে রে যেমন সত্বর। *

---

* বকার হায়ে গেরাঁ মর্দ্দে কার্ দিদা ফেরেস্ত্,
কে শেরে শর্‌জা দর্ আরদ্ বজেরে খম্‌কমন্দ্
জওয়াঁ আগার্ চে কবি বাল্ ও পীলতন্ বাশদ্
বজঙ্গে দুশ্‌মনশ্ আজ্ হওল্ বেগসলদ্ পয়ন্দ্ ;
নবর্দ্দ্ পেশে মোছাফ্ আজমুদা মালুম্ আস্ত,
চুঁনাকে মোসালায়ে শরা' পেশে দানেশ্‌মন্দ্ ।

সা'দীর তর্ক-যুদ্ধ

দারিদ্র্য ও ধনবত্তা

(৭৩)

একদিন কোন সভায় এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম। তাহার বাহিরের বেশটি ছিল ঠিক দরবেশদের অনুরূপ, কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। সে কথায় কথায় ধনী লোকদিগের নিন্দা করিতেছিল; তীব্রভাবে তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিল। বলিতে বলিতে সে এতদূর বলিয়া ফেলিল যে, দরিদ্রগণ দরিদ্রতার জন্য কিছুই করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ধনীগণের কিছু করিবার প্রবৃত্তিই নাই।

দয়া যার আছে তার কাছে টাকা নাই রে!
ধনীর হৃদয়ে দয়ার নাহিক ঠাঁইরে!

আমি অনেক সময় ধনিগণের অর্থানুকুল্যে প্রতিপালিত; সুতরাং এই সমস্ত কথা আমার ভাল লাগিল না। তাহার মন্তব্যগুলি বড়ই কঠোর বলিয়া মনে হইল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—বন্ধু, ধনিগণের এতটা নিন্দা করিও না; তাহারাই অনেক সময় দরিদ্রদের জীবিকার হেতু। যাঁহারা নিভৃতে বসিয়া খোদার সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন

ধনিগণের নিকটেই তাঁহাদের ধন-ভাণ্ডার। তাহারাই হাজী, মোসাফের, এতীম, মিস্‌কিন্ ইত্যাদির আশ্রয়স্থান। যখন দেশের সম্মুখে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারাই তাহার ভার গ্রহণ করেন। অন্যের জন্য তাঁহারা সততই দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। অধীনস্থ ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে না খাওয়াইয়া তাঁহাদের অনেকেই আহার করেন না। কোন একটি বড় কাজ ধনিগণের সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। ধর্ম্ম সংক্রান্ত অধিকাংশ কার্য্য করিতেও অর্থের আবশ্যক। দরিদ্রগণ ধর্ম্মের অনেক কাজ করিতেও সমর্থ নহে!

ধনীরা করেন, দান খয়রাত,
হাদিয়া কোরান, কোর্‌বানী,
জাকাত ফেত্‌রা, ছদ্‌কা ; আদরে
খাওয়ান সবায় মেহ্‌মানী!
ও দুই রাকাত নামাজ ব্যতীত
কি তব সম্বল আছে হে
ইহাতেই তব এত অহঙ্কার!
ইহাতেই এত কের্দ্দানী। *

---

* তওয়াঙ্গার্‌ রা অকৃফস্ত্ ও নজর্ ও মেহ্‌মানী
জাকাত্ ও ফেত্‌রা ও হাদিয়া কোর্‌বাণী
তু কয় বদওলত্তে ইশাঁ রসি কে নাদানী
জুজইঁ দো রাকাত ও আঁ হম্ বছদ্ পেরেশানী!

যদি দানশীলতার মহত্ব স্বীকার কর, যদি ধীর, প্রশান্তভাবে খোদাতা'লার উপাসনা করার উপকারিতা স্বীকারে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তোমাকে ধন সম্পদের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হইবে। টাকা পয়সা না থাকিলে দানশীলতা সম্ভবপর নহে, টাকা পয়সা না থাকিলে মনে শান্তি থাকে না!

পবিত্র মাল, পবিত্র বস্ত্র, প্রশান্ত অন্তঃকরণ, উপাসনার সামর্থ্য, সমস্তই অর্থসম্পদের উপর নির্ভর করে। শূন্য উদরে এবাদতের সামর্থ্য কোথা হইতে আসিবে? শূন্য-হস্ত হইতে কোনই মনুষ্যত্বের কার্য্য সম্ভবপর নহে। পদদ্বয় আবদ্ধ থাকিলে গমন সম্ভবপর হয় না। উদরে ক্ষুধা থাকিলে কোন কাজই হইতে পারে না। যাহার প্রাতের আহারের ব্যবস্থা না থাকে, তাহার রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না।

রা'তে ঘুম তা'র হয় না
ঘরে চা'ল যা'র রয় না!
পিপীলিকা করে সঞ্চয়
তাই শীতে তা'র নাই ভয়!
আরামে কাটায়, কোথায়ও না যায়,
কোনই অভাব সয় না। *

---

* শব্ পারাগান্দা খোস্পদ্ আঁকে পদীদ্
নাবুয়াদ্ অজেহ্ বাম্‌দা দানশ্
মুর্ গের্দ্দ্ আওয়ার্দ্দ্ বতাবেস্তান্
তা ফারাগত্ বুয়দ্ জামস্তানশ্!

অনাহারে থাকিলে মনে শান্তি থাকিতে পারে না, অভাবের মধ্যে চিত্তের স্থিরতা সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি পরম শান্তি ও তৃপ্তির সহিত নৈশ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত যে ব্যক্তি নৈশ আহারের অভাবে ক্ষুণ্ণমনে বসিয়া থাকে, তাহার তুলনা হইতে পারে না।

পেটের যাহার রয়েছে জোগাড়
একমনে ডাকে খোদারে;
কি খা'বে তা যার ঠিক নাই তা'র,
মনও অস্থির সদা রে! *

অতএব একথা বুঝা যাইতেছে যে, ধনীদের এবাদত সহজেই কবুল হয়। কারণ, তাঁহারা প্রশান্তভাবে একাগ্রচিত্তে খোদাকে ডাকিতে পারেন। দরিদ্রগণের মত তাঁহাদের অন্তর অভাবের তাড়নায় সর্ব্বদা নিপীড়িত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নহে। আরবে একটি কথা আছে,—খোদাতা'লা যেন উদ্বেগ ও অনাহার হইতে, এবং শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী হইতে রক্ষা করেন। হাদিস শরীফে আছে, হজরত মোহাম্মদ (স) বলিয়াছেন, অভাব ইহকালে ও পরকালে মানুষের বদনমণ্ডল কালিমাময় করিয়া ফেলে।"

আমার কথায় বাধা দিয়া দরবেশ সরোষে বলিয়া উঠিল,— "হজরতের ঐ হাদিসটি শুনিয়াছ, কিন্তু এই হাদিসটি কি শুন

---

* খোদাঅন্দে রুজী বহক্ মোশ্‌তাগিল্
পারাগান্দা রুজী পারাগান্দা দিল্

নাই, যে, তিনি বলিয়াছেন,—"আল্ ফাক্‌রো ফাক্‌রী" অর্থাৎ দরিদ্রতাই আমার গৌরব! আমি বলিলাম, ওহে, চুপ কর! হজ্‌রতের এই হাদিসটীর লক্ষীভূত কাহারা, তাহা কি জান? যে সমস্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্তোষের নন্দনোদ্যানে বাস করেন, যাঁহারা স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে বিপদের তীরের লক্ষীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের স্বেচ্ছাবরিত দরিদ্রতাই গৌরবের বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা বোজর্গ লোকের খিরকা পরিধান করে, অথচ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করে না, তাহাদের দরিদ্রতা কখনই গৌরবের বস্তু হইতে পারে না, বরং তাহা ঘৃণ্য, শত ঘৃণ্য!

ঢোলের যেমন আওয়াজ সম্বল,
পেটের ভিতর শূন্য,
তোমার মতন সুফীও তেমন
শুধু অহমিকা- পূর্ণ!
কাহারো নিকট চাহিও না কিছু
মানুষ যদ্যপি হও হে,
হাজার দানার তস্‌বী টিপিয়া
মিছামিছি নাই পুণ্য!

---

* আয় তব্‌লে বলন্দ্ বাঙ্গ্ দর্ বাতেন্ হিচ্
বেতোশা চে তদবীর্ কুনী অক্তে পসিচ্
রুয়ে তামা' আজ্ খল্ক্ বে পীচ্ আর্ মর্দ্দী
তস্‌বিহে হাজার দানা বর্‌দস্ত্ মপীচ্।

যে ফকিরের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনা নাই, প্রকৃত মা'রেফাত যে হাসেল করিতে পারে নাই, সে প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া চলিয়া থাকে। অনেক সময় সে লোভের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া বসে ; এমন কি, কাফেরীর মধ্যে নিপতিত হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। তাই হাদিস শরীফে আছে, ফকিরী কাফেরীর সন্নিকটবর্ত্তী। টাকা না থাকিলে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা যায় না, বন্দীকে মুক্ত করা যায় না। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণের সাহায্য সহানুভূতি করিতে, তাহাদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে অর্থের আবশ্যক। যে দান করে, তাঁহার মহিমা সর্ব্বদাই দান গ্রহণকারীর উপরে। * লোকের নিকট কোন কিছু গ্রহণ করিলেই মস্তক আপনাআপনি নত হইয়া পড়ে। সম্পদের মূল্য সর্ব্বত্রই। তুমি কি জান না, যে, খোদাতা'লা কোরান শরীফে বলিয়াছেন, তিনি পরকালে সৎলোকদের জন্য বেহেশ্‌তে কত সম্পদ নিয়ামত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। জগতে সকলেই সুখশান্তির, বিভব সম্পদের প্রার্থী, তাই বেহেশ্‌ত ও সুখ শান্তিতে, নানা নিয়ামতে পূর্ণ।

পিপাসিত জন নিরখে স্বপন

নয়নে

---

* দাতার হস্ত গ্রহীতার হস্তের উপরে (কোরান শরিফ)।

জলে জলময় যেন সমুদয়
ভুবনে *

যখন আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছিলাম, তখন দরবেশের ধৈর্য্যের রজ্জু তাহার হস্ত হইতে অপসারিত হইয়া গিয়াছিল। সে তাহার রসনা রূপ খরধার অসি উন্মুক্ত করিল এবং বক্তৃতার অশ্ব রূঢ়তার বন্ধুর, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রধাবিত করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—বড় লোকদের প্রশংসায় তুমি এমনই পঞ্চমুখ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই এক দিক হইতে বকিয়া যাইতেছ যে, শুনিলে মনে হয়, যেন তাহারা একেবারে সর্ব্ববিধ শোকতাপ-বিনাশক তরিয়াক পাথর! যেন বিশ্বের সমস্ত লোকের জীবিকার ঘরের চাবি তাহাদেরি হস্তে! কতকগুলি অহঙ্কারী, গর্ব্বোন্মত্ত মানব—যাহারা সমস্ত লোককে ঘৃণা করে, ধরাকে শরা মনে করে, তুমি তাহাদেরই কেনা গোলাম বনিয়া গিয়াছ। এই হতভাগ্যগুলি নিজেদিগকে এমনই বড় মনে করে যে, কেহ সোপারেশ না করিলে সাধারণের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে চাহে না। অবজ্ঞার সহিত ব্যতীত ইহারা কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। ইহারা ওলামা-দিগকে ভিক্ষুক বলিয়া উপহাস করে, ফকিরদিগকে অভাবের জন্য বিদ্রূপ করে! ধনের গর্ব্বে মত্ত হইয়া ইহারা বৃথা অভিমানে স্ফিত হইয়া বেড়ায়! সভার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান

---

* তেশ্‌না গাঁয়া নোমায়াদ্ আন্দর খাব্
হামা আলম্ বচশ্‌ম চশমায়ে আব্

গ্রহণ করে! কাহারো সম্মুখে মস্তক নত করিতে, সাধারণ-শিষ্টতা প্রদর্শন করিতে পর্য্যন্ত ইহারা অভ্যস্ত নহে! শুধু টাকা থাকিলেই লোকে বড়লোক হইতে পারে না। ইহারা জানে না যে, বড় বড় বোজর্গ লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন,—যাহার শুধু বিভব সম্পদ আছে, কিন্তু খোদার পথে সাধনা নাই, দেখিতে বড় হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে অতি ক্ষুদ্র, অতি হেয়!

টাকার দেমাগে যে অবোধ করে
আলেম জনেরে উপহাস
মানব সে নয়. গর্দ্দভ নিশ্চয়,
নরকে তাহার হ'বে বাস! *

আমি বলিলাম, ইহাদের এরূপ নিন্দা করিও না! ইহারা দাতা, ইহারাই দানশীল। সে বাধা দিয়া বলিল,—ওহে, না, না; ভুল বলিতেছ। ইহারা অর্থের দাস! সেই মেঘে কি উপকার, যাহা হইতে বারি বর্ষণ হয় না? সেই সূর্য্যে কি কল্যাণ, যাহা কখনই কিরণ দান করে না! বায়ু-গতি অশ্বে শুধু ছওয়ার হইলেই কোন লাভ নাই, যদি সে অশ্ব এক পদও অগ্রসর হইতে না পারে! এই সব ধনীরা খোদার উদ্দেশ্যে কোন কাজই করে না! তোষামোদ ও স্বার্থসিদ্ধির আশা

---

* গর বেহুনার্ বমাল্ কুনাদ্ কেব্ ব্ বর্ হাকিম্
কোনে খরশ্ শোমার আগার গাওএ আম্বারস্ত্

ব্যতীত ইহারা একটী পয়সাও দান করে না! কষ্ট করিয়া ইহারা উপার্জ্জন করে, উদ্বেগের সহিত রক্ষা করে এবং আক্ষেপের সহিত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়! বোজর্গ লোকেরা বলিয়াছেন,—বখিল নিজে যখন মাটীর ভিতরে যায়, তখনই তাহার সঞ্চিত টাকা মাটী হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে! হতভাগ্য নিজে এক পয়সাও খরচ করিতে পারে না।

কত দুখ কত কষ্ট সহিয়া
একজনে করে সঞ্চয়
বিনা দুখে বিনা- কষ্টে সহজে
অপরে আসিয়া সব লয়। *

আমি বলিলাম,—ধনিগণ দুখী কি বখিল, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে! ভিক্ষুকই বলিতে পারে, কে কেমন দানশীল, কে কেমন ব্যয়কুণ্ঠ! যাহার লোভ নাই, যে কাহারো নিকটে কিছুই প্রার্থনা করে না, তাহার নিকট দাতা ও কৃপণ সকলেই সমান। কে দাতা, কে কৃপণ, সে সে সন্ধান জানিতে পারে না! সোণা কিরূপ, তাহা পোদ্দার কষ্টি পাথর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারে; কে দাতা, কে কৃপণ, তাহাও ভিক্ষুক বলিতে পারে। তুমি ইহাদিগকে ভিক্ষার জন্য বিরক্ত না করিলে কখনই ইহারা দাতা কি কৃপণ তাহা বুঝিতে পারিতে

---

* বরঞ্জ্ ও সায়ী কসে নিয়ামতে বচঙ্গ্ আরদ্
দিগর্ কস্ আয়দ্ ও বেরঞ্জ্ ও সায়ী বর্দারদ্

না। ভিক্ষা পাও নাই, ইহাই বুঝি তোমার রাগের কারণ ?

সে উত্তর করিল,—না হে, তাহা নহে। আমি অনুমান করিয়া ইহা বলিয়াছি। সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, কঠোর-হৃদয় রূঢ়ভাষী দারওয়ান ও প্রহরিগণ ইহাদের বাটীর ফটক আগুলিয়া বসিয়া থাকে। তাহাদের জন্য কোন দরিদ্র অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি ইহাদের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না। ইহারা কাহারো কোন তওয়াক্কা রাখে না। কত শান্ত, শিষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ মহৎ ব্যক্তির স্কন্দের উপর ইহারা অত্যাচারের হস্ত প্রসারিত করে, অবমাননার বিষাক্ত সারকে তাঁহাদের হৃদয় বিদ্ধ করে! কেহ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলিয়া দেয়, তিনি বাটীতে নাই। তাহারা ঠিকই বলে ; কারণ ;—

নাই যার জ্ঞান বুদ্ধি মায়া ও মমতা,
থাকিলেও নাই সে ত প্রকৃত এ কথা! *

আমি বলিলাম, তোমার কথা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন কেন, জান? ভিক্ষুকগণের নির্ম্মম অত্যাচারে তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে, অসংখ্য প্রার্থীর সোপারেশপত্রের চোটে তাঁহাদের করুণ আর্ত্তনাদ

---

* আঁরা কে আক্ল্ ও হেম্মত্ ও তদ্বীর্ ও রায়ে নিস্ত্
খোশ্ গোফ্ত্ পর্দাদার্ কে কস্ দর্ সরায়ে নিস্ত্

আকাশ বিদীর্ণ করে, তাই তাঁহারা নিরুপায় হইয়া আপনা-দিগকে বাঁচাইবার জন্য দ্বারে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মরুভূর বালি সব হইলে রতন
ফকিরের চক্ষু বুঝি হইত পূরণ ! *

লোভীর নয়ন ভবের বিভবে
পূর্ণ কভু না হয়,
শিশিরের জলে নাহি পূরে কূপ ;
জানিবে হে মহাশয় ! †

নিশ্চয় জানিও, যাহারা অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে জীবন অতি-বাহিত করিতেছে, তাহারাই লোভের বশীভূত হইয়া ভয়ানক ভয়ানক পাপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। তাহার পরিণাম কত ভীষণ হইতে পারে, সে চিন্তা তাহাদের মনে থাকে না ! লোভে লোক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। কোন্ কার্য্য সঙ্গত, কোন্ কার্য্য অসঙ্গত, সে বিচার লোভীর মনে থাকে না।

---

* দিদায়ে আহ্‌লে তমা ব নিয়ামতে দুনিয়া
পোর্ না শওয়াদ্ হামচুনাঁকে চাহ্‌ বশব্‌নম্।

† আগর রেগে বিয়াবান্ দোর্ শওয়াদ্
চশমে গদায়াঁ পোর্ শওয়াদ্ !

কুকুরের শিরে পাথর ফেলিয়া মারিলেও
ভাবিয়া অস্থি উঠিবে সে নাচি' হরষে !
কাফনের মাঝে মৃত দেহ ঢাকা থাকিলেও
ভাবিবেক লোভী খানা বুঝি মিষ্ট তর সে। *

আমি বৃথা তর্ক করিতে, যুক্তির জটিলতা সৃষ্টি করিতে চাই না। ভাই, তোমাকেই সালিশ মানিতেছি ; তুমি একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহারা দাগাবাজী করিয়া হাতে হাতকৌড়ি পরিয়াছে, চুরি ডাকাতী করিয়া জেলে পচিতেছে, নানারূপ অপকর্ম্মে যাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই অভাবে নিপীড়িত ; দারিদ্র্যের তীব্র নিপীড়নে তাহারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে নাই। অভাবের তাড়নায় কত কত বীর-হৃদয় পাপের কুহকে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ! মানবের যে সমস্ত কামনার, যে সমস্ত প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি ইস্‌লাম অনুমোদন করে, মানব-ধর্ম্ম অনুমোদন করে, অভাবের জন্যই তাহা সম্ভবপর হয় না। ইহার জন্য কত অনাচার ও ব্যভিচারে মানব-সমাজ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, হে দরবেশ, তুমি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছ কি ? ধনিগণ অর্থের

---

* সগেরা গর্ কলুখে বর্ সর্ আয়াদ্
জে শাদী বর্ জাহাদ্ কাঁ ওস্ত্‌খানিস্ত্
আগর্ নাশে দোকস্ বর্ দোশ্ গীরন্দ্
লাইমোত্তবা পিন্দারদ্ কে খানিস্ত্

সাহায্যে অন্তরের কামনা বৈধভাবে পূর্ণ করিতে পারেন, সুতরাং নীতিবিরুদ্ধ পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে হীনতা ও নীচতার ক্লেদ-পঙ্কে নিপতিত হইতে হয় না! সাধারণতঃ কপর্দ্দকশূন্য ব্যক্তিগণই নানাবিধ অপকর্ম্মে বিজড়িত হইতে বাধ্য হয়। অভাবের সময় লোকের হালাল হারাম জ্ঞান থাকে না। অভাবে স্বভাব নষ্ট, ইহা সকলেই জানে।

ক্ষুধার্ত্ত কুকুর মাংস পাইলে ভাবে না,
খা'বে কিংবা তাহা খা'বে না;
দজ্জালের গাধা অথবা ছালের * উট সে
এ সব বিচার করিতে সে কভু যা'বে না! †

ক্ষুধা-নিপীড়িত ভিক্ষুক হালাল হারাম তমিজ করিতে পারে না; যাহা সে সম্মুখে পায়, তাহাই খাইয়া থাকে।

ক্ষুধার জ্বালায় পরহেজ ভাই, থাকে না
ফকির তাহার তাকোয়া কিছুই রাখে না। (১)

ভাল কথা,—তুমি বলিতেছিলে, ধনিগণ দরিদ্রদিগকে তাঁহাদের বাটীতে ঢুকিতে দেন না, দ্বারে কঠোর পাহারা

---

* ছালে (আঃ) একজন বিখ্যাত পয়গম্বর ছিলেন।

† চুঁ সগে দরেন্দা গোশ্‌ত্‌ ইয়াফত্‌ না পোর্‌সদ্‌,
কিঁ শোত্‌রে ছালেস্ত্‌ ইয়া খরে দজ্জাল্‌।

(১) বা গোর্‌সঙ্গী কুয়তে পরহেজ্‌ নমানদ্‌
আফ্‌লাস এনান্‌ আজ্‌ কফে তাকোয়া বে সেতানদ্‌।

বসাইয়া রাখেন। তাহার কারণ কি, বুঝিতে পার নাই ? হাতেম তায়ী অত্যন্ত দাতা ছিলেন। সমগ্র জগতে তাঁহার দানের সুখ্যাতি আছে। তিনি বনের মধ্যে একটি সামান্য স্থানে বাস করিতেন ; তাই দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের অত্যাচার তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নাই ; তাই তিনি তাঁহার দানশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। যদি তিনি কোন জনবহুল সহরে বাস করিতেন, তাহা হইলে এই সব ফকির ও ভিক্ষুকদের প্রতাপে দুই দিনের মধ্যেই তাঁহাকে ভিটেছাড়া হইয়া যাইতে হইত। ফকিরেরা তাঁহার শরীরের বস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইত! তৈয়াবাত নামক পুস্তকে লিখিত আছে,—একজন দাতা ফকিরদের অত্যাচারে হতাশ হইয়া বলিতেছেন;—কোন বস্তু কাহাকেও স্বেচ্ছায় দান করিলে তবেই ছওয়াবের আশা করা যাইতে পারে ; কিন্তু এই ফকিরের দল আমাকে ত্যক্তবিত্যক্ত করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব লইবার আয়োজন করিতেছে। এইরূপ অনিচ্ছার সহিত, বিরক্তির সহিত কোন জিনিস দান করিলেও তাহাতে কোন পুণ্য নাই। ফকিরগণ ক্রমাগত বিরক্ত করিয়া আমার স্বেচ্ছাকৃত দান দ্বারা পুণ্য লাভের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আমার নিকট আর দান প্রাপ্তির আশা করিও না ; এরূপ দানে কিছুমাত্র উপকার নাই।

ফকিরের দল দেয় না আমায়
লভিতে দানের পুণ্য,

কি করিব হায় আমি মিরুপায়,
নিরাশায় মন ক্ষুন্ন ! *

দরবেশ বলিল,—'না না, ওসব কথা কিছুই নহে। ধনীদের অবস্থা চিন্তা করিয়া, তাহাদের প্রতি আমার দয়া হয়! হতভাগাগণ ইচ্ছা করিলে পরকালের জন্য প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে ইহাদের মন নাই। ইহারা ক্রমাগত ধনসম্পত্তি আগুলিয়া জীবন কাটায়; তাহার কোনই সদ্ব্যবহার করে না।" আমি বলিলাম, তোমার দয়া হয় না, বরং হিংসা হয়, তাই বল। আমরা উভয়ে এইরূপ তর্কে প্রবৃত্ত ছিলাম; বলিতে কি, একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। সে যে "পেয়াদা" চালিতেছিল, আমি তাহার গতিরোধ করিতেছিলাম, সে রাজা চালিলে আমি রাজাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। চা'লের উপর ক্রমাগত চা'লের লড়াই * চলিতেছিল! দলিলের উপর দলিল, প্রমাণের উপর প্রমাণ আমরা উভয়েই আনয়ন করিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে উহার থলির যাবতীয় উপকরণ ফুরাইয়া আসিল; তর্ক-যুদ্ধের ধারাল যুক্তির তীরগুলি নিঃশেষ হইয়া পড়িল!

---

* দর্ মন্ মঙ্গর্ তা দিগরাঁ চশ্ম্ নাদারন্দ্
কেজ্ দস্তে গাদায়াঁ না তওয়াঁ কর্দ্ সওয়াবে।

* এস্থলে দাবা বা সতরঞ্জ্ খেলার গুটির চা'লের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

যাহা হউক, যখন দরবেশের আর কোন যুক্তি অবশিষ্ট থাকিল না, সে একান্তই অপদস্থ হইয়া পড়িল, তখন সে শারীরিক শক্তি প্রয়োগে তর্কের সোজা মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইল। মূর্খগণের নিয়ম, তাহারা তর্কক্ষেত্রে যুক্তিতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে শত্রুতা করিতে আরম্ভ করে, পশু-বল প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হয় না। কোরাণ মজিদে আছে, আজর যখন তাহার পুত্র হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সহিত প্রতিমাপূজার বৈধতা সম্বন্ধে তর্ক-যুদ্ধে যুক্তিতে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, তখন তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক, আমার বিপক্ষ দরবেশটি তর্কে পরাস্ত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ আমাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল; আমিও তাহাকে কড়া কথা শুনাইয়া দিলাম। সে আমার ঘাড় ধরিল, আমিও তাহার মুখে উত্তম-মধ্যম ঘুসি লাগাইয়া দিলাম। ক্রমে—

আমার উপর পড়িল সে, আমি
পড়িলাম তার উপরে,
জড় হ'ল সবে দেখিতে লড়াই,
উঠিল চৌদিকে হো হো রব!
এমন লড়াই বুঝি দেখে নাই
কেহ দুনিয়ার ভিতরে,

অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া
রহিল দাঁড়ায়ে লোক সব ! *

আমাদের যুদ্ধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না! আমরা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, কাজীর নিকট যাইতে হইবে। দেখা যাউক, তিনি আমাদের এই তর্কের কিরূপ মীমাংসা করেন। উভয়েই তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলাম। কাজী মুসলমান, আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তি। তিনিই ধনী ও দরিদ্রের গুণাগুণের পার্থক্য ভালরূপে নির্ণয় করিতে পারিবেন।

কাজী ধীরভাবে আমাদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, উভয়ের বক্তব্য ও যুক্তিপরম্পরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলেন। তার পর তিনি গভীরভাবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা-নিমগ্ন থাকিয়া মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ওহে, তুমি যে ধনিগণের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছ, এবং দরিদ্রগণের নানারূপ নিন্দা করিতেছ, তুমি নিশ্চয় জানিও যে স্থানে ফুল আছে, সেই স্থানেই কাঁটা আছে, যেখানে মদিরা আছে, সেই খানেই মাদকতা আছে। যেখানে

---

* উ দর্ মন্ ও মন্ দর্ উ ওফতাদা
খল্ক্ আজ্ পায়ে মা দওয়াঁ ও খন্দাঁ
আঙ্গশ্তে তা'জ্জবে জাহানে
আজ্ গোফ্ত্ ও শনিদে মা বদন্দা !

মাটীতে গুপ্তধন লুক্কায়িত থাকে, তাহার নিকটেই বিষাক্ত সর্প অবস্থিতি করে! সমুদ্রের যে গভীর তলদেশে অসংখ্য মুক্তা জন্মে, সেই স্থলেই মনুষ্যের প্রাণনাশক হাঙ্গর, কুম্ভীর ইত্যাদিও বাস করিয়া থাকে। জীবনের সমগ্র আনন্দ ও আরামের পশ্চাতে মরণের বিবাক্ত দংশন সংগুপ্ত রহিয়াছে। বেহেশ্‌তের চিরস্থায়ী সুখ শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সংযম, সাধনা, ও এবাদতের কষ্ট মিশ্রিত আছে।

ভালবাসা যদি চাই রে
সহিতে হইবে শত অত্যাচার
তাহা বিনা গতি নাই রে।
ফুলের সহিত্ কণ্টক, বিষধর ধন-রক্ষক,
যেখানেই সুখ দুখ পাশে পাশে
দেখি ভবে সব ঠাঁইরে! (১)

তুমি কি দেখিতে পাওনা, বাগানে অনেক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহাদের কতকগুলি সুরস, সুমিষ্ট ফল প্রদান করে, আবার কতকগুলি কোনই কাজে লাগে না, ধনীদের মধ্যেও অনেকে খোদাতালার প্রতি কৃতজ্ঞ, তাঁহারা ধনের সদ্ব্যবহার করেন, আবার অনেকে অকৃতজ্ঞ ; তাঁহাদের অর্থ জগতের কোনই উপকারে আসে না। ফকিরদের মধ্যেও অনেকে ধৈর্য্যশীল,

---

* জওরে দুশ্‌মন্ চে কুনাদ্ গার্ না কশদ্ তালেবে দোস্ত্
গঞ্জ্ ও মার্‌ও গুল্ ও খার্ ও গোম্ ও শাদী বহমন্দ্

তাঁহারা সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সাধনার জীবন অতিবাহিত করেন। পক্ষান্তরে তাহাদের অনেকে লোভী ও ধৈর্য্যহীন; ইহাই দুনিয়ার নিয়ম। খাঁটি মূল্যবান জিনিস জগতে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

পানির প্রত্যেক বিন্দু হ'ত যদি মতী,
কড়ির মতই মতী হ'ত বে-কিমতী! *

খোদাতালার মহান দরবারে সেই শ্রেণীর ধনীগণের আসন অতি উচ্চে, যাঁহাদের স্বভাব ঠিক দরবেশদের মত; পক্ষান্তরে সেই সমস্ত দরবেশদের কদর অত্যন্ত অধিক, যাঁহাদের মনের বল ধনীগণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শ্রেষ্ঠতম ধনী তাঁহারাই যাঁহারা দরিদ্রদের চিন্তার অংশ গ্রহণ করেন, পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠতম দরিদ্র তাঁহারা যাঁহারা ধনীদিগের মুখাপেক্ষী হন না, তাঁহাদের নিকটে সাধ্যমত গমন করেন না। খোদাতালা কোরান শরিফে বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি খোদাতালাকে জীবিকা দাতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট!

অতঃপর কাজী সাহেব দরবেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি যে বলিলে ধনীগণ বিভব সম্পদের মোহে খোদাতালাকে ভুলিয়া যায়, তাঁহার এবাদত বন্দেগী করে না, দুনিয়ায় মত্ত হইয়া থাকে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ নানা পাপকর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা নানা বেহুদা আমোদ প্রমোদে সময়

* আগার্ সজালা হর্ কাত্রায়ে দোর্ শোদে
চু খর্মোহ্রা বাজার্ আজো পোর্ শোদে!

অতিবাহিত করে, অনেক ধনী সম্বন্ধেই একথা সত্য, সন্দেহ নাই ! এই শ্রেণীর ধনীগণ খোদা প্রদত্ত বিভব সম্পদের জন্য কৃতজ্ঞ নহে ; তাহারা টাকাকড়ি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে, নিজে কোনরূপ ব্যয় করে না, কাহাকেও একটি পয়সা দান করে না ! খোদা না করুন, যদি ঘটনাক্রমে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ হয়, দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়, তথাপি ইহাদের বিলাস ব্যসনের মাত্রা একটুও কমে না, তথাপি ইহারা অনাহার-প্রপীড়িত বুভুক্ষুদের দুঃখে একটিও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে না ! খোদাতালাকে ইহারা একটুও ভয় করে না। দেশের এইরূপ দারুণ দুর্দ্দিনেও ইহারা স্ফুর্ত্তির সহিত বলিয়া থাকে—

অভাবে দুনিয়া যদি হ'য়ে যায় লয়
আমার কি ? আমি তা'তে নাহি করি ভয় !
বন্যায় ডুবিয়া গেলে সমগ্র সংসার
হংস থাকে ভাসিয়াই, নাহি ভয় তা'র ! *

কমিনা কেবল নিজের কম্বল
পরে রাখে সদা দৃষ্টি,
ভাবনা তাহার কিছু নাহি আর
হইলেও লয় সৃষ্টি। †

---

* গার আজ্ নিস্তি দিগরে শোদ্ হালাক্
মরা হাস্ত্ বোত্রা জে তুফাঁ চে বাক্ ?

† দুনাঁ চু গিলিমে খেশ্ বেরু বোর্দ্দন্দ্
গোয়ান্দ্ চে গোম্ গার্ হামা আলম্ মোর্দ্দন্দ্

এক শ্রেণীর ধনী এই প্রকার। পক্ষান্তরে এইরূপ ধনশালী ব্যক্তিও অনেক আছেন যাঁহারা সর্ব্বদা সাধারণের জন্য বিবিধ নিয়ামতের দস্তরখান বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দানের হস্তের কোমল স্পর্শে দীনদুঃখীগণের অন্তরের বেদনা দূরীভূত হয়। তাঁহারা অতুলনীয় বদান্যতা প্রভাবে জগতে অপার কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ইহা জগতে ও পরজগতে সর্ব্বত্রই তাঁহারা অপরিসীম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের মহামাননীয় বাদশার কথা বিবেচনা করুন; যিনি ন্যায় ও সুবিচারের অবতার, যিনি জগজ্জয়ী স্বনামখ্যাত বাদশা সোলেমানের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, যিনি দুনিয়া ও আখেরাতের অতুলনীয় অলঙ্কারস্বরূপ, সেই মহাপ্রতাপান্বিত অসীম বিভবসম্পদের অধিকারী মহামতি আতাবক আবুবকর বিন সাদ জঙ্গীর (খোদাতালা তাঁহার শাসন কাল স্থায়ী করুন, তাঁহার—সাম্রাজ্যের সহায়তা করুন) কথা বিবেচনা করুন।

সন্তানে কখনো পিতা এত ভালবাসে না
মানবে যেমন ভাল- বাস তুমি ভূপতি,
অনন্ত মঙ্গলময় বিধা- তার বাসনা
তোমার ছায়ায় তাই সুশীতল জগতী!

কাজী সাহেব ওজস্বীতাপূর্ণ ভাষায় এমনভাবে বক্তৃতা করিলেন, তাঁহার যুক্তি-তর্কের অশ্ব এমন কৌশলে প্রধাবিত

করিলেন যে, আমি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমাকে নীরব হইতে হইল, তাঁহার সিদ্ধান্ত মস্তক অবনত করিয়া মানিয়া লইতে হইল। অতঃপর দরবেশের সহিত আমার ইতঃপূর্ব্বে যে তর্ক-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া সন্ধি করিলাম; আবার বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করিয়া লইলাম। একে অপরের চরণের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, একে অপরের মস্তক চুম্বন করিয়া এই বয়াতের সহিত আমাদের তর্ক-যুদ্ধের অবসান করিলাম।

হে ভিখারি, তুমি এমন করিয়া
দিও না'ক দোষ বিধিরে,
অন্ধকার হ'বে অদৃষ্ট তোমার
হেন ভাবে যদি মরহ
বিভব সম্পদ হে ধনী, তোমায়
দিয়াছেন খোদা যদি রে,
ইহ-পরকাল করিবে হাসেল—
খাও, আর দান করহ। *

সম্পূর্ণ

---

* মকুন্ জে গর্দ্দিশে গিতী শেকায়াত্ আয় দর্বেশ্
কে তিরা বথ্তী আগার হাম্বরিঁ নস্ক্ মোর্দ্দী
তওয়াঙ্গারা চু দিল ও দস্ত্ কামরানত্ হাস্ত্
বেখোর্ বেবখ্শ্ কে দুনিয়াও আখেরাত বোর্দ্দী।

সাহিত্যের বিজয় অভিযান !

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক

কবিবর মৌলভী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রণীত

অতুলনীয় গ্রন্থাবলী।

১। **আলমগীর**—উপন্যাসের মাধুরী এবং ইতিহাসের সত্য এই পুস্তকে একাধারে বিরাজিত। স্বার্থান্ধ বিধর্ম্মী লেখকগণ মোগল-কুলতিলক রাজর্ষি সম্রাট হাফেজ গাজী মহীউদ্দীন মহম্মদ আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যে সমস্ত অলীক কলঙ্ক কাহিনী প্রচার করিয়াছেন এই পুস্তক পাঠে তৎসমুদয় সম্যক্ বিদূরিত হইবে। বিষয় মাহাত্ম্যে, ঘটনা বৈচিত্র্যে ও লিপি চাতুর্য্যে এই গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়। পুস্তকের আকার সুবৃহৎ ৩২২ পৃষ্ঠা, সুন্দর সিল্কে বাঁধা। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ১৸৹

২। **সুন্দরবনে ভ্রমণ কাহিনী**—চিররহস্যমধুর সুন্দর-বনের বিরাট গম্ভীর দৃশ্য এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে পাঠকের নয়ন সমক্ষে মূর্ত্ত বলিয়া মনে হইবে। কোথায়ও বা আতঙ্কে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে, আবার কোথায়ও বা বর্ণনার ললিত ছটায়, হাস্য রসের অনাবিল উচ্ছ্বাসে পাঠক আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন। সুন্দরবনের দৈত্য দানবের অদ্ভুত কাহিনী বাওয়ালী ও শিকারিগণের দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী পাঠককে চমকিত করিয়া দিবে। পুস্তক শেষে কতকগুলি বাঘের ফটোও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দাম ৸৹

৩। **সা'দীর কালাম।**—শেখ সা'দীর বাছা বাছা শতাধিক বয়াত ও সুললিত কবিতায় তৎসমুদয়ের বঙ্গানুবাদ। বক্তার বক্তৃতা শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে, ওয়াজ নছিহতে ইস্‌লামী তেজ জাগাইয়া তুলিতে, মজ্‌লিস গুল্‌জার করিতে সাদীর কালামের তুলনা নাই। দৈনন্দিন

জীবনের প্রত্যেক সমস্থায় সাদীর কালাম অমূল্য উপদেশ প্রাদান করিবে। সমগ্র জগতে এরূপ সুনীতিপূর্ণ সরল মধুর কবিতা আর নাই। এই কবিতাগুলি মাদ্রাসা মক্তবের ছাত্রগণের মুখস্থ করিবার একান্ত উপযোগী। অভিনব বেশে দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ।৵০

৪। **আমার সাহিত্য-জীবন**—মোস্‌লেম সমাজে এই ধরণের পুস্তক এই প্রথম! বিখ্যাত সাহিত্যিক, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি, কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী এস্‌, ওয়াজেদ আলী বি, এ (ক্যান্টাব) বার, এট, ল, সাহেব লিখিয়াছেন,—"অসংখ্য পাঠক তাঁর এই আত্মচরিত প'ড়ে নূতন আশা, নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্দীপনা লাভ করিবেন। পরশমণি পাথরের মত তাঁর এই গ্রন্থ অসংখ্য তরুণ সাহিত্য-সাধককে প্রকৃত সাহিত্যিকে পরিণত করবে। এই পুস্তকটি বাঙ্গলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবে।" দাম ॥০

৫। **জেনপরী**—পরীজাদী ফুলকুমারীর অদ্ভুত লীলা কাহিনী! এমন চমকপ্রদ অভূতপূর্ব্ব বিবরণ কেহ কখনো শুনেন নাই, কল্পনা করেন নাই। পরীর উপহার, পরীর গান, পরীর লিখন। সমস্তই সত্য, সমস্তই অদ্ভুত। জেনপরী, ভূত প্রেত, দৈত্য দানব সম্বন্ধে সারবান গুরুগম্ভীর আলোচনা। এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রথম—দাম ៸০

৬। **কোহিনূর কাব্য** * —মোস্‌লেম কাব্য সাহিত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী! ইস্‌লামীয়া কলেজের প্রোফেসর মৌলভী আবদুল মজিদ, এম, এ, সাহেব বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভায় পঠিত এই পুস্তকের সুদীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"কোহিনূর কাব্যখানি কাব্য, মহাকাব্য—বাঙ্গলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় কোহিনূর।" যাঁহারা বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের প্রকৃত সমজদার মাত্র তাঁহারাই ইহার আদর বুঝিবেন। মূল্য ১।৵০

৭। **পারিজাত** *—পারিজাত বাস্তবিকই কবিতা-কাননের পারিজাত। ইহার ভাব স্বর্গীয়, সুর স্বর্গীয়, লক্ষ্য স্বর্গীয়। সুললিত ছন্দে, উচ্ছ্বসিতভাবে পারিজাত মোস্‌লেম কাব্য-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে! প্রধান প্রধান হিন্দু-মুসলমান সংবাদপত্র ও পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। অভিনব বেশে তৃতীয় সংস্করণ—দাম ॥৵

৮। **আবেহায়াত**—বাঙ্গলা ভাষায় হাফেজ, শাম্‌স্ তবরেজ, সা'দী, জামী ইত্যাদি জগদ্বিখ্যাত পারস্য কবিগণের গজলের অপূর্ব্ব মাধুরী ও স্বর্গীয় প্রেমের মধুর ঝঙ্কার! কি ছন্দে, কি লালিত্যে ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন সামগ্রী। পুস্তকখানি পাঠ করিতে বসিলে ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসে স্বর্গীয় প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশে আত্মহারা হইতে হয়। বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ।৵৹

৯। **চেতনা** *—চেতনা পাঠে হৃদয়ে নব চেতনায় সাড়া অনুভব করিবেন। বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে ইহার মূল্য লক্ষ কোহিনূর সদৃশ। অভিনব বেশে বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ।৵৹

১০। **বাঁশরী** *—বাঁশরীর অপূর্ব্ব সুরে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিমুগ্ধ এবং স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া যাইবেন; হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দের ঝঙ্কার উঠিবে। দাম ১৲

১১। **হাসির গল্প** *—ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক হাসির গল্প। শিশু-পাঠ্য নির্দ্দোষ আমোদের বহি। প্রত্যেক গল্প পাঠে হাসিয়া হাসিয়া অধীর হইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট উপদেশও লাভ হইবে। পরি-বর্দ্ধিত সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ—দাম ॥৹

১২। **ভারত-সম্রাট বাবর** *—অধ্যবসায়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি মহামতি সম্রাট বাবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম ।৵৹

১৩। **পরীর কাহিনী** *—সত্য ঘটনা মূলক অপূর্ব্ব পরীর গল্প। বিংশ শতাব্দীর আরব্যোপন্যাস! স্বপ্নাতীত, কল্পনাতীত, অপূর্ব্ব ঘটনা! প্রেমের মোহনীয় চিত্র! পরীজাদী গোলবাহার ও দুরাত্মা দৈত্য

আর্দ্ধাহাশের ক্রমাগত সংঘর্ষের লোমহর্ষণ কাহিনী। ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে তৃতীয় সংস্করণ—দাম ৸০

১৪। **গুল্‌শান**—আপন গৌরবে বিশ্ববক্ষে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছে। ইহার "সুষমা" নন্দনের অনন্ত সুষমায় ভরপুর "কৌতুক" সুপক্ক আঙ্গুরের মতই হাস্য রসে টলমল! আর "কাকলীর" ললিত তানগুলি ভাবুক হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্পন্দন জাগাইয়া ঝঙ্কার তুলিয়া কোন্ দূর অনন্তের অন্তরালে মিশিয়া গিয়াছে। পড়িতে পড়িতে জগৎ সংসার ভুলিতে হইবে, নূতন নূতন ভাবে মন তন্ময় হইয়া যাইবে, স্বর্গীয় আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিবে। ১৭৬ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট বাঁধাই। দাম ১৲ টাকা

১৫। **নিয়ামত** * —এমন মর্ম্মস্পর্শী, নানারসে মধুর সমাজ সংস্কার মূলক গল্প-পুস্তক এ পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। অত্যন্ত নিপুণতার সহিত সমাজের করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া এই পুস্তকে তাহার সংশোধনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "মোল্লা বাকা উল্লার" অদ্ভুত গোড়ামীর এবং "ভদ্রলোকের" অসহনীয় মোস্‌লেম বিদ্বেষের যে অম্লমধুর অমোঘ ঔষধের ব্যবস্থা এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে তাহা সকলের মনঃপুত হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক গল্পটী এক এক দিক দিয়া সমাজে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করিবে। প্রায় সমস্ত গল্পই এক সময় মোহাম্মদীয় সহস্র সহস্র পাঠক কর্ত্তৃক সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিল! হাস্যকরুণ ইত্যাদি নানা রসের অনাবিল উচ্ছ্বাস! সুন্দর বাঁধাই দেড় শতাধিক পৃষ্ঠা। দাম ১৲ ট্যকা মাত্র।

১৬। **পারসী শিক্ষা সহায় বা পদ্য পারসী ব্যাকরণ**—পার্সী শিক্ষার্থীগণের একান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য ।০ আনা।

☞ তারা চিহ্নিত পুস্তকগুলি প্রাইজ ও লইব্রেরীর জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে বা নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

ম্যানেজার—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী

২৯ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।